মধ্য-লীলা

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

বৈষ্ণবীকৃত্য সন্ন্যাসিমুখান্ কাশীনিবাসিনঃ।
সনাতনং সুসংস্কৃত্য প্রভুর্নীলাদ্রিমাগমৎ ॥ ১

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

এইমত মহাপ্রভু দুই মাসপর্য্যন্ত।
শিক্ষাইলা তাঁরে ভক্তিসিদ্ধান্তের অন্ত ॥ ২

পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া—শেখরের সঙ্গী।
প্রভুকে কীর্ত্তন শুনায়—অতি বড় রঙ্গী ॥ ৩

সন্ন্যাসীর গণে প্রভু যদি উপেক্ষিল।
ভক্তদুঃখ খণ্ডাইতে তারে কৃপা কৈল ॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অবৈষ্ণবান্ বৈষ্ণবান্ কৃত্বা ইতি বৈষ্ণবীকৃত্য। সন্ন্যাসিমুখান্ সন্ন্যাস্যাদীন্। সুসংস্কৃত্য শোভনং সংস্কারবন্তং কৃত্বা ইত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী ॥ ১ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মধ্যলীলার এই পঞ্চবিংশতি-পরিচ্ছেদে—শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কর্ত্তৃক কাশীবাসী অবৈষ্ণব সন্ন্যাসিগণের বৈষ্ণব-করণ এবং তদনন্তর কাশী পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর নীলাচল-প্রত্যাবর্ত্তন-লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। প্রভুঃ (শ্রীমন্‌মহাপ্রভু) সনাতনং (শ্রীপাদ সনাতনকে) সুসংস্কৃত্য (সুন্দররূপে সংস্কৃত করিয়া—ভক্তি-সিদ্ধান্তাদি শিক্ষা দিয়া) কাশীনিবাসিনঃ (কাশীবাসী) সন্ন্যাসীমুখান্ (প্রকাশানন্দ-সরস্বতী প্রভৃতি সন্ন্যাসি-প্রমুখ জনগণকে) বৈষ্ণবীকৃত্য (বৈষ্ণব করিয়া) নীলাদ্রিং (নীলাচলে) আগমৎ (আগমন করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কাশীবাসী প্রকাশানন্দ-সরস্বতী প্রভৃতি সন্ন্যাসিপ্রমুখ-জনগণকে বৈষ্ণব করিয়া এবং ভক্তি-সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিয়া শ্রীপাদ-সনাতনকে সুন্দররূপে সংস্কৃত করিয়া নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন। ১

এই শ্লোকে এই পরিচ্ছেদের আলোচ্য-বিষয়ের উল্লেখ করা হইল।

২। এই মত—মধ্যলীলার ২০শ হইতে ২৪শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত প্রকারে। **তাঁরে**—শ্রীসনাতন গোস্বামীকে। **ভক্তি-সিদ্ধান্তের অন্ত**—ভক্তিশাস্ত্রে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত আছে, তাহাদের চরম অবধি। সমস্ত সিদ্ধান্ত।

৩। পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া—পরমানন্দ-নামে জনৈক কীর্ত্তনীয়া। **শেখর**—চন্দ্রশেখর; ইনি জাতিতে বৈদ্য; কাশীতে থাকিয়া লেখকের কাজ করিতেন। ইনি তপনমিশ্রের সখা ছিলেন। **রঙ্গী**—কীর্ত্তনাদিতে অত্যন্ত অনুরাগযুক্ত।

৪। সন্ন্যাসীর গণে—কাশীস্থিত প্রকাশানন্দ-সরস্বতী ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যাদি মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগকে। **উপেক্ষিল**—উপেক্ষা করিলেন; সন্ন্যাসিগণ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর যে সকল নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত প্রভু গ্রাহ্যই করিলেন না; তাঁহাদের নিন্দাদির প্রতিবাদাদি করিলেন না, নিন্দার কথা শুনিয়া তিনি মনঃক্ষুণ্ণও হইলেন না। তাঁহাদের আচরণের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখাইলেন।

সন্ন্যাসীরে কৃপা পূর্ব্বে লিখিয়াছি বিস্তারিয়া।
উদ্দেশ করিয়ে ইহাঁ সংক্ষেপ করিয়া ॥ ৫
যাহাঁ তাহাঁ প্রভুর নিন্দা করে সন্ন্যাসীর গণ।
শুনি দুঃখে মহারাষ্ট্রী করয়ে চিন্তন— ॥ ৬
প্রভুর স্বভাব—যে তাঁরে দেখে সন্নিধানে।
স্বরূপ অনুভবি তাঁরে 'ঈশ্বর' করি মানে ॥ ৭
কোনপ্রকারে পারোঁ যদি একত্র করিতে।
ইঁহারে দেখি সন্ন্যাসিগণ হৈব ইঁহার ভক্তে ॥ ৮
বারাণসীবাস আমার হয়ে সর্ব্বকালে।
সর্ব্বকাল দুঃখ পাব, ইহা না করিলে ॥ ৯

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভক্তদুঃখ—তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর, পরমানন্দ-প্রভৃতি কাশীবাসী ভক্তদিগের দুঃখ; সন্ন্যাসীদের মুখে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিন্দা শুনিয়া তাঁহাদের যে দুঃখ হইত, তাহা এবং শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি কথার পরিবর্ত্তে কেবল মায়া-ব্রহ্ম-প্রভৃতি কথা শুনিয়া তাঁহাদের যে দুঃখ হইত, তাহা। **তারে**—তাহাকে; সন্ন্যাসিগণকে। **কৃপা কৈল**—কৃপা করিলেন; শুষ্ক-হৃদয়ে ভক্তির প্রবাহ সঞ্চারিত করিলেন। সন্ন্যাসীদিগের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর-কৃপার মুখ্য হেতু—কাশীবাসী ভক্তদিগের দুঃখ মোচন করা। ভক্তির চর্চ্চা শুনিতে পাইলেই ভক্তের সুখ; আর তাহা যেখানে নাই, সেখানে ভক্ত সুখ পান না। আবার, যেখানে ভক্তি-বিরোধী জ্ঞানের চর্চ্চা ব্যতীত ধর্ম্মবিষয়ক অন্য কোনও চর্চ্চাই নাই, সেখানে ভক্তদের অত্যন্ত দুঃখ। দুঃখের হেতু এই:—ভক্ত পর-ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, ভক্তবৎসল, পরমকরুণ, রসিকশেখর বলিয়া মনে করেন; কিন্তু ভক্তিশূন্য-জ্ঞানমার্গের উপাসকগণ তাঁহাকে নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ আনন্দ-সত্তামাত্র মনে করেন এবং শ্রীভগবানের চিদানন্দ-ঘন বিগ্রহকে মায়িক বিগ্রহ বলিয়া মনে করেন; তাঁহাদের শাস্ত্রচর্চ্চাদিতেও তাঁহাদের ঐ ভাবই স্ফুরিত হয়। ইহা ভক্তের প্রাণে সহ্য হয় না। কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণ সকলেই ভক্তিশূন্য জ্ঞানমার্গের উপাসক ছিলেন—তাই তাঁহাদের সঙ্গে তত্রত্য ভক্তদের কেবল দুঃখই ভোগ করিতে হইত। এই দুঃখ দূর করিবার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করিয়া সন্ন্যাসীদিগকে বৈষ্ণব করিলেন।

৫। **পূর্ব্বে**—আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদে। কিরূপে প্রভু সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করিলেন, তাহা ঐ স্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

৬। **যাহাঁ তাহাঁ**—যেখানে সেখানে। **মহারাষ্ট্রী**—মহারাষ্ট্র-নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ। ইনি প্রভুর দর্শনের প্রভাবে প্রভুর একান্ত ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। **করয়ে চিন্তন**—মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ কি চিন্তা করিলেন, তাহা নিম্নের তিন পয়ারে বলা হইয়াছে।

৭৯। "প্রভুর-স্বভাব" হইতে "ইহা না করিলে" পর্য্যন্ত তিন পয়ারে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের চিন্তার কথা বলিতেছেন। তিনি ভাবিলেন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এমনি আশ্চর্য্য শক্তি যে, দূরে থাকিয়া, প্রভুকে না দেখিয়া, যে যত ইচ্ছা তাঁহার নিন্দা করুক না কেন, যদি একবার প্রভুর নিকটে আসিতে পারে এবং যদি প্রভুর দর্শন পায়, তাহা হইলে ঐ দর্শনের প্রভাবেই লোক উপলব্ধি করিতে পারে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধারণ মনুষ্য নহেন, সন্ন্যাসী মাত্র নহেন—তিনি স্বয়ং ভগবান্। ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত তখন আর শাস্ত্র বা যুক্তির প্রয়োজন হয় না। কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণ প্রভুর দর্শন পান নাই বলিয়াই প্রভুর নিন্দা করিতে পারিতেছেন; কিন্তু যদি কোনও উপায়ে একবার প্রভুর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ করাইতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা প্রভুর স্বরূপ অনুভব করিতে পারিবেন; প্রভু যে স্বয়ং ভগবান্, তিনি যে ভণ্ড সন্ন্যাসী মাত্র নহেন, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন; তাহা হইলেই তাঁহারা প্রভুর একান্ত ভক্ত হইয়া পড়িবেন এবং প্রভুর নিন্দা না করিয়া তাঁহার গুণ-মহিমাদিই কীর্ত্তন করিবেন—আর মায়া-ব্রহ্ম-প্রভৃতির আলোচনা ছাড়িয়া শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। যে প্রকারেই হউক, প্রভুর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ করাইতেই হইবে—কারণ, আমাকে তো চিরকালই কাশীতে থাকিতে হইবে। যদি সন্ন্যাসীদের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ না করাই, তাহা হইলে চিরকালই তো তাঁহারা প্রভুর নিন্দাদি করিবেন—আমাকেও চিরকালই তাহা শুনিতে হইবে। কিন্তু ইহা তো সহ্য হইবে না।"

এত চিন্তি নিমন্ত্রিল সন্ন্যাসীর গণে।
তবে সেই বিপ্র আইল মহাপ্রভুর স্থানে ॥ ১০
হেনকালে নিন্দা শুনি শেখর তপন।
দুঃখ পাঞা প্রভুপদে কৈল নিবেদন ॥ ১১
ভক্তদুঃখ দেখি প্রভু মনেতে চিন্তিল।
সন্ন্যাসীর মন ফিরাইতে মন হৈল ॥ ১২
হেনকালে বিপ্র আসি কৈল নিমন্ত্রণ।
অনেক দৈন্যাদি করি ধরিল চরণ ॥ ১৩
তবে মহাপ্রভু তাঁর নিমন্ত্রণ মানিলা।
আর দিন মধ্যাহ্ন করি তার ঘরে গেলা ॥ ১৪
তাহাঁ যৈছে কৈল সন্ন্যাসীর নিস্তার।
পঞ্চতত্ত্বাখ্যানে তাহা করিয়াছি বিস্তার ॥ ১৫
গ্রন্থ বাড়ে—পুনরুক্তি হয়ে ত কথন।
তাহাঁ যে না লিখিল, তাহা করিয়ে লিখন ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রভুর স্বভাব—প্রভুর এমনি প্রভাব যে। **স্বরূপ অনুভবি**—প্রভুর স্বরূপ অনুভব করিয়া; প্রভু যে স্বয়ং ভগবান্, তিনি যে জীব নহেন, তাহা উপলব্ধি করিয়া। **ইঁহারে দেখি**—প্রভুকে দেখিয়া। **ইহা না করিলে**—প্রভুর সহিত সন্ন্যাসীদিগের সাক্ষাৎ না করাইলে।

১০। **এত চিন্তি**—এইরূপ চিন্তা করিয়া॥ **নিমন্ত্রিল**—নিজগৃহে ভোজনের জন্য আহ্বান করিল। **তবে**—সন্ন্যাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া। **সেই বিপ্র**—মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ।

মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সহিত সন্ন্যাসীদিগের সাক্ষাৎ করাইবার উদ্দেশ্যে নিজের গৃহে নিমন্ত্রণের আয়োজন করিয়া সন্ন্যাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন; তারপর প্রভুকে নিমন্ত্রণ করার জন্য প্রভুর নিকটে গেলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য—তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণে প্রভুর সহিত সন্ন্যাসীদের সাক্ষাৎ করাইবেন।

১১। **হেনকালে**—যে সময় মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করার জন্য প্রভুর নিকটে আসিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে। **শেখর তপন**—চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্র। **দুঃখ পাঞা**—সন্ন্যাসীদের মুখে প্রভুর নিন্দা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখ হওয়ায় প্রভুর চরণে তাঁহাদের দুঃখের কথা জানাইলেন এবং সন্ন্যাসীদের কৃপা করার জন্য প্রার্থনাও জানাইলেন।

১২। **ভক্তদুঃখ দেখি**—মহাপ্রভু ভক্তবৎসল; তাই ভক্তদের দুঃখের কথা শুনিয়া তাঁহার করুণ চিত্ত গলিয়া গেল এবং ভক্তদের দুঃখ নিবারণের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করার নিমিত্ত প্রভুর ইচ্ছা হইল।

১৩। **হেনকালে**—চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্রের কথায় যখন সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করিবার জন্য প্রভুর ইচ্ছা হইল, ঠিক সেই সময়েই মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ আসিয়া অনেক দৈন্যমিনতি সহকারে প্রভুর চরণে পতিত হইয়া তাঁহার গৃহে ভিক্ষা করিবার জন্য প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

১৪। **তবে**—ইত্যাদি—চন্দ্রশেখর ও তপন-মিশ্রের কাতর প্রার্থনায় প্রভুর চিত্ত করুণায় ভরিয়া গিয়াছিল; ঠিক এই সময়েই মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন—নিমন্ত্রণ-উপলক্ষ্যে সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করার একটা সুযোগ উপস্থিত হইল। তাই প্রভু তাঁহার নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিলেন। সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করার ইচ্ছা না থাকিলে প্রভু বোধ হয় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না। **আর দিন**—যে দিন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, তাহার পরের দিন। **মধ্যাহ্ন করি**—মধ্যাহ্ন-সময়ের স্নান ও অন্যান্য নিত্যকৃত্যাদি করিয়া নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থে মহারাষ্ট্রী বিপ্রের গৃহে গেলেন।

১৫। **তাঁহা**—মহারাষ্ট্রী বিপ্রের গৃহে যে ভাবে প্রভু সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করিলেন, তাহা আদিলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্ব-বিচারে বর্ণনা করা হইয়াছে।

১৬। **গ্রন্থ বাড়ে** ইত্যাদি—যে ভাবে সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করিলেন, তাহা যদি এস্থলে আবার বর্ণনা করেন, তাহা হইলে গ্রন্থের আকারও বাড়িয়া যায়, আবার এক কথা দুইবার বলাও হয়। এজন্য তাহা এস্থলে বর্ণিত হইল

যে দিবসে প্রভু সন্ন্যাসীরে কৃপা কৈল।
সে দিবস হৈতে গ্রামে কোলাহল হৈল ॥ ১৭
লোকের সংঘট্ট আইসে প্রভুরে দেখিতে।
নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে শাস্ত্র বিচারিতে ॥ ১৮
সর্ব্বশাস্ত্র খণ্ডি প্রভু 'ভক্তি' করে সার।
সযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সভার ॥ ১৯
উপদেশ লঞা করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
সর্ব্বলোক হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন ॥ ২০
প্রভুকে প্রণত হৈল সন্ন্যাসীর গণ।
আত্মমধ্যে গোষ্ঠী করে ছাড়ি অধ্যয়ন ॥ ২১
প্রকাশানন্দের শিষ্য এক—তাহার সমান।
সভামধ্যে কহে প্রভুর করিয়া সম্মান—॥ ২২
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় 'সাক্ষাৎ নারায়ণ'।
ব্যাসসূত্রের অর্থ করে অতি মনোরম ॥ ২৩
উপনিষদের করে মুখ্যার্থ-ব্যাখ্যান।
শুনি পণ্ডিত লোকের জুড়ায় মন-কাণ ॥ ২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

না। তবে, যাহা আদির সপ্তম পরিচ্ছেদে বলা হয় নাই, তাহা এস্থলে সংক্ষেপে বলা হইতেছে। (নিম্নের পয়ার-সমূহে)। **পুনরুক্তি**—একই বিষয় বার বার বলা। **তাহাঁ**—আদির সপ্তম পরিচ্ছেদে।

১৭-২০। কোলাহল হৈলা—হৈ চৈ পড়িয়া গেল। হৈ চৈ পড়িবারই কথা। প্রকাশানন্দ সরস্বতী তখন ভারতবর্ষের মধ্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত—সাধক হিসাবেও তাঁহার বিশেষ খ্যাতি। বিদ্যায় বুদ্ধিতে কেহই তখন তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিত না। কাশীতেই তাঁহার দশ হাজার দণ্ডী শিষ্য। কাশীর বাহিরে তো কত শিষ্যই আছে। এত বড় একজন লোক—একজন বাঙ্গালী-সন্ন্যাসীর পদানত হইয়া গেল; ইহা দেখিয়া ও শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া গেল। তখন ঐ বাঙ্গালী সন্ন্যাসীটীকে (শ্রীমন্মহাপ্রভুকে) দেখিবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল—আর তাঁহার সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিচার করিবার জন্য দলে দলে বড় বড় পণ্ডিতেরাও আসিতে লাগিলেন। প্রভু সকলের সঙ্গেই আলাপ করিলেন, বিচার করিলেন—বিচারে সকলের নিকটেই ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিলেন; সকলকেই কৃষ্ণনাম উপদেশ করিলেন। প্রভুর মুখে কৃষ্ণনাম উপদেশ পাইয়া সকলেই কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, নাম-কীর্ত্তনের প্রভাবে ও প্রভুর কৃপায় সকলেই কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইলেন।

হাসে গায়—কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া হাসে, কান্দে, নাচে, গায়।

২১। আত্মমধ্যে ইত্যাদি—সন্ন্যাসিগণ বেদান্ত অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া নিজেরা একসঙ্গে বসিয়া ভক্তির মাহাত্ম্য ও প্রভুর মহিমা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। **আত্মমধ্যে**—নিজেদের মধ্যে। **গোষ্ঠী করে**—আলোচনা করে।

২২। তাহার সমান—প্রকাশানন্দের সমান। প্রকাশানন্দের একজন শিষ্য পাণ্ডিত্যে প্রকাশানন্দেরই তুল্য। মহাপ্রভুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া তিনি যাহা বলিলেন, তাহা নিম্নের কয় পয়ারে বলিতেছেন।

২৩। ব্যাসসূত্রের—বেদান্ত-সূত্রের।

সাক্ষাৎ নারায়ণ—সাক্ষাৎ নারায়ণ ব্যতীত অপর কেহ ব্যাসসূত্রের এমন সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী অর্থ করিতে পারেন না।

২৪। উপনিষদ—বেদের জ্ঞানকাণ্ড; বেদের যে অংশে ভগবতত্ত্বাদি আলোচিত হইয়াছে।

মুখ্যার্থ, লক্ষণা ও গৌণীবৃত্তির তাৎপর্য্য ১।৭।১০৪-৫ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

শঙ্করাচার্য্য গৌণী ও লক্ষণা বৃত্তিতে ব্রহ্মসূত্রের এবং শ্রুতির অর্থ করিতে যাইয়া শ্রুতির স্বতঃ-প্রমাণতার হানি করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌণী বা লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ না করিয়া মুখ্যাবৃত্তিতে অর্থ করিয়াছেন—এজন্য ঐ অর্থ সকলেরই মনোরম হইয়াছে; যেহেতু মুখ্যার্থে—যাহা শুনা মাত্রেই সহজে প্রতীত হয়, অথবা যাহা শব্দের ধাতু-প্রত্যয় হইতে প্রতীত হয়, সেই প্রসিদ্ধ অর্থই ধরা হয়, সুতরাং তাহা সহজেই লোকের হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে।

সূত্র-উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া ॥
আচার্য্য কল্পনা করে আগ্রহ করিয়া ॥২৫
আচার্য্য কল্পিত অর্থ পণ্ডিত যে শুনে।
মুখে 'হয় হয়' করে হৃদয়ে না মানে ॥ ২৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাক্য দৃঢ় সত্য মানি।
কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জিনি ॥ ২৭
'হরের্নাম' শ্লোকের যেই করিল ব্যাখ্যান।
সেই সত্য সুখদার্থ পরম প্রমাণ ॥ ২৮
"ভক্তি বিনা মুক্তি নহে"—ভাগবতে কয়।
কলিকালে নামাভাসে সুখে মুক্তি হয় ॥ ২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৫। **সূত্র-উপনিষদের**—বেদান্তসূত্রের এবং উপনিষদের। **আচার্য্য**—শঙ্করাচার্য্য।

বেদান্ত-সূত্রের বা উপনিষদের মুখ্যার্থ বিচার করিয়া শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্য লিখেন নাই। তিনি গৌণী বা লক্ষণা বৃত্তিতে অর্থ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার অর্থ তাঁহার নিজের কল্পিত অর্থ মাত্র—ঐ অর্থে বিশ্বাস করিতে গেলে, শ্রুতি অপেক্ষা শঙ্করাচার্য্যকে অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

আগ্রহ করিয়া—শঙ্করাচার্য্য স্বমত-স্থাপনের জন্যই উৎকণ্ঠিত ছিলেন; শ্রুতির মুখ্যার্থ গ্রহণ করিতে গেলে তাঁহার নিজের মত স্থাপন করা যায় না। তাই তিনি মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া কল্পনা-মূলক গৌণার্থ দ্বারা স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছেন।

২৬। **আচার্য্য কল্পিত** অর্থ—শঙ্করাচার্য্যের স্বীয় কল্পিত (মনগড়া) অর্থ।

শঙ্করাচার্য্য উপনিষদের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা প্রসিদ্ধ মুখ্যার্থ নহে বলিয়া—পণ্ডিত-ব্যক্তি যদি তাহা শুনেন, তবে কেবল আচার্য্যের প্রতি সম্মান বা মর্য্যাদা বশতঃই মুখে মুখে তাহা মানিয়া লন। কিন্তু ঐ অর্থ তাঁহাদের হৃদয় গ্রহণ করেনা। ঐ অর্থটাই যে ঠিক অর্থ হইল, তাঁহাদের মনে ইহার প্রতীতি জন্মে না।

২৭। প্রকাশানন্দের শিষ্যটী আরও বলিতেছেন—"শঙ্করাচার্য্যের কৃত অর্থ আমরা কেবল মুখেমুখেই মান্য করি, আমাদের মন তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে অর্থ করিলেন, ইহাই যে একমাত্র প্রকৃত অর্থ, তৎসম্বন্ধে আমাদের মনে কোনওরূপ সন্দেহই নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আরও বলিলেন যে—কলিকালে সন্ন্যাস দ্বারা সংসার হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়না—এই কথাও ধ্রুব সত্য।"—"প্রভু কহে—সাধু এই ভিক্ষুর বচন। মুকুন্দ-সেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥ পরাত্ম-নিষ্ঠা মাত্র বেশ ধারণ॥ মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার তারণ॥২।৩।৫-৬॥" সন্ন্যাসে সংসার হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না; কিন্তু কিসে পাওয়া যায়? তাহাই পর-পয়ারে বলিতেছেন।—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" এই "হরের্নাম" শ্লোক বলিতেছে—কলিকালে হরিনাম ব্যতীত সংসার-তরণের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। এজন্যই এই পয়ারে বলা হইল—"কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জিনি॥"

২৮। কলিকালে সংসার হইতে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায়—শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন। "হরের্নাম"—শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাই বলিলেন (আদিলীলার ৭ম পঃ দ্রষ্টব্য)। শ্রীমন্মহাপ্রভু "হরের্নাম"-শ্লোকের যে অর্থ করিলেন, তাহাই একমাত্র প্রকৃত এবং প্রামাণ্য অর্থ, ইহা শুনিতেও অত্যন্ত আনন্দ জন্মে।

সেই—মহাপ্রভু কৃত ব্যাখ্যাই।

সুখদার্থ—সুখদায়ক অর্থ; যে অর্থ শুনিলে আনন্দ জন্মে। **পরম প্রমাণ**—শ্রেষ্ঠ প্রমাণ; এই অর্থ খণ্ডন করিবার আর কোনও উপায় নাই।

২৯। **ভক্তিবিনা** ইত্যাদি। প্রকাশানন্দের শিষ্য সন্ন্যাসীটী আরও বলিতেছেন—আমরা মুক্তিলাভের নিমিত্তই সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া জ্ঞান-মার্গের সাধন করিতেছি; ভক্তি-অঙ্গের কোনও অপেক্ষাই রাখিতেছি না। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—ভক্তির কৃপাব্যতীত কেবল-জ্ঞানের সাধনা করিয়াও কেহ মুক্তি পাইতে পারে না। যে মুক্তি

তথাহি (ভাঃ ১০।১৪।৪)—

শ্রেয়ঃস্থতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥২

তথাহি (ভাঃ ১০।২।৩২)—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন
স্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধো নাদৃতযুষ্মদঙ্‌ঘ্রয়ঃ ॥ ৩

'ব্রহ্ম'-শব্দে কহে—ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্।
তাঁরে 'নির্ব্বিশেষ' স্থাপি 'পূর্ণতা' হয় হান ॥ ৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জ্ঞানমার্গের সাধনে এত দুর্ল্লভ, কলিকালে সেই মুক্তি—শ্রীহরি-নামের কথা তো দূরে—নামের আভাসেই অনায়াসে লাভ হয়। **ভক্তিবিনা মুক্তি নহে**—ইহার প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত "শ্রেয়ঃস্থতিং"-শ্লোক। ২।২২।১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **নামাভাসে**—নামীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে নাম উচ্চারণ, তাহাই নাম জপ। আর নামীর প্রতি কোনওরূপ অনুসন্ধান না রাখিয়া, অন্য বস্তুর অনুসন্ধানে, যদি গতিকে শ্রীহরির অথবা শ্রীহরির কোনও একটী নামের উচ্চারণ হয়, তবে তাহাকে নামাভাস বলে। যেমন, অজামিলের একটী ছেলের নাম ছিল নারায়ণ। মৃত্যু-সময়ে অজামিল "নারায়ণ, নারায়ণ" বলিয়া তাঁহার ছেলেকে ডাকিলেন। নারায়ণ-নামক ভগবৎ-স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া "নারায়ণ, নারায়ণ' বলেন নাই—নিজের ছেলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই "নারায়ণ" বলিয়াছেন। এ স্থলে তাঁহার উচ্চারিত "নারায়ণ"-শব্দটী নামাভাস হইল, "নাম" হয় নাই। কিন্তু এই নামাভাসের মাহাত্ম্যেই অজামিল মুক্তি পাইয়া গেলেন।

ভক্তির কৃপা ব্যতীত কেবল-জ্ঞান-মার্গের সাধনদ্বারা মুক্তি পাওয়া তো দূরের কথা, বরং আরও অধঃপতন হয়, অপরাধী হইতে হয়, তাহাই পরবর্ত্তী ৩-সংখ্যক শ্লোকে দেখাইয়াছেন। ২।২২।২০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **সুখে**—সুখের সহিত। ভক্তির সাধনে কোনও কষ্ট নাই; বরং অত্যন্ত আনন্দ আছে। আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধীয় সমস্ত কাজেই আনন্দ। তাঁহার নাম আনন্দ-স্বরূপ। "তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ। নামসঙ্কীর্ত্তন—সব আনন্দ-স্বরূপ।" সুতরাং যে কোনও প্রকারেই হউক না কেন—আনন্দ-স্বরূপ নামের উচ্চারণেই আনন্দ আছে, সুখ আছে। লবণের চাকা মনে করিয়াও যদি কেহ মিছরীর চাকা মুখে দেয়, তাহা হইলেও ঐ মিছরীর চাকা মিষ্টই লাগিবে। এইরূপ, বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণকে মনে না করিয়া নিজের ছেলের উদ্দেশ্যেও যদি আনন্দস্বরূপ নারায়ণ নাম মুখে উচ্চারিত হয়, তাহা হইলেও ঐ নাম তাহার শক্তি প্রকাশ করিবে—সুখময় নাম সুখদান করিবে; আর মুক্তি তো দিবেই। তাই বলা হইয়াছে—নামাভাসে সুখে মুক্তি হয়।

অথবাঃ—সুখে মুক্তি হয়—অনায়াসে মুক্তি হয়; কোনওরূপ কষ্টকর সাধন ব্যতীতই কেবল নামাভাসের ফলেই মুক্তিলাভ হয়।

শ্লো। ২ অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২২।১৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২৯-পয়ারের পূর্ব্বার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২২।২০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২৯-পয়ারের পূর্ব্বার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

৩০। **ব্রহ্ম-শব্দে কহে**—ইত্যাদি মুখ্য-অর্থে ব্রহ্ম-শব্দে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্‌কে বুঝায়। বিশেষ আলোচনা ১।৭।১০৬ পয়ারের টীকায় এবং ভূমিকায় "শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। **তাঁরে নির্ব্বিশেষ** ইত্যাদি—ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিলে ব্রহ্মের পূর্ণতার এবং ব্রহ্মত্বেরই হানি হয়। বিশেষ আলোচনা ১।৭।১০৬-৭ পয়ারের টীকায়, ভূমিকায় "শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব"-প্রবন্ধে এবং ২।৬।১৪১ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

শ্রুতিপুরাণ কহে—কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিবিলাস।
তাহা নাহি মানি পণ্ডিত করে উপহাস ॥ ৩১

চিদানন্দ কৃষ্ণের বিগ্রহ 'মায়িক' করি মানি।
এই বড় পাপ, সত্য চৈতন্যের বাণী ॥ ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাঁরে নির্ব্বিশেষ স্থাপি ইত্যাদি—যেই ব্রহ্ম ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্, তাঁহাকে যদি নির্ব্বিশেষ বলা হয়, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ণতার হানি হয়। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ—নির্গুণ, নিরাকার, নিঃশক্তিক বলিয়াছেন। ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিলে বুঝা যায়, ব্রহ্মে শক্তির ক্রিয়া নাই, সুতরাং তাঁহাতে শক্তি থাকিলেও সেই শক্তির অস্তিত্বের কোনও পরিচয় পাওয়া যায়না। এজন্যই শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক, সুতরাং নির্গুণ ও নিরাকার বলিয়াছেন। শক্তি বা শক্তির ক্রিয়া যখন ব্রহ্মে নাই, তখন সহজেই বুঝা যায়, ব্রহ্মে শক্তির (বা শক্তির ক্রিয়ার) অভাব আছে; অভাব আছে বলিয়া তিনি পূর্ণ হইতে পারেন না। এজন্যই বলা হইয়াছে—"তাঁরে নির্ব্বিশেষ স্থাপি পূর্ণতা হয় হান"।

শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থ না ধরিয়া লক্ষণা-অর্থ ধরিয়াছেন। মুখ্যার্থের একটা অংশ মাত্র—বৃংহতি (যিনি বড় হয়েন) এই অংশটী মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। বৃংহয়তি (বড় করিতে পারেন), সুতরাং বড় করার শক্তি (এবং অপরাপর বহু শক্তিও যে তাঁহাতে আছে)—এই অর্থাংশ ধরেন নাই। এজন্যই তাঁহার অর্থ আংশিক হইয়াছে, অপূর্ণ হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের মতে ব্রহ্ম কেবল স্বরূপেই বড়, শক্তি ও ক্রিয়ায় বড় নহেন—শক্তি এবং শক্তির ক্রিয়া ব্রহ্মে নাই-ই; ইহাই শঙ্করাচার্য্যের মত। ১৭।১০৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩১। **চিচ্ছক্তি**—শ্রুতি বলেন, জ্ঞানং ব্রহ্ম—জ্ঞানই ব্রহ্ম। যাহা জড় নহে, যাহা জড়ের বিরোধী এবং যাহা স্ব-প্রকাশ,—সেই জড়-প্রতিরোধী স্ব-প্রকাশ-বস্তুর নামই জ্ঞান। এ জন্যই সন্দর্ভ বলিয়াছেন—জ্ঞানং চিদেকরূপম্; যাহা একমাত্র চিৎ, চিৎ-ব্যতীত যাহাতে অচিৎ বা জড় কিছুই নাই, তাহাই জ্ঞান। এই চিৎ-রূপ ব্রহ্মের (বা জ্ঞানের) শক্তিকেই চিৎ-শক্তি বলে; ব্রহ্ম-স্বরূপে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে স্বরূপ-শক্তিও বলে। এই চিৎ-শক্তির প্রধানতঃ তিনটী ভেদ—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ। **চিচ্ছক্তি-বিলাস**—চিচ্ছক্তির বিলাস বা চিচ্ছক্তির ক্রিয়া। **পণ্ডিত**—শঙ্করাচার্য্য। ১৭।১০৬-৭ এবং ২।৬।১৪৩-৪৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রুতি ও পুরাণ বলেন যে, চিচ্ছক্তির ক্রিয়া আছে; কিন্তু শঙ্করাচার্য্য বলেন—ব্রহ্মের কোনও শক্তিই নাই, সুতরাং চিচ্ছক্তিও নাই, চিচ্ছক্তির কোনও ক্রিয়াও নাই; এজন্যই তিনি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ; কারণ, চিচ্ছক্তির ক্রিয়া ব্যতীত ব্রহ্ম সবিশেষ হইতে পারেন না।

চিচ্ছক্তির বিলাস-সম্বন্ধে পুরাণের প্রমাণ ঃ—যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্ব-যোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক (৩।২।১২)॥ আনন্দ-চিন্ময়-রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতার ৫।৩৭ শ্লোকেও চিচ্ছক্তির ক্রিয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রুতির প্রমাণ ঃ—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। শ্বেতা ৬।৮॥"

৩২। **চিদানন্দ-কৃষ্ণের-বিগ্রহ**—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়; প্রাকৃত জীবের দেহের ন্যায় ইহা প্রকৃতি হইতে জাত নহে। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।—ব্রহ্মসংহিতা। ৫।১॥" **মায়িক করি মানি**—শঙ্করাচার্য্য চিচ্ছক্তির ক্রিয়া স্বীকার করেন না বলিয়া, চিচ্ছক্তির ক্রিয়ায় যে ব্রহ্ম সাকার হইতে পারেন, তাহাও স্বীকার করেন না। ভগবদ্-বিগ্রহকে এজন্যই তিনি সচ্চিদানন্দ মনে না করিয়া প্রাকৃত সত্ত্ব-গুণের বিকার (সুতরাং মায়িক) বলিয়া মনে করেন। মায়িক-বস্তু মাত্রই অনিত্য; সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের মতে ভগবদ্বিগ্রহ অনিত্য হইয়া পড়েন। ১৭।১০৮ এবং ২।৬।১৫০-৫১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তথাহি (ভাঃ ৩।৯।৩)—

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

হে পরম! অবিদ্ধবর্চ্চঃ অনাবৃতপ্রকাশম্ অতঃ অবিকল্পম্ নির্ভেদং অতএবানন্দমাত্রং এবম্ভূতং যদ্‌ভবতঃ স্বরূপম্। তৎ ততো রূপাৎ পরং ভিন্নং ন পশ্যামি কিন্তু ইদমেব তৎ। অতঃ কারণাৎ তব অদঃ ইদম্ রূপম্ উপাশ্রিতোঽস্মি। যোগ্যত্বাদপীত্যাহ। একম্ উপাস্যেষু মুখ্যম্ যতঃ বিশ্বসৃজম্ বিশ্বং সৃজতীতি অতএব অবিশ্বম্ বিশ্বস্মাদন্যৎ। কিঞ্চ ভূতেন্দ্রিয়াত্মকম্ ভূতানাম্ ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ আত্মানং কারণমিত্যর্থঃ। স্বামী॥ ৪॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

এই বড় পাপ—শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে মায়িক বলিয়া মনে করা বড় পাপ। নিম্নের শ্লোকসমূহে ইহার প্রমাণ দিয়াছেন।

শ্লো। ৪। **অন্বয়**। পরম (হে পরম)! অবিদ্ধবর্চ্চঃ (অনাবৃত-প্রকাশ) অবিকল্পং (ভেদশূন্য) আনন্দমাত্রং (আনন্দমাত্র) ভবতঃ (তোমার) যৎস্বরূপং (যেই স্বরূপ) [তৎ] (তাহা) অতঃ (ইহা হইতে—তোমার এই রূপটী হইতে) পরং (ভিন্ন) ন পশ্যামি (দেখিতেছিনা); আত্মন্ (হে আত্মন্)! তে (তোমার) অদঃ (এই রূপ—এই রূপেরই) উপাশ্রিতঃ অস্মি (আশ্রয় গ্রহণ করিলাম) [যতঃ] (যেহেতু) [ইদম্ রূপম্] (এই রূপটি) বিশ্বসৃজং (বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা) অবিশ্বং (বিশ্ব হইতে ভিন্ন) ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং (ভূতসকলের ও ইন্দ্রিয়সকলের কারণ) একম্ (উপাস্য-সমূহের মধ্যে মুখ্য)।

অনুবাদ। ব্রহ্মা কহিলেন—হে পরম! তোমার যে স্বরূপ অনাবৃত-প্রকাশ (অর্থাৎ যাহার প্রকাশ আবৃত হয় না) এবং যাহা ভেদশূন্য, অতএব যাহা আনন্দমাত্র—এই প্রকটিত রূপটী হইতে তাহাকে ভিন্ন দেখিতেছি না। (বরং দেখিতেছি, ইহাই সেই রূপ; অতএব) আমি তোমার এই রূপেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। হে আত্মন্! (তোমার এই স্বরূপটীই উপাসনার যোগ্য; কারণ) ইহাই (উপাস্য-মধ্যে) মুখ্য এবং ইহাই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা; ইহা বিশ্ব হইতে ভিন্ন, আর ইহা ভূত-সকলের এবং ইন্দ্রিয়গণের কারণ।৪

যাঁহার নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার জন্ম হইয়াছে, তাঁহাকে—সেই ভগবৎ-স্বরূপকে—লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মা উক্ত শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। তিনি বলিলেন—"হে ভগবন্, তোমার যে পূর্ণভগবদাদি-স্বরূপ, তাহা হইতে তোমার এই রূপটী—যাঁহা সাক্ষাতে প্রকটিত এবং যাঁহার নাভিপদ্মে আমার উদ্ভব, সেই রূপটিকে—আমি ভিন্ন বলিয়া দেখিতেছি না; উভয় রূপে কোনও ভেদ নাই।" সেই স্বরূপটী কিরূপ, তাহা বলিতেছেন—**"অবিদ্ধবর্চ্চঃ**—অবিদ্ধ (মায়াদিদ্বারা অবিদ্ধ বা ভেদপ্রাপ্ত নহে) বর্চ্চঃ (তেজঃ) যাঁহার, অথবা অবিদ্ধ (অনাবৃত) বর্চ্চঃ (প্রকাশ) যাঁহার, তাদৃশ; যাঁহার তেজ বা শক্তি কালদেশাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বা অপ্রতিহত; সুতরাং যাঁহা বিভু—সর্ব্বব্যাপক। (ভগবানের স্বরূপ যে কালদেশাদিদ্বারা কোনওরূপ ছেদ প্রাপ্ত হয়না, কোনও কিছু দ্বারাই তাহা যে ব্যাপ্য নহে, সুতরাং তাঁহা যে সর্ব্বব্যাপক—বিভু, তাহাই অবিদ্ধবর্চ্চঃ-শব্দে সূচিত হইতেছে)। **অবিকল্পং**—বিকল্প বা ভেদ নাই যাঁহাতে; যে স্বরূপে সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদ নাই; অথবা, বিবিধ কল্প বা সৃষ্ট্যাদি-কল্পনা নাই যাহাতে—(সৃষ্ট্যাদিকার্য্য পুরুষের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হয় বলিয়া এবং তাই—সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে মহাবৈকুণ্ঠস্থিত পূর্ণভগবানের সাক্ষাদ্‌ভাবে কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়া—সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে পূর্ণভগবদ্রূপে তিনি উদাসীন বলিয়া, তাঁহার) সেই স্বরূপটী অবিকল্প (অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদির কল্পনাহীন)। **আনন্দমাত্রং**—আনন্দস্বরূপ; অথবা আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম যাঁহার মাত্রা (বা নির্ব্বিশেষ চিদ্রূপ অংশ)—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, তাদৃশ। তোমার এই রূপ (আমি যাঁহার নাভিপদ্মে জন্মিয়াছি, সেই এই রূপ) এবং তোমার মহাবৈকুণ্ঠস্থিত পূর্ণভগবদ্‌ রূপ—এতদুভয়ের প্রত্যেকেই বিভু, প্রত্যেকেই নির্ভেদ এবং প্রত্যেকেই

তথাহি (ভাঃ ১০।৪৬।৪৩)—

দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবদ্‌ভবিষ্যৎ
স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুর্ম্মহদল্পকং বা।
বিনাচ্যুতাদ্ বস্তুতরাং ন বাচ্যং
স এব সর্ব্বং পরমাত্মভূতঃ ॥ ৫

তথাহি (ভাঃ ৩।৯।৪)—

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দরশিতং উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যো নাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অচ্যুতাদ্‌বিনা তরাং নিতরাং তত্ত্বতো বাচ্যং নির্ব্বচনার্হং বস্তু নাস্তি তি। স্বামী। ৫

নন্বেবমপি সোপাধিকমেতদর্ব্বাচীনমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ। তদ্বৈতদেবেদম্। হে ভুবনমঙ্গল! যতস্তে ত্বয়া নোঽস্মাকমুপাসকানাম্ মঙ্গলায় ধ্যানে দর্শিতম্। নহি অব্যক্তবর্ত্ম্যভিনিবেশিতচিত্তানামস্মাকম্ ত্বয়া সোপাধিকদর্শনং দাতুং যুক্তমিতি ভাবঃ। অতস্তুভ্যং নমোঽনুবিধেম অনুবৃত্ত্যা করবাম। তর্হি কিমিতি কেচিন্মাং নাদ্রিয়ন্তে? তত্রাহ যোঽনাদৃত ইতি। অসৎ-প্রসঙ্গৈর্নিরীশ্বরকুতর্কনিষ্ঠৈঃ। স্বামী। ৬।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আনন্দ স্বরূপ; সুতরাং উভয়ে তত্ত্বতঃ কোনও পার্থক্য নাই; তাই আমি তোমার এই রূপের আশ্রয় লইলাম। তোমার রূপটী কি রকম? তাহাও বলিতেছি:—ইহাই উপাসনার যোগ্য রূপ; যেহেতু, ইহা **বিশ্বসৃজং**—বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা—পুরুষাদিরূপে তুমিই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাক: সমস্ত জগৎ এবং আমিও (ব্রহ্মাও) তোমারই সৃষ্ট; সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া তুমিই আমাদের উপাস্য। কিরূপ উপাস্য? **একং**—এক, অদ্বিতীয় উপাস্য; উপাস্য-সমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিশ্বস্রষ্টা হইয়াও তোমার স্বরূপ **অবিশ্বং**—বিশ্ব নহে, বিশ্বের অংশভূত নহে; বিশ্ব হইতে ভিন্ন; জড় বিশ্ব হইতে ভিন্ন বলিয়া অজড়, চিন্ময়, অপ্রাকৃত। **ভূতেন্দ্রিয়াত্মকম্**—সৃষ্ট বিশ্ব হইতে ভিন্ন হইলেও তুমি ভূত (প্রাণি)-সকলের এবং তাহাদের ইন্দ্রিয়-সকলের আত্মা (কারণ)। এই শ্লোকের "আনন্দমাত্রং" এবং "অবিশ্বং"-এই দুইটী শব্দ হইতে জানা যায়—ভগবান্ আনন্দময় এবং চিন্ময়, অর্থাৎ তিনি চিদানন্দ; এইরূপে এই শ্লোক ৩২ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ।

শ্লো। ৫। অন্বয়। ভূত-ভবদ্-ভবিষ্যৎ (ভূত বা অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ) স্থাস্নুঃ (স্থাবর) চরিষ্ণুঃ (জঙ্গম) মহৎ (মহৎ—বৃহৎ) অল্পকং (অল্প—ক্ষুদ্র) দৃষ্টং (দৃষ্ট) শ্রুতং (শ্রুত) চ [যৎকিঞ্চিৎ] (যাহা কিছু) বস্তু (বস্তু আছে) [তৎ] (তাহা) অচ্যুতাৎ বিনা (অচ্যুত ব্যতীত) ন তরাং বাচ্যং (ভিন্ন বলা যায় না); পরমাত্মভূতঃ (পরমাত্মস্বরূপ—সকলের মূলস্বরূপ) সঃ এব (সেই অচ্যুতই) সর্ব্বং (সমগ্র) [জগৎ] (জগৎ)।

অনুবাদ। দৃষ্ট, শ্রুত, বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ—স্থাবর, জঙ্গম, মহৎ (বৃহৎ) বা অল্প (ক্ষুদ্র)—ইহাদের কোনও বস্তুকেই অচ্যুত হইতে স্বতন্ত্র বলিতে পারা যায় না। পরমাত্মভূত সেই অচ্যুতই সমস্ত। ৫

স্থাবর-জঙ্গম, বড়-ছোট যত কিছু বস্তু অতীতে লোকে দেখিয়াছে বা যত বস্তুর কথা অতীতে লোকে শুনিয়াছে, কিম্বা বর্ত্তমানে যত বস্তু লোকে দেখিতেছে বা যত বস্তুর কথা লোকে শুনিতেছে, কিম্বা ভবিষ্যতেও যত বস্তু লোকে দেখিবে বা যত বস্তুর কথা লোকে শুনিবে—তাহাদের কোনটীই অচ্যুত-শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র নহে; স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে অচ্যুতই এই সমস্ত বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছেন, অচ্যুতই সমস্ত বস্তুর অন্তর্য্যামী। অচ্যুত হইতেই সমস্ত উদ্ভূত হইয়াছে, অচ্যুতই সমস্তের মূল কারণ।

কোনও কোনও গ্রন্থে এই শ্লোকটী নাই; থাকারও কোনও হেতু দেখা যায় না; কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারোক্তির সঙ্গে এই শ্লোকের কোনওরূপ সম্বন্ধ দেখা যায় না। এই শ্লোকটী বরং পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত "ভূতেন্দ্রিয়াত্মকম্"-এর পরিপোষক।

শ্লো। ৬। অন্বয়। ভুবনমঙ্গল (হে ভুবনমঙ্গল)! উপাসকানাং (তোমার উপাসক) নঃ (আমাদের)

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৯।১১)

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরংভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ৭

তথাহি তত্রৈব (১৬।১৯)—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নন্বেবন্তুতং পরমেশ্বরং তং কিমিতি কেচিন্নাদ্রিয়ন্তে তত্রাহ অবজানন্তীতি দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বভূতমহেশ্বররূপম্ মদীয়ম্ পরম্ ভাবম্ তত্ত্বমজানন্তো মূঢ়া মূর্খা মামৰজানন্তি মামবমন্যন্তে অবজ্ঞানে হেতুঃ শুদ্ধসত্ত্বময়ীমপি তনুম্ ভক্তেচ্ছাবশান্মনুষ্যাকারামাশ্রিতৰন্তমিতি। স্বামী। ৭

তেষাঞ্চ কদাচিপ্যাসুর-স্বভাব-প্রচ্যুতি র্ন ভবতীত্যাহ তানিতি দ্বাভ্যাম্। তানহং মাং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু জন্মমৃত্যুমার্গেষু তত্রাপ্যাসুরীষ্বেবাতিক্রূরাসু ব্যাঘ্র-সর্পাদিযোনিষ্বজস্রমনবরতং ক্ষিপামি তেষাং পাপকর্ম্মণাং তাদৃশং ফলং দদামীত্যর্থঃ। স্বামী। ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

মঙ্গলায় (মঙ্গলের নিমিত্ত) ধ্যানে (ধ্যানে—ধ্যানের সময়ে) তে (তোমার) [যৎ] (যেরূপ) দর্শিতং (তোমাকর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে) তৎ (তাহাই) বৈ (নিশ্চিত) ইদং (এই রূপ); ভগবতে তুভ্যং (ভগবান্ তোমাকে) নমঃ (নমস্কার) অনুবিধেম (অনুবৃত্তিদ্বারা করিতেছি); অসৎ-প্রসঙ্গৈঃ (অসৎ-সঙ্গী—নিরীশ্বর কুতর্কনিষ্ঠ) নরকভাগ্ভিঃ (নরকগামী লোকগণকর্ত্তৃক) যঃ (যেই তুমি) ন আদৃতঃ (আদৃত হও না)।

অনুবাদ। হে ভুবন-মঙ্গল! আমরা তোমার উপাসক; আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত ধ্যানাবসরে তুমি তোমার এই রূপ দর্শন করাইলে; অতএব ইহাই তোমার সেই রূপ, সন্দেহ নাই। অতএব আমরা তোমার অনুবৃত্তি করিয়া তোমাকে নিরন্তর নমস্কার করি। হে ভগবন্! যে সকল নরাধম অনীশ্বরবাদীদিগের কু-তর্কে নিযুক্ত থাকে, তাহারা নারকী। (তোমার সচ্চিদানন্দময়-মূর্ত্তিকে তাহারা মায়াময় মনে করিয়া থাকে, এবং সেই জন্যই) তাহারা তোমাকে আদর করে না। ৬

এই শ্লোক হইতে জানা যায়, সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্বিগ্রহকে মায়াময়াদি মনে করিয়া যাঁহারা অনাদর করেন, তাঁহারা নরকভাগী; এইরূপে এই শ্লোক ৩২-পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ।

শ্লো। ৭। অন্বয়। সর্ব্বভূত-মহেশ্বরং (সমস্ত প্রাণিগণের অধীশ্বরস্বরূপ) পরং ভাবং (আমার পরমতত্ত্ব) অজানন্তঃ (জানিতে না পারিয়া) মূঢ়াঃ (মূঢ়ব্যক্তিগণ) মানুষীং তনুং আশ্রিতং (নরবপুধারী) মাং (আমাকে) অবজানন্তি (অবজ্ঞা করে)।

অনুবাদ। আমি ভূতগণের অধীশ্বর, আমার পরম-তত্ত্ব জানিতে না পারিয়াই মূঢ় ব্যক্তিগণ নরবপুবিশিষ্ট আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকে (অর্থাৎ তাহারা মনে করে, সাধারণ মানুষের মতই আমার মায়াময় দেহ; এই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ নরবপুই যে আমার স্বরূপ, এ কথা তাহারা জানেনা)। ৭

এই শ্লোকও ৩২-পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ।

শ্লো। ৮। অন্বয়। দ্বিষতঃ (দ্বেষপরায়ণ) ক্রূরান্ (ক্রূর) অশুভান্ (অমঙ্গলময়) তান্ (সেই সমস্ত—অসুরস্বভাব) নরাধমান্ (নরাধমদিগকে) সংসারেষু (সংসারমধ্যে) আসুরীষু এব যোনিষু (আসুরী যোনিতেই) অজস্রং (অনবরত) ক্ষিপামি (নিক্ষেপ করি)।

অনুবাদ। দ্বেষ-পরায়ণ, ক্রূর এবং অমঙ্গলময় সেই নরাধম ব্যক্তিসকলকে, আমি অনবরত সংসার মধ্যে আসুরী-যোনিতে নিক্ষেপ করি। ৮

এই শ্লোকও ৩২-পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ।

সূত্রের 'পরিণামবাদ'—তাহা না মানিয়া।
'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপে—'ব্যাস ভ্রান্ত' বলিয়া ॥৩৩
এই ত কল্পিত অর্থ মনে নাহি ভায়।
'শাস্ত্র' ছাড়ি কুকল্পনা 'পাষণ্ড' বুঝায় ॥ ৩৪
পরমার্থবিচার গেল, করি মাত্র বাদ।
কাহাঁ মুক্তি পাব, কাহাঁ কৃষ্ণের প্রসাদ ? ॥৩৫
ব্যাসসূত্রের অর্থ আচার্য্য করে আচ্ছাদন।
এই সত্য হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবচন ॥ ৩৬
চৈতন্যগোসাঞি যেই কহে, সেই মত সার।
আর যত মত—সেই সব ছারখার ॥ ৩৭
এত কহি সেই করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
শুনি প্রকাশানন্দ কিছু কহেন বচন—॥ ৩৮
আচার্য্যের আগ্রহ—'অদ্বৈতবাদ' স্থাপিতে।
তাতে সূত্রার্থব্যাখ্যা করে অন্য রীতে ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩৩। **সূত্রের**—বেদান্ত সূত্রের। **পরিণাম**—অবস্থান্তর-প্রাপ্তি। যেমন দুধের পরিণাম—দধি, ঘৃত, মাখন ইত্যাদি; মাটির পরিণাম—ঘট, কলসাদি। "অবস্থান্তরতাপত্তিরেকস্য পরিণামিতা।" **পরিণাম-বাদ**—নিজের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে ব্রহ্মই জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছেন, এইরূপ যে মত, তাহাকে পরিণামবাদ বলে। **বিবর্ত্ত**—অবস্থান্তর-প্রাপ্ত না হইলেও অবস্থান্তর-প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া যে মনে করা, এই ভ্রমকেই বিবর্ত্ত বলে। "অবস্থান্তরভানস্তু বিবর্ত্তো রজ্জুসর্পবদিতি।" **বিবর্ত্ত-বাদ**—ব্রহ্ম জগৎ-রূপে পরিণত হয়েন নাই; পরন্তু ভ্রম-বশতঃই ঘট-পটাদি দৃশ্যমান্ বস্তুর রূপ-নামাদি, রূপ-গুণাদিহীন ব্রহ্মে আরোপিত হইয়াছে। অজ্ঞ ব্যক্তি রজ্জু দেখিয়া যেমন সর্প বলিয়া ভ্রম করে, অজ্ঞ জীবও তদ্রূপ ব্রহ্মকে ঘটপটাদি দৃশ্যমান্ জগৎ বলিয়া ভ্রম করে। রজ্জু যেমন রজ্জুই—সর্প নহে; এই জগৎও রূপগুণহীন ব্রহ্মই—নাম-রূপাদি বিশিষ্ট-ঘট-পটাদি নহে। এইরূপ যে মত, ইহাকে বিবর্ত্তবাদ বলে (বিবর্ত্ত—ভ্রম)। ইহা শঙ্করাচার্য্যের মত। (১।৭।১১৪-১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৩৪। **এই ত কল্পিত অর্থ**—শঙ্করাচার্য্য-কৃত অর্থ তাঁহার মনঃকল্পিত; ইহা শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। **মনে নাহি ভায়**—শঙ্করাচার্য্যের অর্থে মন প্রবোধ পায় না। **শাস্ত্র-ছাড়ি কু-কল্পনা**—শঙ্করাচার্য্যের কল্পিত অর্থ "শাস্ত্র ছাড়া"; ইহা শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। **পাষণ্ড বুঝায়**—যাহারা ভগবদ্‌ভক্তিহীন, যাহারা বহির্ম্মুখ, যাহারা ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তিতে বিশ্বাসহীন, শঙ্করাচার্য্যের অর্থে কেবল তাঁহারাই প্রবোধ পাইতে পারেন।

৩৫। **পরমার্থ-বিচার গেল**—কিসে পরমার্থ লাভ হইবে, নিরপেক্ষভাবে তাহার বিচার করা হইল না। **করি মাত্র বাদ**—কেবল সম্প্রদায়ের অনুরোধে সম্প্রদায়ের মত বজায় রাখার জন্যই অন্য মতের খণ্ডনের চেষ্টা করিতেছি। **কাঁহা মুক্তি** ইত্যাদি—বাদবিতণ্ডা না করিয়া যদি নিরপেক্ষভাবে পরমার্থ বিচার করিতাম, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতাম যে, শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই একমাত্র পরমার্থ; তাহা শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা-সাপেক্ষ। ইহাও বুঝিতে পারিতাম যে, কৃষ্ণ-কৃপা ব্যতীত মুক্তি-লাভও হইতে পারে না। এখন, পরমার্থই বা কোথায়? আর কৃষ্ণের কৃপাই বা কোথায়? মুক্তিই বা কোথায়?

৩৬। **ব্যাস-সূত্রের অর্থ**—বেদান্ত-সূত্রের অর্থ। **আচার্য্য করে আচ্ছাদন**—শঙ্করাচার্য্য নিজের ভাষ্যদ্বারা বেদান্ত-সূত্রের প্রকৃত অর্থ প্রচ্ছন্ন করিয়া (ঢাকিয়া) রাখিয়াছেন। ১।৬।১৩০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **এই সত্য হয়** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য যে বলিতেছেন, শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যদ্বারা সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে, ইহাই সত্য কথা। আর তিনি বেদান্ত-সূত্রের যে ব্যাখ্যা করিতেছেন, ইহাই প্রকৃত অর্থ।

৩৯। **অদ্বৈতবাদ**—ব্রহ্ম নির্বিশেষ—নিরাকার, নির্গুণ, নিঃশক্তিক; ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হয়েন নাই, পরন্তু জীবই ভ্রান্তিবশতঃ—রজ্জু দেখিয়া যেমন সর্পভ্রম হয়, তদ্রূপ ভ্রান্তিবশতঃ—ব্রহ্মে ঘট-পটাদি-নামরূপের আরোপ করিয়াছে। সমস্তই ব্রহ্ম—নির্বিশেষ ব্রহ্ম: ব্রহ্ম ব্যতীত কোথাও অপর কিছু নাই; ব্রহ্ম কোনও বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয়েন নাই; তবে যে আমরা ঘটপটাদি দেখিতেছি, ইহা আমাদের ভ্রান্তি, চোখের ধাঁধাঁ। এই মতকে অদ্বৈতবাদ, বিবর্ত্তবাদ বা মায়াবাদ বলে।

'ভগবত্তা' মানিলে—'অদ্বৈত' না যায় স্থাপন।
অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন ॥ ৪০
যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে।
সহজ শাস্ত্রের অর্থ না হয় তাহা হৈতে ॥ ৪১
মীমাংসক কহে—ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ।
সাংখ্য কহে—জগতের প্রকৃতি কারণ প্রসঙ্গ ॥ ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী বলিলেন—অদ্বৈতবাদ স্থাপন করার জন্যই শঙ্করাচার্য্যের একান্ত আগ্রহ। এজন্যই তিনি বেদান্ত-সূত্রের বিকৃত অর্থ করিয়াছেন; সূত্রের সহজ অর্থে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ স্থাপিত হইতে পারে না।

৪০। ব্রহ্মের ভগবত্তা মানিতে গেলে "অদ্বৈতবাদ" স্থাপন করা যায় না। কারণ, ভগবত্তা মানিতে গেলেই ব্রহ্মের শক্তি এবং শক্তির কার্য্য স্বীকার করিতে হয়; শক্তির কার্য্য স্বীকার করিলেই ব্রহ্ম সবিশেষ, সাকার এবং জীবও—ব্রহ্মের জীব-শক্তির অংশরূপে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ দেহধারী বস্তু হইয়া পড়ে। তাহাতে আর অদ্বৈতবাদ টিকিতে পারে না। এজন্য শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের ভগবত্তা খণ্ডনের নিমিত্ত সমস্ত শাস্ত্রের প্রমাণই খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বস্তুতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুও দ্বৈতবাদী নহেন। বেদান্ত-সূত্রের মুখ্যাবৃত্তিতে অর্থ করিয়াই তিনি অদ্বয়-বাদ স্থাপন করিয়াছেন (ভূমিকায় অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। তবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এবং শ্রীপাদ শঙ্করের অদ্বয়-বাদ স্থাপনের প্রণালী একরূপ নহে এবং উভয়ের প্রতিষ্ঠিত অদ্বয়-তত্ত্বও একরূপ নহে।

৪১। **সহজ শাস্ত্রের অর্থ**—শাস্ত্রের সহজ অর্থ; শাস্ত্রের স্বাভাবিক (বা প্রকৃত) অর্থ; মুখ্যার্থ।

৪২। **মীমাংসক**—পূর্ব্ব-মীমাংসা-দর্শনের মতানুসারে সাধন করেন যাঁহারা। মীমাংসকেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের মতে, জগতের কোনও সৃষ্টিকর্ত্তা, পালন-কর্ত্তা বা সংহার-কর্ত্তা নাই। জীব নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে ফল ভোগ করে, তাহাতে ঈশ্বরের কোনও সম্পর্ক নাই। মীমাংসকদের মতে কর্ম বা যজ্ঞই মুখ্য সাধন।

ইন্দ্রাদি-দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞের-অনুষ্ঠান করা হয় বটে, কিন্তু যজ্ঞই মীমাংসকদের প্রধান লক্ষ্য, ইন্দ্রাদি দেবতা নহে; ইন্দ্রাদি দেবতা গৌণ মাত্র—তাঁহারা প্রয়োজক নহেন। "দেবতা বা প্রয়োজয়েৎ অতিথিবৎ ভোজনস্য তদর্থত্বাৎ"—মীমাংসা-দর্শন। ৯।১।৬। "অপি বা শব্দপূর্ব্বত্বাৎ যজ্ঞকর্ম্ম প্রধানং স্যাৎ গুণত্বে দেবতাশ্রুতিঃ। মীমাংসা। ৯।১।৯॥" "তস্মাৎ দেবতা ন প্রয়োজিকা। ইতি শবরভাষ্যম্॥" মীমাংসার মতে দেবতার স্বতন্ত্র অস্তিত্বও নাই। মীমাংসকের মতে দেবতা মন্ত্রাত্মক—দেবতার যে মন্ত্র বেদে লিখিত আছে, সেই মন্ত্রই দেবতা, ঐ মন্ত্র ব্যতীত অপর কোনও দেবতা নাই। ঐ মন্ত্র কিন্তু যজ্ঞ বা কর্ম্মের অঙ্গবিশেষ; কারণ, ঐ মন্ত্রের যথাযথ উচ্চারণ ব্যতীত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় না। সুতরাং মীমাংসকের মতে ইন্দ্রাদি (মন্ত্রাত্মক) দেবতা কর্ম্মের অঙ্গ মাত্র।

ভক্তি-শাস্ত্র ঈশ্বর মানেন, দেবতা মানেন; ইন্দ্রাদি-দেবতাকে ঈশ্বরের শক্তি বলিয়াই মানেন। মীমাংসকের ন্যায়, মন্ত্রকেও দেবতা বলিয়া মানেন; কিন্তু মন্ত্র ব্যতীত, মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবতার যে অপর একটা স্বরূপ আছে, তাহাও মানেন। তাহা হইলে, ভক্তি-শাস্ত্রের মতে মন্ত্রাত্মক-দেবতাও ঈশ্বরের শক্তি-বিশেষ—ইন্দ্রাদি-দেবতার একটা রূপ; সুতরাং মীমাংসকের মন্ত্রাত্মক-দেবতাও ঈশ্বরেরই শক্তি।

ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ—শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ ঈশ্বরের শক্তি-স্বরূপ মন্ত্রাত্মক দেবতাকেই এস্থলে ঈশ্বর বলা হইয়াছে। মীমাংসকের মতে মন্ত্রাত্মক ইন্দ্রাদি-দেবতা কর্ম্মের অঙ্গ; এজন্যই এই পয়ারার্দ্ধে বলা হইল—মীমাংসকের মতে (মন্ত্রাত্মক-দেবতারূপ ঈশ্বরের শক্তি বিশেষরূপ) ঈশ্বর কর্ম্মের অঙ্গ।

সাংখ্য কহে—ইত্যাদি—সাংখ্যদর্শন বলেন, ত্রিগুণাত্মিকা জড়-প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ। প্রকৃতি হইতেই মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব-ইত্যাদি ক্রমে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ।

ন্যায় কহে—পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।
মায়াবাদী—'নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হেতু' কয়॥ ৪৩

(পাতঞ্জল কহে—ঈশ্বর স্বরূপ জ্ঞান।
বেদমতে কহে—তেঁহো স্বয়ংভগবান্॥) ৪৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিনী-টীকা।

সাংখ্যের-মতে তত্ত্ব পঁচিশটী—প্রকৃতি ও প্রকৃতির বিকারে মোট চব্বিশটী তত্ত্ব হয়, ইহার উপরে পুরুষ অপর একটী তত্ত্ব। প্রকৃতি ও প্রকৃতির বিকার যথা—প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্রা (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ) একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম)।

প্রকৃতি জড় হইলেও স্বতঃ-পরিণামশীলা। পুরুষ জড় নহে। পুরুষ অনাদি, সূক্ষ্ম, সর্ব্বব্যাপী, চেতন, নির্গুণ, দ্রষ্টা, ভোক্তা, অকর্ত্তা, অমল (শুভাশুভ-কর্ম্মশূন্য) এবং অপরিণামী। জীবাত্মাই সাংখ্যের পুরুষ। সাংখ্যমতে প্রকৃতি এক, কিন্তু পুরুষ বহু। পুরুষের মোক্ষ ও ভোগের নিমিত্ত প্রকৃতি স্বতঃ পরিণাম প্রাপ্ত হয়।

সাংখ্যেরা ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—প্রকৃতির পরিণামে ঈশ্বরের কোনও সম্পর্ক নাই। জীবের মোক্ষাদিতেও ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন নাই।

৪৩। ন্যায়—ন্যায়দর্শন। **পরমাণু**—বস্তুর সূক্ষ্মতম অংশের নাম পরমাণু। কোনও স্থূলবস্তুকে যদি ভাগ করা যায়, তবে তাহা ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়; এই ছোট ছোট অংশকে যদি আরও ভাগ করা যায়, আরও ছোট ছোট অংশ পাওয়া যায়। এইরূপে ভাগ করিতে করিতে এমন ছোট অংশ পাওয়া যাইবে, যাহাকে আর ভাগ করা যায় না। যাহাকে আর ভাগ করা যায়না, যাহা পরম সূক্ষ্ম, তাহাই পরমাণু। ন্যায়-দর্শনের মতে দৃশ্যমান্ জগতের আদি চারিজাতীয় পরমাণু—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও বায়ু। এই চারি প্রকারের পরমাণুর মিশ্রণেই জগতের উৎপত্তি। বৈশেষিক-দর্শনেরও এই মত।

মায়াবাদী—শঙ্করাচার্য্যের মতানুযায়ী অদ্বৈতবাদী। তাঁহারা মনে করেন—ঐন্দ্রজালিকের শক্তিতে লোক যেমন ঐন্দ্রজালিকের খেলায় এমন সব বস্তু দেখে, যাহার বাস্তবিক কোনও সত্ত্বাই নাই, তদ্রূপ মায়ার শক্তিতেই আমরা ঘট-পটাদি দৃশ্যমান্ জগৎ দেখিতেছি, বাস্তবিক এই সকল বস্তুর কোনও সত্ত্বাই নাই; সর্ব্বত্রই এক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বিরাজিত, এই মতটীকে মায়াবাদ বলে।

মায়াবাদীদিগের মতে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মই জগতের মূল কারণ।

৪৪। পাতঞ্জল—পতঞ্জলি-মুনিকৃত পাতঞ্জল-দর্শন। সাংখ্য-দর্শনের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে পাতঞ্জল-দর্শনও স্বীকার করেন; কিন্তু তাহাদের অতিরিক্ত আর একটা তত্ত্বও পাতঞ্জল স্বীকার করেন। এই তত্ত্বটী ঈশ্বর। সুতরাং পাতঞ্জলের মতে তত্ত্ব ছাব্বিশটী। এই ছাব্বিশটী তত্ত্ব লইয়াই সৃষ্টি-আদি ব্যাপার।

পাতঞ্জলের মতে, যোগই মোক্ষের একমাত্র কারণ। চিত্ত-বৃত্তিনিরোধের নামই যোগ। চিত্ত-বৃত্তিনিরোধের নিমিত্ত পতঞ্জলি কয়েকটী উপায়ের উল্লেখ করিয়াছেন—এই কয়েকটীর যে কোনও একটী দ্বারাই চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ হইতে পারে। এই কয়েকটী উপায়ের মধ্যে একটী উপায়—ঈশ্বর-প্রণিধান। "ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা॥ ১।২১।" ঈশ্বর-প্রণিধান হইতেও চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইতে পারে। ঈশ্বর-প্রণিধান ব্যতীত পাতঞ্জল-নির্দ্দিষ্ট অন্য যে কোনও উপায়েও চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইতে পারে। সুতরাং পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বরের স্থান থাকিলেও তাহা অত্যন্ত গৌণ-; মোক্ষব্যাপারে ঈশ্বরের সংশ্রব ত্যাগ করিয়াও জীব মোক্ষ পাইতে পারে। কেবল সৃষ্টি-ব্যাপারে ঈশ্বরও একটি তত্ত্ব, এই টুকু জানিলেই চলে। ইহাই পাতঞ্জল-দর্শনের মত। এজন্যই এই পয়ারে বলা হইয়াছে—"পাতঞ্জল কহে ঈশ্বর হয় **স্বরূপজ্ঞান**।" সৃষ্টি-ব্যপারে ঈশ্বরও একটি তত্ত্ব; এই তত্ত্ব-স্বরূপ ঈশ্বরের জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষের নিমিত্ত ঈশ্বর-সম্বন্ধে অন্য জ্ঞানের বিশেষ কোনও প্রয়োজন হয়না।

বেদমতে ইত্যাদি—বেদের (উপনিষদের) মতে জগতের মূল কারণ স্বয়ং-ভগবান্। জীবের মোক্ষদাতাও স্বয়ং-ভগবানুই।

ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈল আবর্ত্তন।
সেই সব সূত্র লৈয়া বেদান্ত বর্ণন ॥ ৪৫
বেদান্তমতে ব্রহ্ম—সাকার নিরূপণ।
নির্গুণ ব্যতিরেকে তেঁহো হয় ত সগুণ ॥ ৪৬
পরমকারণ ঈশ্বর—কোহো নাহি মানে।
স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে ॥ ৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৫। **ছয়ের ছয় মত**—ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদ—এই ছয়ের ছয়টি মত লইয়া ব্যাসদেব সম্যক্‌রূপে বিচার করিয়াছেন। এই বিচারের ফলই তিনি বেদান্তসূত্রে বা ব্রহ্মসূত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

পয়ারে বৈশেষিক-দর্শনের উল্লেখ না থাকিলেও ন্যায়-দর্শনের উল্লেখ আছে; ন্যায় ও বৈশেষিক প্রায় একই। এজন্য পূর্ব্বোক্ত পয়ারে "ন্যায়"-শব্দে ন্যায় ও বৈশেষিক উভয়কেই বুঝিতে হইবে। নচেৎ "ছয়" মত হয় না। প্রশ্ন হইতে পারে, মীমাংসা, সাংখ্য, ন্যায়, পাতঞ্জল, মায়াবাদ ও বেদ—এই ছয়টির উল্লেখ তো পয়ারে আছে; মায়াবাদ বাদ দিয়া বৈশেষিক ধরা হইল কেন? ইহার উত্তর এই—ব্যাসদেবের বেদান্ত-সূত্রের আলোচনা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য যে ভিন্ন ভিন্ন মত স্থাপন করিয়াছেন, তাহাদের একটি মতই মায়াবাদ। সুতরাং বেদান্তসূত্র-সঙ্কলনের পরেই মায়াবাদের উৎপত্তি। এমতাবস্থায় মায়াবাদ আলোচনা করিয়া ব্যাসদেব বেদান্ত-সূত্র সঙ্কলন করিয়াছেন, এ কথা বলা সঙ্গত হয় না। সুতরাং "ছয়ের ছয় মতের" মধ্যে "মায়াবাদ" অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

কোনও কোনও গ্রন্থে, এই পয়ারটী এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী পয়ারটীও নাই। উক্ত কারণে এই তিনটি পয়ার না থাকাই যেন সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

কৈল আবর্ত্তন—সম্যক্‌রূপে বিচার করিয়া যাহা সঙ্গত, তাহা গ্রহণ করিলেন, এবং যাহা সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ তাহা বর্জ্জন করিলেন। **বেদান্ত-বর্ণন**—বেদান্ত (বা বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্ম-সূত্র)।

৪৬। **বেদান্তমতে**—বেদান্ত-সূত্রের মতে। ব্যাসদেবের বেদান্ত-সূত্রের মতে ব্রহ্ম-নিরাকার নহেন, পরন্তু সাকার; তিনি নির্গুণও নহেন, তাঁহার অসংখ্য অপ্রাকৃত-গুণ আছে।

কোনও কোনও শ্রুতি-পুরাণে যে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হইয়াছে, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মে প্রাকৃত গুণ নাই; কিন্তু অপ্রাকৃত-গুণ আছে। (২।২৪।৫৩-৫৪ এবং ২।২০।১৩১ পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায় "কৃষ্ণতত্ত্ব"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪৭। **পরম কারণ** ইত্যাদি—জগতের মূল কারণ যে সাকার-সগুণ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী স্বয়ংভগবান্ (ঈশ্বর), তাহা সাংখ্য-মীমাংসাদি দর্শন-শাস্ত্রকারগণ মানেন না; তাঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত স্থাপন করিবার নিমিত্ত অপরের মত খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু সেই খণ্ডনও সমীচীন বা বিচার-সহ হয় নাই।

বেদান্ত-দর্শনে ব্যাসদেব স্থাপন করিয়াছেন যে, স্বয়ং ভগবান্ পরমেশ্বরই জগতের মূল কারণ; সাংখ্যাদি-দর্শন যে মূল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে; তাহার হেতু এই:—শ্রুতির প্রমাণের উপর আর প্রমাণ নাই। শ্রুতি বলেন—"জগৎকর্ত্তা ঈক্ষণ-পূর্ব্বক জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন। তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়। ব্রহ্মসূত্র। ১।১।৫ সূত্রের শঙ্করভাষ্যধৃত শ্রুতি।" কিন্তু যিনি নির্গুণ, নিঃশক্তিক, তিনি ঈক্ষণ করিতে পারেন না; কারণ, ঈক্ষণের শক্তি তাঁহার নাই। আর যাহা জড়, তাহারও ঈক্ষণের শক্তি নাই। শ্রুতি আরও বলেন—"আনন্দ হইতেই সমস্ত ভূতের জন্ম, আনন্দদ্বারাই জাত-ভূতসমূহ জীবন ধারণ করে, পরে আনন্দেই প্রবেশ করে। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তৈত্তি। ৩।৬॥" সুতরাং যাহা আনন্দ নহে, তাহাও জগতের কারণ হইতে পারে না।

তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি। | মহাজন যেই কহে সে-ই সত্য মানি ॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ন্যায় ও বৈশেষিকের মতে, জড় পরমাণুই জগতের কারণ। কিন্তু জড়-বস্তুর ঈক্ষণ-শক্তি নাই; জড়-বস্তু আনন্দও হইতে পারে না; আনন্দ চিন্ময়-বস্তু।

মীমাংসা-মতে কর্ম্মই সৃষ্টির কারণ; কিন্তু কর্ম্মও জড় বস্তু, সুতরাং তাহার ঈক্ষণ-শক্তি নাই, তাহা আনন্দও নহে।

সাংখ্য-মতে জড়-প্রকৃতি সৃষ্টির মূল কারণ; কিন্তু জড় বলিয়া প্রকৃতির ঈক্ষণ (দৃষ্টি)-শক্তি নাই; প্রকৃতি আনন্দও নহে।

পতঞ্জলির মতে ঈশ্বর স্বীকৃত হইলেও ঈশ্বর একমাত্র কারণ নহেন; মোক্ষাদির কারণও একমাত্র ঈশ্বর নহেন। ইন্দ্রিয়-বিশেষে ধারণাদ্বারা (১৩৫ সূত্র), প্রাণের নিঃসারণ ও বিধারণ দ্বারা (১৪৩ সূত্র), বিষয়-বিরক্ত ব্যক্তিদিগের ধ্যান দ্বারা (১৩৭ সূত্র), স্বপ্নজ্ঞান বা নিদ্রাজ্ঞানের অবলম্বনের দ্বারা (১৩৮ সূত্র), অভিমত যে কোনও বিষয়ের ধ্যানদ্বারাও (১৩৯ সূত্র) চিত্তস্থৈর্য্যরূপ সমাধিলাভ হইতে পারে; তাহার ফলেই মোক্ষলাভ হইতে পারে। কিন্তু ঐ সমস্ত প্রক্রিয়াই জড়-ইন্দ্রিয়ের কার্য্য; এবং তাহারা ভগবৎ-সংশ্রবশূন্য; সুতরাং তাহাদের সাহায্যে মায়া হইতে মোক্ষলাভ সম্ভব নহে। কারণ, গীতোপনিষদে শ্রীকৃষ্ণ বলেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" যাঁহারা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন, কেবল তাঁহারাই মায়া হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন, অপর কেহ নহেন।

মায়াবাদীর মতে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মই জগতের মূল কারণ; কিন্তু তিনি নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ নির্গুণ, নিঃশক্তিক বলিয়া ঈক্ষণ-শক্তি ও সৃষ্টিশক্তি তাঁহার থাকিতে পারে না।

তাহা হইলে ঈক্ষণ-শক্তি, বিচার-শক্তি, নানাবিধ বৈচিত্রীপূর্ণ জগৎ-সৃষ্টিশক্তি যাঁহার আছে এবং যিনি আনন্দ-স্বরূপ, তিনিই জগতের মূল কারণ হইতে পারেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কেহ নহেন। তাই ব্রহ্ম-সংহিতা বলেন—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্ ॥ ৫।১ ॥—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরম-ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত কারণের কারণ; তিনি নিজে অনাদি কিন্তু সকলের আদি; তিনিই গোবিন্দ।

৪৮। তাতে—দর্শন-শাস্ত্রকারদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ব্যক্তিগত মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া।

ছয় দর্শন—ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদ (উপনিষৎ)।

দর্শন-শাস্ত্রকারগণ স্ব-স্ব মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহারা তটস্থ ভাবে বিচার করিতে পারেন নাই; এজন্য তাঁহাদের উক্তি হইতে মূল-তত্ত্ব-সম্বন্ধে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। এমতাবস্থায়, পরতত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ যাহা বলেন, তাহাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহারা পরতত্ত্ব দর্শন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের উক্তিতে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ থাকিতে পারে না। বেদান্ত-সূত্রকার ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে বেদান্ত সূত্রের অর্থ নিজে লিখিয়া গিয়াছেন; সুতরাং যে তত্ত্ব স্থাপন করিবার নিমিত্ত তিনি বেদান্ত-সূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে সেই তত্ত্বই তিনি বিবৃত করিয়া গিয়াছেন; তাই শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্ত-সূত্রের প্রকৃত ভাষ্য। বিশেষতঃ, শ্রীমদ্ভাগবত-প্রণয়নের পূর্ব্বে ব্যাসদেব সমস্ত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা তাহাই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতে বিবৃত করিয়াছেন; সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তিতে ভ্রম-প্রমাদাদি থাকার সম্ভাবনা নাই। আর, এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য বেদান্ত-সূত্রের যে অর্থ করিলেন, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতানুযায়ী; সুতরাং তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই সত্য।

প্রকাশানন্দের শিষ্য অন্যান্য সন্ন্যাসীদের নিকটে এইরূপ বলিলেন।

তথাহি মহাভারতে, বনপর্ব্বণি (৩১৩।১১৭)—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ ॥ ৯

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী অমৃতের ধার।
তেঁহো যে কহেন বস্তু সে-ই তত্ত্ব সার ॥ ৪৯
এ সব বৃত্তান্ত শুনি মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ।
প্রভুকে কহিতে সুখে করিলা গমন ॥ ৫০
হেনকালে প্রভু পঞ্চনদে স্নান করি।
দেখিতে চলিয়াছেন বিন্দুমাধব হরি ॥ ৫১
পথে সেই বিপ্র সব বৃত্তান্ত কহিল।
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিল ॥ ৫২
মাধব-সৌন্দর্য্য দেখি আবিষ্ট হইলা।
অঙ্গনেতে আসি প্রেমে নাচিতে লাগিলা ॥ ৫৩
শেখর, পরমানন্দ, তপন, সনাতন।
চারি জন মেলি করে নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৫৪

তথাহি ভক্তকৃতং সঙ্কীর্ত্তনম্—

'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥' ১০

চৌদিকে লোক লক্ষ বোলে 'হরিহরি'।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি ॥ ৫৫
নিকটেই ধ্বনি শুনি পরকাশানন্দ।
দেখিতে কৌতুকে আইলা লঞা শিষ্যবৃন্দ ॥ ৫৬
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য—দেহের মাধুরী।
শিষ্যগণ সঙ্গে সেই বোলে 'হরিহরি' ॥ ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১৭।১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৪৮ পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

৫০। এ সব বৃত্তান্ত—প্রকাশানন্দের প্রধান শিষ্য যাহা যাহা বলিলেন (যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার-সমূহে বিবৃত হইয়াছে)।

মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ—যিনি সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

৫৩। মাধব-সৌন্দর্য্য—বিন্দুমাধব-হরির শ্রীমূর্ত্তিসৌন্দর্য্য দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রজভাবে আবিষ্ট হইলেন এবং ঐ আবেশ-অবস্থাতেই শ্রীমন্দিরের অঙ্গনে প্রেমভরে নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

৫৪। শেখর—চন্দ্রশেখর। **পরমানন্দ**—কীর্ত্তনীয়া। **তপন**—তপন মিশ্র। **সনাতন**—সনাতন-গোস্বামী। প্রভুর নৃত্য দেখিয়া এই চারিজন "হরয়ে নমঃ" প্রভৃতি পদ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

৫৫। চৌদিকে ইত্যাদি—তাঁহাদের কীর্ত্তন শুনিবার নিমিত্ত এবং প্রভুর অপূর্ব্ব নৃত্য দর্শন করিবার নিমিত্ত চারিদিকে বহু-সংখ্যক লোক একত্রিত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই আনন্দে "হরি হরি"-ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

উঠিল মঙ্গলধ্বনি ইত্যাদি—সেই "হরি হরি"-শব্দের মঙ্গলময় ধ্বনি সর্ব্বদিকে পরিব্যাপ্ত হইল।

৫৬। নিকটেই ধ্বনি ইত্যাদি—বিন্দুমাধবের মন্দির হইতে প্রকাশানন্দের আশ্রম বহুদূরে ছিল না। অপূর্ব্ব "হরি হরি"-ধ্বনি শুনিয়া কেতুহলবশতঃ শিষ্যগণকে সঙ্গে হইয়া তিনি ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পূর্ব্বেকার অবস্থা থাকিলে বোধ হয়, "হরি হরি"-ধ্বনি প্রকাশানন্দের চিত্তে প্রবেশ করিতে পারিত না—ধ্বনি শুনিয়া তিনি হয়ত "ভাবকের ভাবকালি" বলিয়াই ঠাট্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি প্রভুর কৃপা হওয়ায় তাঁহার চিত্তের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; তাই "হরি হরি"-ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

৫৭। প্রকাশানন্দ নৃত্যকীর্ত্তন-স্থলে আসিয়া কেবল যে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন, তাহা নহে। প্রভুর অপূর্ব্ব নৃত্য-মাধুরী এবং তাঁহার দেহের অসমোর্দ্ধ-সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া প্রকাশানন্দ প্রেমে একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন; তিনি আর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনিও সকলের

কম্প স্বরভঙ্গ স্বেদ বৈবর্ণ্য স্তম্ভ।
অশ্রুধারায় ভিজে লোক,—পুলক-কদম্ব ॥ ৫৮
হর্ষ-দৈন্য-চাপল্যাদি সঞ্চারি-বিকার।
দেখি কাশীবাসিলোকের হৈল চমৎকার ॥ ৫৯

লোকসংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
সন্ন্যাসীর গণ দেখি নৃত্য সম্বরিল ॥ ৬০
প্রকাশানন্দের কৈল প্রভু চরণ বন্দন।
প্রকাশানন্দ আসি তাঁর ধরিল চরণ ॥ ৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ঙ্গে "হরি হরি''-ধ্বনি করিতে লাগিলেন। আর তাঁহার দেহে অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিকভাব সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হইল—র্ষ-দৈন্য-চাপল্যাদি সঞ্চারি-ভাব-সমূহও প্রকটিত হইল।

যিনি সারাটা জীবন মায়াবাদ প্রচার করিয়া কাটাইলেন, শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন-জাত সাত্ত্বিক বিকারাদিকে যিনি ভাবকের ভাবকালি" বলিয়াই উপহাস করিতেন, সেই সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ প্রকাশানন্দ-সরস্বতীর আজ এই দশা কেন? শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপাই ইহার একমাত্র হেতু।

৫৮। কম্প-স্বরভঙ্গাদি সাত্ত্বিক-ভাবের লক্ষণ ২।২।৬০ ত্রিপদীর টীকায় দ্রষ্টব্য।

৫৯। হর্ষ-দৈন্যাদি সঞ্চারিভাবের লক্ষণ ২।৮।১৩৫, ২।১৯।১৫৫ এবং ২।২৩।৩২ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

দেখি কাশীবাসীলোকের-ইত্যাদি—প্রকাশানন্দ সরস্বতীর এই অবস্থা দেখিয়া কাশীবাসি-লোকসমূহ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার কথাই। যে সমস্ত আচরণকে তিনি সাধারণ ভাবকের ভাবকালি মাত্র বলিয়া উপহাস করিতেন, আজ তিনিই নাকি সেই সমস্ত আচরণ সহস্র সহস্র লোকের সাক্ষাতে প্রকাশ করিতেছেন। যিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, যাঁহার পাণ্ডিত্য বাস্তবিকই গর্ব্বের বিষয় ছিল, বিষয়ী লোকের কথা তো দূরে, কত সহস্র সহস্র সংসার-বিরক্ত সন্ন্যাসী যাঁহার আজ্ঞাবহ ছিল, আজ তিনি নাকি নিতান্ত দীনহীনের মত ক্রন্দন করিতেছেন, আক্ষেপ করিতেছেন। আর গাম্ভীর্য্যে যিনি সমুদ্রবৎ ছিলেন, আজ পরম-চপলের মত, তিনি নৃত্য করিতেছেন, কীর্ত্তন করিতেছেন, হাসিতেছেন, কান্দিতেছেন। এ সমস্ত দেখিয়া লোকের বিস্মিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

৬০। **লোকসংঘট্ট** ইত্যাদি—এতক্ষণ শ্রীমন্‌মহাপ্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করিতেছিলেন; তাঁহার বাহ্যস্মৃতি ছিল না। এখন হঠাৎ সহস্র সহস্র লোকের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হওয়ায়, তাঁহার বাহ্যস্মৃতি ফিরিয়া আসিল। যখন বাহ্যস্মৃতি ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিলেন যে, শিষ্যবর্গ সঙ্গে স্বয়ং প্রকাশানন্দ সেই স্থলে উপস্থিত। দেখিয়াই প্রভু নৃত্য সম্বরণ করিলেন।

কিন্তু প্রভু কেন নৃত্য সম্বরণ করিলেন? তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবমাধুরী-দর্শনের সৌভাগ্য হইতে এতগুলি লোককে কেন বঞ্চিত করিলেন?

মহাপ্রভুর দুইটী ভাব—বাহিরে সাধারণ লোকের নিকটে জীব-শিক্ষার নিমিত্ত তাঁহার ভক্তভাব; আর ভিতরে এবং অন্তরঙ্গ ভক্তদের সান্নিধ্যে তাঁহার রাধাভাব, এই ভাবটী তাঁহার অন্তরঙ্গ। বিন্দুমাধব-দর্শনে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের স্মৃতিতে তিনি রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া, বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন; যখন বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল, তখনই ভক্তভাব স্ফুরিত হইল। ভক্ত কখনও তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল-নিহিত প্রেম সাধারণ-লোকের সাক্ষাতে প্রকাশ করেন না; ভক্ত সর্ব্বদা "রাখে প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া''—ইহা তাঁহাদের হৃদয়ের গূঢ় ধন, হৃদয়েই ইহাকে তাঁহারা লুকাইয়া রাখেন। যুবতী স্ত্রীলোক যেমন তাহার বক্ষঃস্থল অপরলোকের নিকট হইতে সর্ব্বদাই যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখে, প্রেমিক ভক্তও তেমনি হৃদয়ের গূঢ় প্রেম সাধারণ-লোকের নিকট হইতে গোপন রাখিতে চেষ্টা করেন। এজন্যই বাহ্যস্ফূর্ত্তি হওয়া মাত্র শ্রীমন্‌মহাপ্রভু প্রেম-প্রকাশক নৃত্য স্থগিত করিলেন।

৬১। বাহ্যস্ফূর্ত্তি যখন হইল, তখন প্রভু প্রকাশানন্দকে নমস্কার করিলেন; প্রকাশানন্দ আসিয়া প্রভুর চরণযুগল ধারণ করিলেন।

প্রভু কহে—তুমি জগদ্‌গুরু পূজ্যতম।
আমি তোমার না হই শিষ্যের শিষ্যসম ॥ ৬২

শ্রেষ্ঠ হৈয়া কেনে কর হীনের বন্দন।
আমার সর্ব্বনাশ হয়, তুমি ব্রহ্মসম ॥ ৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রভুর কৃপায় প্রকাশানন্দ প্রভুর স্বরূপ অবগত হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে প্রভুর চরণ ধারণ স্বাভাবিক। স্বরূপ সম্যক্ অবগত না হইলেও প্রভুর কৃপায় তাঁহার চিত্তে ভক্তির উন্মেষ হওয়ায়, এবং প্রভুর দেহে নৃত্যকালে নিত্যসিদ্ধ-দেহোপযোগী অপ্রাকৃত-ভাবসমূহের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিয়া শাস্ত্রজ্ঞ প্রকাশানন্দ অনায়াসেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন,—প্রভুর অসাধারণ প্রভাব, অসাধারণ মহিমা, আর তিনি নিজে ভাব-সম্পদে নিতান্তই দরিদ্র। এমতাবস্থায় তাঁহার পক্ষে শ্রেষ্ঠজ্ঞানে প্রভুর চরণ-ধারণ অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু প্রভু তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন কেন? ইহার কারণ—বাহিরে প্রভুর ভক্তভাব; ভক্ত সর্ব্বদাই নিজেকে হীন মনে করেন। আর প্রকাশানন্দ অতি বড় পণ্ডিত, অতি বড় সাধক, অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী সন্ন্যাসী, তিনি বহু সহস্র সন্ন্যাসীরও গুরু; তাই তিনি সম্মানার্হ। বিশেষতঃ প্রভু দেখিলেন, প্রকাশানন্দ "হরি হরি" ধ্বনি করিতেছেন, সুতরাং তিনি বৈষ্ণব এবং সকলেরই নমস্য। আর তাঁহার দেহে সাত্ত্বিকভাব ও সঞ্চারিভাব-আদির অদ্ভুত বিকাশও প্রভু দর্শন করিলেন; সুতরাং প্রকাশানন্দ যে একজন পরমভাগবত সিদ্ধ-বৈষ্ণব, তাহাতেও সন্দেহ নাই। এসমস্ত কারণেই ভক্তভাবে প্রভু নিজের দৈন্য প্রকাশ করিয়া প্রকাশানন্দের চরণ বন্দনা করিলেন। নিম্নের পয়ার-সমূহ হইতে এইরূপই মনে হয়।

৬২। **প্রভু কহে** ইত্যাদি তিন পয়ারে প্রভু নিজের ভক্তোচিত দৈন্য জ্ঞাপন করিতেছেন। প্রকাশানন্দ যখন প্রভুর চরণ ধারণ করিলেন, তখন প্রভু দৈন্য-সহকারে তাঁহাকে বলিলেন—"প্রকাশানন্দ! আমার চরণ স্পর্শ করা তোমার উচিত হয় না। তুমি জগদ্‌গুরু—কত সহস্র সংসার-বিরক্ত সন্ন্যাসী তোমার শিষ্য, তাঁহারা তোমার পাদসেবা করিয়া থাকে; তোমার মত পূজ্য আর কেহ নাই; তুমি পূজ্যতম। আর আমি তোমার বন্দনীয় তো নহিই—তোমার শিষ্যের শিষ্যতুল্যও নহি; আমি অতীব হীন। অতএব কেন তুমি আমার চরণ ধারণ করিতেছ? তুমি সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইয়া কেন আমার মত হীন লোকের বন্দনা করিতেছ? তুমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তুমি মায়াতীত হইয়াছ, সুতরাং তুমি **ব্রহ্মসম** (ব্রহ্মের ন্যায় মায়ার অতীত)। আর আমি অজ্ঞ, হীন, মায়াবদ্ধ জীব। তুমি আমার চরণ বন্দন করিলে আমার অপরাধ হইবে, তাতে আমার বিশেষ ক্ষতি হইবে (আমার সর্ব্বনাশ হয়); আমার ক্ষতি করা তোমার পক্ষে সঙ্গত নহে। সুতরাং তোমার পক্ষে আমার চরণ-বন্দন যুক্তিযুক্ত হয় না। যদিও তুমি "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" বলিয়া "সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু"—সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মের অধিষ্ঠান অনুভব করিতেছ, সুতরাং যদিও তোমার নিকটে উচ্চনীচ ভেদ-নাই, এবং যদিও সেজন্য তুমি সর্ব্বত্র ব্রহ্মের অধিষ্ঠান অনুভব করিয়া (যদ্যপি তোমার সর্ব্বব্রহ্মময় ভাসে) সকলকেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান-রূপে নমস্কার করিতে পার; তথাপি লোক-শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তোমার পক্ষে তাহা করা উচিত নহে। কারণ, সাধারণ লোক তোমার ভাব বুঝিতে না পারিয়া উত্তম-অধম বিচার করিবেনা, তাহারা তখন মান্যব্যক্তির মর্য্যাদালঙ্ঘন করিয়া বসিবে।

৬৩। **আমার সর্ব্বনাশ হয়**—তুমি শ্রেষ্ঠব্যক্তি, আমি হীন জীব। তুমি ব্রহ্মের ন্যায় মায়াতীত, আমি সাধারণ মায়াবদ্ধ জীব। সুতরাং তুমি আমার চরণস্পর্শ করিলে আমার অপরাধ হইবে, তাতে আমার বিশেষ ক্ষতি হইবে—আমার ভক্তি-বিকাশের বিঘ্ন জন্মিবে; সুতরাং আমার সর্ব্বনাশ হইবে। প্রভু ভক্তভাবে দৈন্য করিয়া এসব কথা বলিতেছেন।

তুমি ব্রহ্মসম—তুমি ব্রহ্মের তুল্য। সাধন-প্রভাবে তোমার তত্ত্বজ্ঞান বিকশিত হইয়াছে, তাতে তুমি মায়ার কবল হইতে মুক্ত হইয়া মায়াতীত হইয়াছ। মায়াতীত বলিয়া মায়াতীতত্ব-অংশে তুমি ব্রহ্মের তুল্য।

যদ্যপি তোমারে সব ব্রহ্মময় ভাসে।
লোকশিক্ষা লাগি ঐছে করিতে না আইসে ॥ ৬৪

তোঁহো কহে—তোমার পূর্ব্বে নিন্দা অপরাধ
যে করিল।
তোমার চরণস্পর্শে সব ক্ষয় হৈল ॥ ৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রভু প্রকাশানন্দকে "ব্রহ্মসম" বলিয়াছেন, 'ব্রহ্ম' বলেন নাই। প্রকাশানন্দ সর্ব্বাংশে "ব্রহ্মসম" নহেন; কারণ, ব্রহ্ম অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব বলিয়া সর্ব্বাংশে তাঁহার তুল্য কেহ থাকিতে পারেনা; (যেহেতু তিনি সজাতীয়-ভেদশূন্য)। এস্থলে কেবল মায়াতীতত্ব-অংশেই তুল্যতা। ব্রহ্ম মায়াতীত, প্রকাশানন্দও তত্ত্ব-জ্ঞানের স্ফুরণে মায়াতীত হইয়াছেন; সুতরাং এই হিসাবে তিনি ব্রহ্মের তুল্য। তুল্যশব্দ প্রয়োগ হইলে উপমান অপেক্ষা সর্ব্বদাই উপমেয়ের হীনতা সূচিত হয়। "চন্দ্রের তুল্য মুখ"—একথা বলিলে বুঝা যায়, সৌন্দর্য্যাংশে চন্দ্রের সঙ্গে মুখের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যমাত্র আছে; চন্দ্রের যেরূপ সৌন্দর্য্য, মুখের সৌন্দর্য্যও যে ঠিক সেইরূপ, ইহা কখনও বুঝায় না; মুখও সুন্দর বটে; কিন্তু চন্দ্র অপেক্ষা কম সুন্দর। এস্থলে প্রকাশানন্দকে 'ব্রহ্মসম' বলাতেও ব্রহ্ম অপেক্ষা প্রকাশানন্দের হেয়তা সূচিত হইতেছে। সর্ব্বাংশে ব্রহ্মসম নহে।

৬৪। সব ব্রহ্মময় ভাসে—মায়ার বন্ধন খুলিয়া যাওয়ায় এবং তত্ত্ব-জ্ঞানের স্ফূর্ত্তিতে দিব্যদৃষ্টি লাভ হওয়ায় তুমি দেখিতেছ, সর্ব্বত্রই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। সুতরাং তোমার দৃষ্টিতে সকল জীবই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান, ব্রহ্মের অধিষ্ঠানরূপে সকল জীবই তোমার চক্ষে সমান (সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু); সুতরাং ব্রহ্মের অধিষ্ঠানরূপে তুমি সকলকেই হয়ত তোমার বন্দনীয় বলিয়া মনে করিতে পার এবং বন্দনাও করিতে পার। **লোকশিক্ষা লাগি ইত্যাদি**—কিন্তু তথাপি লোক-শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, (সকলকে তুমি তোমার বন্দনীয় মনে করিলেও) সকলকে বন্দনা করা তোমার উচিত নহে। তুমি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তোমার আচরণই লোকে অনুকরণ করিবে; কিন্তু সাধারণ লোক তোমার মনের ভাব গ্রহণ করিতে পারিবেনা; সুতরাং সাধারণভাবে সকলকে সমান মনে করিয়া মর্য্যাদা লঙ্ঘন-জনিত অপরাধে পতিত হইবে। **করিতে না আইসে**—করা উচিত নহে।

৬৫। তোঁহো কহে—তোঁহো-প্রকাশানন্দ। **পূর্ব্বে**—মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের গৃহে তোমার কৃপা লাভ করার আগে। **নিন্দা**—তুমি ভাবক-সন্ন্যাসী, ভাবকের সঙ্গে মিশিয়া ভাবকালি করিতেছ, ইত্যাদি বলিয়া তোমার অনেক নিন্দা করিয়াছি।

প্রভুর কথা শুনিয়া প্রকাশানন্দ বলিলেন—"তুমি ভাবক-সন্ন্যাসী, ভাবকের সঙ্গে মিশিয়া ভাবকালি করিয়া বেড়াইতেছ, কাশীপুরে তোমার ভাবকালি বিকাইবে না, ইত্যাদি বলিয়া আমি আগে তোমার অনেক নিন্দা করিয়াছি। তাতে আমার যথেষ্ট অপরাধ হইয়াছে। তুমি স্বয়ংভগবান্, অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন; তোমার চরণে অপরাধ হইলে আমার ন্যায় লোকের কথা দূরে থাকুক, জীবন্মুক্ত সাধককেও আবার সংসারে পতিত হইতে হয়। সুতরাং তোমার নিন্দা করিয়া আমি যে অপরাধ করিয়াছি, তাহাতে আমার সর্ব্বনাশ নিশ্চিত। ঐ অপরাধ হইতে মুক্ত হওয়ার জন্যই আমি তোমার চরণ স্পর্শ করিলাম। তোমার চরণ-স্পর্শের প্রভাবে নিন্দাজনিত আমার সমস্ত অপরাধ নষ্ট হইল।"

প্রকাশানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যে স্বয়ংভগবান্ বলিয়াছেন, এই পয়ারে তাহার উল্লেখ না থাকিলেও প্রকাশানন্দ-কথিত পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ের মর্ম্মে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। তিনি বলিলেন, "প্রভু, তোমার নিন্দা করিয়া আমি অপরাধী হইয়াছি"; এই নিন্দাজনিত অপরাধের প্রমাণস্বরূপ পরবর্ত্তী ১১ সংখ্যক শ্লোকের উল্লেখ করিলেন। ঐ শ্লোক বলে যে, "ভগবচ্চরণে অপরাধ হইলে জীবন্মুক্তগণ পর্য্যন্ত পুনরায় সংসারাবদ্ধ হয়।" ইহাতেই বুঝা যায়, প্রকাশানন্দ প্রভুকে অচিন্ত্য-শক্তি-সম্পন্ন শ্রীভগবান্ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। নচেৎ তাঁহার নিন্দাতে অপরাধের ভীতি হইবে কেন? আবার প্রভুর চরণ-স্পর্শে যে তাঁহার অপরাধের ক্ষয় হইল, তাহার প্রমাণ স্বরূপে পরবর্ত্তী ১২ সংখ্যক শ্লোকের উল্লেখ করিলেন। এই শ্লোকের মর্ম্ম এই যে, ভগবৎ-পাদস্পর্শ হইলেই অপরাধের ক্ষয় হইতে পারে। সুতরাং এই শ্লোকের

তথাহি বাসনাভাষ্যধৃত-পরিশিষ্টবচনম্—

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাম্।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥ ১১

তথাহি (ভাঃ ১০।৩৪।৯)

স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ।
ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতম্॥ ১২

প্রভু কহে—বিষ্ণু বিষ্ণু, আমি ক্ষুদ্রজীব হীন।
জীবে 'বিষ্ণু' মানি—এই অপরাধ-চিহ্ন॥ ৬৬

জীবে বিষ্ণুবুদ্ধি দূরে, যেই রুদ্রব্রহ্মসম—।
নারায়ণে মানে, তার পাষণ্ডীতে গণন॥ ৬৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

জীবন্মুক্তেতি। যদি অচিন্ত্যাঃ যুক্তিতর্কাগোচরাঃ মহাশক্তয়ঃ সন্তি যস্য তস্মিন্ এবমাদ্ভুতশক্তিসম্পন্নে ভগবতি অপরাধিনঃ ভগবন্নিন্দাদিজনিতাপরাধগ্রস্তাঃ ভবেয়ুঃ, তদা জীবন্মুক্তাঃ অপি পুনঃ সংসারবাসনাং যান্তি মায়িক-সুখভোগলোলুপাঃ সন্তঃ সংসারচক্রে পুনঃ পতন্তি, অন্যেষাং কা বার্ত্তা ইত্যর্থঃ। ১১।

বিদ্যাধরৈরর্চ্চিতং পূজিতমিতি। স্বামী। ১২।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উল্লেখ হইতেও বুঝা যায় যে, প্রকাশানন্দ প্রভুকে ভগবান্ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ৬৮-৬৯ পয়ারে তিনি স্পষ্ট ভাবেই প্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন।

শ্লো। ১১। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। যদি অচিন্ত্যমহাশক্তিশালী ভগবানে অপরাধ হয়, তাহা হইলে জীবন্মুক্তগণও পুনরায় সংসার-বাসনা প্রাপ্ত হয়। ১১

ভগবানের নিন্দাদি করিলে তাঁহাতে যে অপরাধ হয়, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল; এইরূপে ইহা ৬৫ পয়ারের পূর্ব্বার্দ্ধের প্রমাণ।

শ্লো। ১২। অন্বয়। ভগবতঃ (ভগবানের) শ্রীমৎ-পাদস্পর্শ-হতাশুভঃ (শ্রীচরণস্পর্শে যাহার সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত হইয়াছে, তাদৃশ,) সঃ (সে—সেই সর্প) সর্পবপুঃ (সর্পদেহ) হিত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) বিদ্যাধরার্চ্চিতং (বিদ্যাধরগণকর্ত্তৃকও প্রশংসিত—বিদ্যাধর-সুদুর্লভ) রূপং (রূপ) ভেজে (লাভ করিয়াছিল)।

অনুবাদ। মহারাজ-পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেব বলিলেন:—শ্রীভগবানের শ্রীচরণ স্পর্শে অমঙ্গল সকল বিনষ্ট হইলে, সেই সর্প নিজ সর্প-দেহ ত্যাগ করিয়া বিদ্যাধর-সুদুর্লভ রূপ লাভ করিয়াছিল। ১২

একসময়ে তীর্থভ্রমণ উপলক্ষ্যে শ্রীমন্নন্দমহারাজপ্রমুখ গোপগণ সরস্বতী-নদীতীরে গিয়াছিলেন; সেই দিন শিবরাত্রি ছিল; রাত্রিতে তাঁহারা অম্বিকাবনে নিদ্রিত আছেন, এমন সময়ে একটী বৃহৎ-কায় সর্প আসিয়া নন্দমহারাজের চরণ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাকে ক্রমশঃ গ্রাস করিতে লাগিল; নন্দমহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন, স্বীয় পুত্র কৃষ্ণকে ডাকিলেন। তাঁহার চীৎকারে সকলে জাগিয়া উঠিল; গোপগণ প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা সর্পের লেজের দিকে প্রহার করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে সর্প বিচলিত হইল না। পরে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া স্বীয় চরণদ্বারা সেই দীর্ঘ-পুচ্ছ সর্পকে স্পর্শ করামাত্রেই, সর্পটী সর্পদেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্য বিদ্যাধরদেহ ধারণ করিল। অখিল-মঙ্গলালয় শ্রীকৃষ্ণের চরণ-স্পর্শে সর্পযোনি-লাভের হেতুভূত সমস্ত পাপ বা অপরাধ তিরোহিত হওয়াতেই সর্প টী হীনযোনি হইতে উদ্ধার লাভ করিল।

ভগবৎ-চরণ-স্পর্শে যে অপরাধাদি দূরীভূত হইতে পারে, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক। এই শ্লোক ৬৫-পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ।

৬৬-৬৭। প্রভু কহে ইত্যাদি দুই পয়ার। প্রকাশানন্দ যখন প্রভুকে ভগবান্ বলিলেন, তাহা শুনিয়া, যেন অপরাধ হইয়াছে মনে করিয়াই এবং যেন এই অপরাধ-ক্ষালনের নিমিত্তই "বিষ্ণু বিষ্ণু" উচ্চারণ করিয়া প্রভু বিষ্ণু স্মরণ

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১৭৩)
পাদ্মোত্তরখণ্ডবচনম্, (২৩।১২)—
যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ সদা ॥ ১৩

প্রকাশানন্দ কহে—তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্।
তভু যদি কর তাঁর দাস-অভিমান ॥ ৬৮

তভু পূজ্য হও তুমি বড় আমা হৈতে।
সর্ব্বনাশ হয় মোর তোমার নিন্দাতে ॥ ৬৯

তথাহি (ভাঃ ৬।১৪।৫)—
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥ ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিলেন ; এবং বলিলেন—"আমি ভগবান্ নহি ; আমি ক্ষুদ্র জীব। জীবকে বিষ্ণু বলিয়া মনে করিলে অপরাধ হয়। সামান্য জীবকে বিষ্ণু বলিয়া মনে করা তো দূরের কথা, যে ব্যক্তি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে, কিম্বা সংহারকর্ত্তা রুদ্রকেও নারায়ণের সমান মনে করে, শাস্ত্রানুসারে সেও পাষণ্ডী।" নিম্ন-শ্লোকে ইহার প্রমাণ দিয়াছেন। **অপরাধ-চিহ্ন**—অপরাধের চিহ্ন। জীবে বিষ্ণুবুদ্ধি করিলেও অপরাধ হয়। **যেই রুদ্রব্রহ্মসম নারায়ণে** মানে—যে ব্যক্তি রুদ্র বা ব্রহ্মাকে নারায়ণের তুল্য মনে করে। ব্রহ্মা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-কর্ত্তা, তিনি সামান্য জীব নহেন। আর রুদ্র, জগতের সংহার-কর্ত্তা, তিনিও সামান্য জীব নহেন। তথাপি, ইঁহাদিগকে নারায়ণের সমান মনে করিলে অপরাধ হয় ; আর সাধারণ ক্ষুদ্র জীবকে ভগবান্ বলিয়া মনে করিলে যে কত বড় অপরাধ হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। ২।১৮।৯-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

জীব হইল ভগবানের জীব-শক্তির অতি ক্ষুদ্র অংশ ; আর ভগবান্ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, বৃহত্তম তত্ত্ব ; ভগবান্ মায়ার অধীশ্বর, আর জীব মায়ার অধীন। ভগবান্ প্রভু, আর জাব ভগবানের দাস। দাসকে প্রভুর সমান মনে করা, ক্ষুদ্রতমকে বৃহত্তমের সমান মনে করা সঙ্গত নহে ; ইহাতে ভগবানেরই অমর্য্যাদা ও অবমাননা হয় ; তাতেই অপরাধ।

মায়াবাদীদের মতে স্বরূপতঃ সমস্তই ব্রহ্ম ; জীবাদির বাস্তবিক সত্ত্বা কিছুই নাই। এ জন্য তাঁহারা সকলকেই ব্রহ্ম বলেন ; তাঁহাদের মতে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নাই। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্র-মতে জীব ও ব্রহ্ম একবস্তু নহে ; সূর্য্য ও সূর্য্যের কিরণ-কণিকায় যেই সম্বন্ধ, জ্বলদগ্নিরাশি ও ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গে যে সম্বন্ধ, ব্রহ্ম ও জীবে সেই সম্বন্ধ। জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, কিন্তু কৃষ্ণ নহে।

শ্লো। ১৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১৮।৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৬৭-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৬৮-৯। প্রকাশানন্দ কহে ইত্যাদি দুই পয়ার। প্রভুর কথা শুনিয়া প্রকাশানন্দ বলিলেন—"প্রভু, তুমি যে সাক্ষাৎ স্বয়ংভগবান্, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি যদি (জীবশিক্ষার নিমিত্ত) তুমি নিজেকে ভগবানের ভক্ত বলিয়া মনে কর, তাহা হইলেও তুমি আমা অপেক্ষা বড় ; সুতরাং তুমি আমার পূজনীয় ; কারণ, আমি ভক্তিশূন্য। ভক্তনিন্দাতেও জীবের সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। আমি তোমার নিন্দা করিয়াছি, সেই নিন্দাজনিত অপরাধ হইতে মুক্তি পাওয়ার নিমিত্তই তোমার চরণ স্পর্শ করিলাম।" ভক্ত-নিন্দার ফল নিম্ন শ্লোক-সমূহে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

তাঁর দাস-অভিমান—ভগবানের দাস বলিয়া নিজেকে মনে কর।

শ্লো। ১৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১৯।১৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

জ্ঞানমার্গের সাধকদের মধ্যে যাঁহারা জীবন্মুক্ত, তাঁহাদের অপেক্ষাও যে ভক্ত শ্রেষ্ঠ, তাহাই এই শ্লোক হইতে জানা গেল। ৬৯-পয়ারের পূর্ব্বার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

তথাহি (ভাঃ ১০।৪।৬)—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥ ১৫

তথাহি (ভাঃ ৭।৫।৩২)—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ১৬ ॥

এবে তোমার পদাব্জে মোর উপজিবে ভক্তি।
তার নিমিত্তে করি তোমার চরণে প্রণতি ॥ ৭০

এত বলি প্রভু লঞা তাহাঁই বসিলা।
প্রভুকে প্রকাশানন্দ পুছিতে লাগিলা—॥ ৭১
মায়াবাদে কৈল যত দোষের আখ্যান।
সভে জানি আচার্য্যের কল্পিত ব্যাখ্যান ॥ ৭২
সূত্রের করিলে তুমি মুখ্যার্থবিবরণ।
তাহা শুনি সভার হৈল চমৎকার মন ॥ ৭৩
তুমি ত ঈশ্বর, তোমার আছে সর্ববশক্তি।
সংক্ষেপরূপে কহ তুমি, শুনিতে হয় মতি॥ ৭৪
প্রভু কহে—আমি জীব অতি তুচ্ছ জ্ঞান।
ব্যাসসূত্রের গম্ভীরার্থ,—ব্যাস ভগবান্ ॥ ৭৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

শ্লো। ১৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১৫।৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৬৯-পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ১৬। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২২।২১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পরবর্ত্তী ৭০-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৭০। এবে—এখন। তোমার চরণ-স্পর্শে আমার নিন্দা-জনিত অপরাধের খণ্ডন হইয়াছে বলিয়া। **পদাব্জে**—পাদপদ্মে; চরণে। এই পয়ারের ধ্বনি এই যে, ভগবচ্চরণে অপরাধ থাকিলে চিত্তে ভক্তির উন্মেষ হয় না।

৭১। তাহাঁই—সেই স্থানে; বিন্দুমাধবের মন্দিরের অঙ্গনেই।

৭২-৭৪। বিন্দুমাধবের অঙ্গনে বসিয়া প্রকাশানন্দ প্রভুর সহিত ইষ্টগোষ্ঠি আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন—"প্রভু, তুমি শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদভাষ্যের যে যে দোষ দেখাইয়াছ, তাহা ঠিকই; আমরা সকলেই বুঝিতে পারি যে, শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা তাঁহার মনঃকল্পিত; তাই আমরা মুখে মানিলেও ঐ ব্যাখ্যায় আমাদের প্রাণের তৃপ্তি হইত না। আর ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থ ধরিয়া তুমি যে ব্যাখ্যা করিলে, তাহাতেই আমাদের প্রাণে তৃপ্তি পাইতেছি। তোমার ব্যাখ্যা অতি চমৎকার। প্রভু, তুমি কৃপা করিয়া সূত্রগুলির অর্থ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ কর, আমাদের শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। তুমি ঈশ্বর, তাই তুমি সর্ব্বশক্তিমান্; সুতরাং ব্যাস-সূত্রের অর্থ তুমিই করিতে সমর্থ।"

৭৫। প্রকাশানন্দের কথা শুনিয়া প্রভু দৈন্য করিয়া বলিলেন, "আমি ক্ষুদ্র জীব, আমার জ্ঞানও অতি তুচ্ছ; ব্যাস-সূত্রের অর্থ অত্যন্ত গম্ভীর, গূঢ়; ক্ষুদ্রবুদ্ধি-আমার-পক্ষে সূত্রের গূঢ়ার্থ নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। ব্যাসদেব শ্রীভগবানের অবতার; তাঁহার মনোগত ভাব তিনিই জানেন, সাধারণ জীবের পক্ষে তাহা বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। তাই ভগবান্ ব্যাসদেব কি উদ্দেশ্যে কোন্ সূত্র লিখিয়াছেন, কোন্ সূত্রের কি মর্ম্ম, তাহা তিনিই জানেন, জীব তাহা জানিতে পারেনা। এজন্যই জীবের প্রতি কৃপা করিয়া ব্যাসদেব স্বকৃত-সূত্রের ব্যাখ্যা তিনি নিজেই করিয়া গিয়াছেন—শ্রীমদ্‌ভাগবতই ব্যাসদেবের নিজের কৃত বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা। সূত্রকর্ত্তা নিজে যদি সূত্রের ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলেই সূত্রের মূল অর্থ ব্যক্ত হইতে পারে, সেই ব্যাখ্যাই সঙ্গত বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে। বেদান্ত-সূত্র-কর্ত্তা ব্যাসদেব, শ্রীমদ্‌ভাগবত-কর্ত্তাও ব্যাসদেব; সুতরাং শ্রীমদ্‌ভাগবতে তিনি তাঁহার বেদান্ত-সূত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাই একমাত্র প্রকৃত ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা। ইহা বলিয়া, কিরূপে শ্রীমদ্‌ভাগবত বেদান্তের ভাষ্যরূপে প্রমাণিত হইতে পারে এবং কিরূপেই বা শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রাপ্ত হইলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাই বলিলেন। পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে এসকল বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।
অতএব আপন সূত্রের করিয়াছে ব্যাখ্যানে॥ ৭৬
যে সূত্রকর্ত্তা, সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান॥ ৭৭
প্রণবের যেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়॥ ৭৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

ব্যাস-সূত্রের গম্ভীরার্থ—ব্যাসদেব-সঙ্কলিত বেদান্ত-সূত্রের অর্থ অত্যন্ত গম্ভীর, অত্যন্ত গূঢ়; এই সূত্রের মর্ম্ম গ্রহণ করা জীবের পক্ষে অসম্ভব।

অতি অল্পকথায় যাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত হয়, তাহাকে **সূত্র** বলে। এজন্যই সূত্রগুলি জীবের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। **ব্যাস ভগবান্**—ব্যাসদেব শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশ-অবতার। শ্রীভগবান্ তাঁহাতে শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন, এজন্যই—শ্রীভগবানের শক্তির সাহায্যেই—তিনি—সূত্রাকারে সমস্ত তথ্য বর্ণনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার প্রকৃত অর্থ বিবৃত করিতেও সমর্থ হইয়াছেন।

৭৬। বেদান্ত-সূত্রে পরতত্ত্ব-সম্বন্ধীয়-বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। পরতত্ত্ব মায়াতীত চিন্ময়বস্তু; আর, সাধারণ-জীবের চিত্ত মায়া-মলিন—প্রাকৃত। সুতরাং জীব প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা অপ্রাকৃত পরতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় সূত্রের উপলব্ধি করিতে পারেনা। সাধারণ-জীবের কথা তো দূরে, যাঁহার নিকটে শ্রীভগবান্ সর্ব্বপ্রথমে বেদান্ত-সূত্রের অর্থরূপ শ্রীমদ্-ভাগবত প্রকাশ করেন, সেই ব্রহ্মাও একমাত্র ভগবৎ-কৃপা-প্রভাবেই সেই অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন—ইহা পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে কথিত হইয়াছে।

জীব বুঝিতে পারিবেনা বলিয়া ব্যাসদেব কৃপা করিয়া নিজকৃত-সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন (শ্রীমদ্-ভাগবতে)।

৭৭। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাসদেব বেদান্ত-সূত্রের যে অর্থ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত অর্থ; কারণ, ইহা স্বয়ং সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেবের নিজকৃত অর্থ। যে মর্ম্মে তিনি যে সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন এবং জানেন বলিয়াই শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্র লিখিয়াই যে তাহার ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ভাগবত লিখিতে উদ্যত হইলেন, তাহা নহে। আগে তিনি সূত্র-প্রণয়ন করিলেন। তারপর, পরম্পরাক্রমে শ্রীনারায়ণ হইতে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্মরূপে চতুঃশ্লোকী পাইলেন; পাইয়া দেখিলেন, ঐ চতুঃশ্লোকীর যে মর্ম্ম, তৎকৃত বেদান্তসূত্রেরও সে-ই মর্ম্ম। ইহা দেখিয়া বেদান্তসূত্রের ভাষ্যরূপে ঐ চতুঃশ্লোকীকে বিস্তৃত করিয়া তিনি শ্রীমদ্ভাগবত লিখিলেন। এইরূপে জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত, বেদান্তসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ যে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকট হইলেন, সাক্ষাদ্ভাবে তাহার কর্ত্তা ব্যাসদেব হইলেও, তাহার মূলকর্ত্তা শ্রীনারায়ণকেই মনে করা যায়। ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনারায়ণকৃত অর্থরূপ চতুঃশ্লোকীর বিবৃতিমাত্রই করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত যে প্রণব, গায়ত্রী, চারিবেদ ও উপনিষদাদিরও অর্থ, তাহাই পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে বলিতেছেন।

৭৮। প্রণবের অর্থ গায়ত্রীতে বিবৃত হইয়াছে এবং গায়ত্রীর অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং চতুঃশ্লোকীই প্রণবের বিশেষ বিবৃতি। ভূমিকায় "প্রণবের অর্থ-বিকাশ"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রথমে শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে তত্ত্বোপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে চারিটী শ্লোক তাঁহার নিকটে প্রকট করেন; ব্রহ্মা ঐ চারিটী-শ্লোক স্বীয় পুত্র নারদকে উপদেশ করেন এবং নারদ আবার তাহা ব্যাসদেবকে উপদেশ করেন। ব্যাসদেব ঐ চারিটী শ্লোককে অবলম্বন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করেন। এই আদি চারিটী-শ্লোককেই চতুঃশ্লোকী বলে। এই চারিটী শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কঃ ৯ম অঃ ৩২।৩৩।৩৪।৩৫-সংখ্যক শ্লোকে অবিকৃতভাবে উক্ত হইয়াছে এবং এই পরিচ্ছেদের পরবর্ত্তী ২০।২১।২২।২৩ সংখ্যক শ্লোক চারিটীও ঐ চারিটী শ্লোকই।

ব্রহ্মারে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিল।
ব্রহ্মা নারদেরে সেই উপদেশ কৈল ॥ ৭৯
সেই অর্থ নারদ ব্যাসেরে কহিল।
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল—। ৮০
এই অর্থ—আমার সূত্রের ব্যাখ্যারূপ।
শ্রীভাগবত করি সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ ॥ ৮১
চারিবেদ উপনিষদ্—যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয় ॥ ৮২
সেই সূত্রে যেই ঋগ্ বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্—শ্লোকনিবন্ধন ॥ ৮৩
অতএব সূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত।
ভাগবতশ্লোক উপনিষদ্—কহে এক অর্থ ॥ ৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭৯-৮০। ব্যাস কিরূপে চতুঃশ্লোকী পাইলেন, তাহা এক্ষণে বলিতেছেন। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার নিকটে এই চতুঃশ্লোকী প্রকাশ করেন; ব্রহ্মা আবার নারদকে উপদেশ করেন এবং নারদ ব্যাসদেবকে ঐ চতুঃশ্লোকী উপদেশ করেন। এইরূপে পরম্পরাক্রমে শ্রীভগবান্ হইতেই ব্যাসদেব চতুঃশ্লোকী প্রাপ্ত হন। শ্রীভগবান্ হইতে আগত বলিয়া এই চতুঃশ্লোকীতে ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটবাদি দোষ থাকিতে পারেনা, সুতরাং ইহা অভ্রান্ত।

৮১। নারদের মুখে চতুঃশ্লোকী শুনিয়া শ্রীব্যাসদেব মনে মনে বিচার করিলেন যে—"এই চতুঃশ্লোকীর যে অর্থ, তাহা আমার বেদান্তসূত্রেরই ব্যাখ্যার স্বরূপ; সুতরাং এই চতুঃশ্লোকীকে বিবৃত করিয়া আমি শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ প্রণয়ন করিব, ঐ শ্রীমদ্ভাগবতই আমার ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য হইবে।"

৮২। শ্রীমদ্ভাগবত কিরূপে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য হইতে পারে, তাহা বলিতেছেন তিন পয়ারে।

চারিবেদ এবং সমস্ত উপনিষদ আলোচনা পূর্ব্বক তাহাদের মর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া ব্যাসদেব বেদান্ত-সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন; বেদান্ত-সূত্রের এক একটী সূত্রের আলোচ্য বিষয়ই হইল বেদ ও উপনিষদের এক একটী ঋক্ (বা মন্ত্র)। তাহা হইলে বেদান্তসূত্র হইল বেদ ও উপনিষদের মর্ম্মপ্রকাশক।

আবার শ্রীমদ্ভাগবত-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ইহা প্রণব বা গায়ত্রীরই অর্থস্বরূপ। ভগবান্ সর্ব্বপ্রথমে প্রণব প্রকট করেন, তারপর প্রণবের অর্থ প্রকাশের নিমিত্ত গায়ত্রী আবির্ভূত করেন। এই গায়ত্রীই বেদমাতা—গায়ত্রী হইতেই চারিবেদ ও সমস্ত উপনিষদের উদ্ভব অর্থাৎ গায়ত্রীর মর্ম্মই বেদ ও উপনিষদ বিবৃত করিয়াছেন। আবার চতুঃশ্লোকীও গায়ত্রীরই অর্থ-স্বরূপ; সুতরাং চতুঃশ্লোকীও বেদ এবং উপনিষদের অর্থই ব্যক্ত করিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত এই চতুঃশ্লোকীর বিবৃতি; সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত—বেদ এবং উপনিষদেরই বিবৃতি। বেদ এবং উপনিষদের যে সকল ঋক্ বা মন্ত্র বেদান্তসূত্রে সূত্ররূপে গ্রথিত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে সেই সকল ঋক্ বা মন্ত্রই শ্লোকাকারে গ্রথিত হইয়াছে। সুতরাং বেদান্তসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচ্য-বিষয় যখন একই বেদ-মন্ত্র, এবং শ্রীমদ্ভাগবত যখন বেদান্ত-সূত্র অপেক্ষা অনেক বিস্তৃত, তখন শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য বলা যাইতে পারে।

চারিবেদ—ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব—এই চারিবেদ। **উপনিষদ্**—বেদের যে অংশে ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, তাহাকে উপনিষদ্ বা বেদান্ত বলে। **তার অর্থ**—বেদ ও উপনিষদের অর্থ। **করিল সঞ্চয়**—সূত্রে গ্রথিত করিলেন।

৮৩। সেই সূত্রে—ব্যাসদেবের গ্রথিত বেদান্ত সূত্রে। **ঋক্**—বেদের মন্ত্র। **বিষয়-বচন**—আলোচ্য বিষয়। **শ্লোক-নিবন্ধন**—শ্লোকরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে।

বেদান্ত সূত্রে বেদোপনিষদের যে যে ঋক্ (মন্ত্র) সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতেও সেই সেই ঋক্ই শ্লোকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে।

৮৪। সূত্রের ভাষ্য—পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যাহাতে সূত্রের অর্থ বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হয়, তাহাকে সূত্রের ভাষ্য বলে। **ভাগবত শ্লোক** ইত্যাদি—শ্রীমদ্ভাগবতের মর্ম্ম যাহা, উপনিষদের মর্ম্মও তাহাই।

তথাহি (ভাঃ ৮।১।১০)—

আত্মাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥ ১৭

একশ্লোক দেখায়া কৈল দিগ্‌দরশন।
এইমত ভাগবত-শ্লোক ঋচাসম॥ ৮৪ (ক)

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তস্যেশ্বরত্বং দর্শয়ন্ লোকস্য হিতমুপদিশতি। আত্মনা ঈশ্বরেণাবাস্যং সত্তাচৈতন্যাভ্যাম্ ব্যাপ্যং বিশ্বং সর্ব্বং জগত্যাং লোকে যৎ কিঞ্চিৎ জগৎ ভূতজাতম্ অতস্তেনেশ্বরেণ কিঞ্চিৎ ত্যক্তং দত্তং যদ্ধনং তেনৈব ভুঞ্জীথাঃ ভোগান্ ভুঙ্ক্ষ্ব। যদ্বা তেন হেতুনা ত্যক্তেন ঈশ্বরার্পণেনৈব ভুঞ্জীথাঃ। স্বার্থং কস্যস্বিৎ কস্যচিদপি ধনং মা গৃধঃ মাভিকাঙ্ক্ষীঃ। যদ্বা কস্যস্বিদিতি কস্যান্যস্য ধনমস্তি যতো ধনাকাঙ্ক্ষা ক্রিয়েতেত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ ঈশাবাস্যমিতি যথাশ্লোকমেব। **স্বামী**। ১৭।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোকসমূহ বেদোপনিষদের ঋকের তুল্য : কোন কোন শ্লোকে ঋকের অর্থমাত্র গ্রথিত হইয়াছে, কোন কোন শ্লোকে বা অবিকল ঋক্‌ই উদ্ধৃত হইয়াছে, আবার কোন কোন শ্লোকে ঋকের দু-একটী শব্দের পরিবর্ত্তে তুল্যার্থ-বাচক-শব্দ বসাইয়া অবশিষ্ট শব্দগুলি অবিকৃত ভাবেই রক্ষিত হইয়াছে। এই পয়ারের পরে শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে "আত্মাবাস্যমিদং" ইত্যাদি যে শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া উপনিষদের সহিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ঐক্য দেখান হইয়াছে, তাহা ঈশোপনিষদেরই একটী মন্ত্র; কেবল পার্থক্য এই যে—উপনিষদের মন্ত্রটীতে "ঈশ"-শব্দটী আছে, শ্রীমদ্‌ভাগবতে তৎপরিবর্ত্তে তুল্যার্থক "আত্মা"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্যান্য শব্দগুলি ঠিক একরূপই।

শ্লো। ১৭। অন্বয়। জগত্যাং (জগতে) যৎকিঞ্চিৎ (যাহা কিছু) জগৎ (বস্তু আছে), [তৎ] (সেই) ইদং (এই) সর্ব্বং (সমস্তই) আত্মাবাস্যং (ঈশ্বরের সত্তা এবং চেতনাদ্বারা ব্যাপ্ত); তেন (তৎকর্তৃক—সেই ঈশ্বর কর্তৃক) ত্যক্তেন (দত্তবস্তুদ্বারা—অথবা ঈশ্বরে অর্পণ-পূর্ব্বক তৎকর্তৃক গৃহীতাবশেষ বস্তুদ্বারা) ভুঞ্জীথাঃ (ভোগ কর) কস্যস্বিৎ (অন্য কাহারও) ধনং (ধন) মা গৃধঃ (আকাঙ্ক্ষা করিও না)।

অনুবাদ। জগতে যে কিছু বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত বস্তুকেই ঈশ্বর স্বীয় সত্তা এবং চেতনাদ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। ঈশ্বরেরই এসমস্ত বস্তু, অতএব ঈশ্বরে অর্পণ পূর্ব্বক ধনভোগ কর, (অথবা ঈশ্বর যাহা কিছু অর্পণ করিয়াছেন, তাহাই ভোগ কর), অন্য কাহারও ধন আকাঙ্ক্ষা করিও না (অথবা জগতে কাহারও কোনও ধন নাই, ঈশ্বরেরই সকল ধন; অতএব কাহার ধন আকাঙ্ক্ষা করিবে ?)। ১৭

ঈশোপনিষদের প্রথম-মন্ত্রটী এই :—"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্"—এই মন্ত্র এবং উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোকে দুই একটী শব্দমাত্রের পার্থক্য, অন্য সমস্তই এক। এইরূপে ইহা ৮৩-পয়ারোক্তির প্রমাণ। "বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাম্" ইত্যাদি শ্রীভা, ২।৭।৩৯ শ্লোকেও "বিষ্ণোর্নু বীর্য্যাণি কং প্রাবোচম্"-ইত্যাদি ঋগ্‌বেদের মন্ত্রেরই (প্রথম মণ্ডল। ২২।১৫৪) প্রতিধ্বনিমাত্র। ২।২৪।৬ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

৮৪ (ক)। এই পয়ারটী কোনও কোনও গ্রন্থে নাই। থাকা সঙ্গত।

এক শ্লোক—পূর্ব্বোক্ত "আত্মাবাস্য" ইত্যাদি শ্লোকের উল্লেখ করিয়া দিগ্‌দর্শনরূপে দেখান হইল যে, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক এবং বেদের ঋক্ উভয়েই তুল্য।

ঋচাসম—ঋকের সমান।

উপরি উক্ত পয়ার সমূহে বলা হইল এবং প্রমাণিত হইল যে, শ্রীমদ্‌ভাগবতেই বেদান্ত-সূত্রের মুখ্য অর্থ বিবৃত হইয়াছে, শ্রীমদ্‌ভাগবতের মর্ম্মই বেদ এবং উপনিষদের মর্ম্ম।

ভাগবতের সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন।
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ ॥ ৮৫
আমি 'সম্বন্ধতত্ত্ব'; আমার জ্ঞানবিজ্ঞান—।
আমা পাইতে সাধন-ভক্তি 'অভিধেয়' নাম ॥ ৮৬
সাধনের ফল প্রেম—মূল 'প্রয়োজন'।
সেই প্রেমে পায় জীব—আমার সেবন ॥ ৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮৫। এক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচ্য বিষয় কি, তাহাই বলিতেছেন। সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন—এই তিনটী বিষয়ই শ্রীমদ্ভাগবতে আলোচিত হইয়াছে; শ্রীমদ্ভাগবতের মতে (অর্থাৎ বেদোপনিষদ ও বেদান্ত-সূত্রের মতে), সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজনের লক্ষণ চতুঃশ্লোকীতে ব্যক্ত আছে। "অহমেবাসমেবাগ্রে" ইত্যাদি এবং "ঋতেঽর্থং" ইত্যাদি শ্লোকে সম্বন্ধ-তত্ত্বের, "এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং" ইত্যাদি শ্লোকে অভিধেয় তত্ত্বের এবং "যথা মহান্তি ভূতানি" ইত্যাদি শ্লোকে প্রয়োজন-তত্ত্বের স্বরূপ বলিয়াছেন।

সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। ২।২২।২ এবং ২।২০।১০৯ পয়ারের টীকায় সম্বন্ধ-শব্দের, ২।২২।৩ পয়ারের টীকায় অভিধেয়-শব্দের এবং ২।২০।১০৯ পয়ারের টীকায় প্রয়োজন-শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য।

চতুঃশ্লোকী—২।২৫।৭৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে সর্ব্বশুদ্ধ ছয়টী শ্লোক বলিয়াছেন। এই ছয়টীর মধ্যে প্রথম দুইটী ভূমিকাস্বরূপ—প্রথম "জ্ঞানং পরমগুহ্যং" ইত্যাদি শ্লোকে বক্তব্য বিষয়ের (সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের) উল্লেখ করেন; দ্বিতীয় "যাবানহং যথাভাবঃ" ইত্যাদি শ্লোকে বক্তব্য-বিষয়ের স্বরূপ জ্ঞানলাভের নিমিত্ত যে যোগ্যতার প্রয়োজন, শ্রীভগবান্ কৃপা-শক্তিদ্বারা ব্রহ্মাকে সেই যোগ্যতা দান করেন। তার পরের চারিটী শ্লোকে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনরূপ বক্তব্য-বিষয়গুলির স্বরূপ বলেন। সুতরাং এই চারিটী শ্লোকই হইল মুখ্য; এবং এই চারিটী শ্লোকেই বেদ-বেদান্তাদির মর্ম্ম নিহিত রহিয়াছে এবং সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত এই চারিটী শ্লোকেরই বিবৃতি। শ্রীমদ্ভাগবতের বীজ-স্বরূপ বলিয়া মুখ্য এই চারিটী শ্লোকই বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হয়। এজন্য ষট্শ্লোকী না বলিয়া "চতুঃশ্লোকী" বলা হইয়াছে।

৮৬-৮৭। সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটী তত্ত্ব কি, তাহাই সংক্ষেপে এই দুই পয়ারে বলিতেছেন।

অন্বয়ঃ—আমি এবং আমার জ্ঞান-বিজ্ঞানই—সম্বন্ধতত্ত্ব। আমাকে পাইতে (হইলে যে) সাধনভক্তি (সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহার) নাম অভিধেয়। সাধনের ফল (হইল) প্রেম—(ইহাই) মূল প্রয়োজন। সেই প্রেমে জীব আমার সেবন (সেবা) পায়।

আমি—শ্রীকৃষ্ণ। ব্রহ্মার নিকট শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—আমিই (শ্রীকৃষ্ণই) সম্বন্ধ-তত্ত্ব; আমার সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং আমার সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানও সম্বন্ধ-তত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত। আমাকে পাইবার উপায়-স্বরূপ যে সাধন-ভক্তি, তাহাই অভিধেয়-তত্ত্ব। আর এই সাধনের ফল যে প্রেম, তাহাই প্রয়োজন-তত্ত্ব; যেহেতু, এই প্রেমের দ্বারাই জীব আমার সেবা লাভ করিতে পারে। **জ্ঞান**—ভগবদ্বিষয়ক শাস্ত্রাদি হইতে ভগবত্তত্ত্বের যে যথার্থ নির্দ্ধারণ, তাহাকে বলে জ্ঞান। ভগবতো জ্ঞানং শব্দদ্বারা যথার্থ-নির্দ্ধারণং—ইতি ক্রমসন্দর্ভঃ। শ্রীভা, ২।৯।৩০। **বিজ্ঞান**—বিশেষরূপ জ্ঞান। অনুভব বা সাক্ষাৎকার। বিজ্ঞানেন তদনুভবেন—ক্রমসন্দর্ভঃ। শ্রীভা, ২।৯।৩০। ভগবৎস্বরূপের অনুভব বা সাক্ষাৎকারকে ভগবদ্-বিষয়ক বিজ্ঞান বলে। জ্ঞান ও বিজ্ঞান ব্যতীত ভগবৎ-স্বরূপের সম্যক্ উপলব্ধি হয়না বলিয়াই এই দুইটীকেও সম্বন্ধ-তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

আমা পাইতে—আমাকে (শ্রীভগবান্‌কে) পাওয়ার উপায়-স্বরূপ। যাহাদ্বারা আমাকে লাভ করা যায়। **সাধন-ভক্তি অভিধেয়**—যদ্দ্বারা আমাকে পাওয়া যায়, তাহার নাম সাধন-ভক্তি। এই সাধন-ভক্তির নামই অভিধেয় (জীবের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম)। সাধন-ভক্তি বলিতে এস্থলে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট চৌষট্টি অঙ্গ-(বা নব-বিধা) ভক্তির কথাই বলা হইতেছে। **সাধনের ফল প্রেম**—সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান-ফলে চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হয়। এই

তথাহি (ভাঃ ২।৯।৩০)
জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ১৮

এই তিন তত্ত্ব আমি কহিল তোমারে।
জীব তুমি, এই তিন নারিবে জানিবারে ॥ ৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

প্রেমই জীবের মূল প্রয়োজন-তত্ত্ব। **সেই প্রেমে** ইত্যাদি—সাধন-ভক্তির ফল-স্বরূপ যে প্রেম, সেই প্রেমের প্রভাবে জীব আমার (শ্রীকৃষ্ণের) সেবা পাইতে পারে।

প্রেমকে প্রয়োজন-তত্ত্ব বলা হইল কেন, তাহাই এস্থলে বলিতেছেন। স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণের দাস। দাসের একমাত্র কর্ত্তব্য—প্রভুর সেবা। শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার অর্থও শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাওয়া। সেবা না পাইলে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ায় কোনও লাভ নাই। রস-গোল্লা যদি খাইতে না পাই, তবে সেই রসগোল্লা পাইয়া কি লাভ? তাই সেবার অধিকার না পাইলে, সেবার উপকরণ না পাইলে কৃষ্ণ পাওয়ার সার্থকতা কিছুই নাই। এজন্যই শ্রীলঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন—"হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পে'তে নাই।" শ্রীনিতাইর কৃপাতেই সেবার অধিকার এবং যোগ্যতা পাওয়া যায়, (কারণ, শ্রীনিতাই-ই মূল ভক্ত-তত্ত্ব); শ্রীনিতাইর কৃপাতেই সেবার উপকরণ পাওয়া যায় (কারণ, আসন, ভূষণ, শয্যা, চামর আদি সমস্ত সেবার উপকরণই শ্রীনিতাই); সুতরাং শ্রীনিতাইকে না পাইলে সেবার অধিকার, যোগ্যতা ও উপকরণ পাওয়া যায় না; এমতাবস্থায় রাধাকৃষ্ণ পাইয়া কি হইবে? তাই সেবা পাওয়াতেই শ্রীকৃষ্ণ পাওয়ার সার্থকতা; এবং এই শ্রীকৃষ্ণসেবাই জীবের মুখ্য এবং একমাত্র কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই সেবা তো প্রেম ব্যতীত হয় না। "নানোপচারকৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ প্রেম্ণৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ। পদ্যাবলী। ১৩॥" তাই সেবা-প্রাপ্তির নিমিত্ত জীবের একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু হইল প্রেম। এজন্যই প্রেমকে প্রয়োজন-তত্ত্ব বলা হইয়াছে।

বিশেষতঃ, সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সমস্তেরই সম্বন্ধ আছে। সম্যক্‌রূপে বন্ধনের নাম সম্বন্ধ; যে বন্ধন কোনও সময়েই ছুটিতে পারে না, তাহাকেই সম্যক্ বন্ধন বা সম্বন্ধ বলা যায়; যে বন্ধন খুলিবার নিমিত্ত কেহ ইচ্ছাও করে না, সুতরাং যে বন্ধন প্রীতিপ্রদ, তাহাই সম্যক্ বন্ধন বা সম্বন্ধ। জীবের সঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণের যদি এই জাতীয় বন্ধন সংঘটিত হইতে পারে, তবেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ হইতে পারে। কিন্তু এই বন্ধনটী উভয়পক্ষ হইতেই হওয়া দরকার, নচেৎ তাহাকে সম্যক্ বন্ধন বলা যায় না। জীবের অস্তিত্ব, শক্তি-আদি—"আমার" বলিতে জীবের যাহা কিছু আছে, শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া তৎসমস্তই তাহাকে দিয়াছেন—এইরূপে কৃপারজ্জুতে শ্রীকৃষ্ণ জীবকে বন্ধন করিয়াছেন। ইহা কৃপাজনিত বন্ধন বলিয়া কষ্টজনক নহে, পরন্তু প্রীতিপ্রদ। নিজ নিজ-কর্ম্মফলে সংসারাবদ্ধ জীব ভগবান্‌কে বাঁধিবার জন্য কিছুই করে নাই। ভগবান্‌কে বাঁধিবার একমাত্র উপায় প্রেম; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ কেবল প্রেমেরই বশীভূত; অন্য কিছুতেই সেই স্বতন্ত্র ভগবান্‌কে বান্ধা যায় না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ (সম্যক্ বন্ধন) স্থাপন করিতে হইলে জীবের পক্ষে প্রেমই একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু; এজন্যই প্রেমকে প্রয়োজন-তত্ত্ব বলা হইয়াছে।

চতুঃশ্লোকীর ভূমিকা-স্থানীয় "জ্ঞানং পরমগুহ্যং" ইত্যাদি শ্লোকের স্থূলমর্ম্মই এই তুই পয়ারে বিবৃত হইল। নিম্নে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্লোকস্থ "বিজ্ঞান-সমন্বিতং মে জ্ঞানং" অংশে "সম্বন্ধ-তত্ত্ব"—মে (আমার) শব্দদ্বারা "আমি", এবং "বিজ্ঞান-সমন্বিতং জ্ঞানং" দ্বারা "আমার জ্ঞান ও বিজ্ঞান"—সম্বন্ধ-তত্ত্বরূপে সূচিত হইয়াছে। আর "তদঙ্গঞ্চ" শব্দে সাধন-ভক্তিরূপ অভিধেয়-তত্ত্ব এবং "সরহস্যং" শব্দে প্রেমরূপ প্রয়োজন-তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—এই তিনটী তত্ত্ব আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর (শুন এবং অনুভব কর)।

শ্লো। ১৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।২১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৮৮। এই তিন তত্ত্ব—সম্বন্ধ-তত্ত্ব, অভিধেয়-তত্ত্ব এবং প্রয়োজন-তত্ত্ব।

যৈছে আমার স্বরূপ যৈছে আমার স্থিতি।
যৈছে আমার গুণ কর্ম্ম ষড়ৈশ্বর্য্য শক্তি ॥ ৮৯

আমার কৃপায় স্ফুরুক এ সব তোমারে।
এত বলি তিন তত্ত্ব কহিল তাঁহারে ॥ ৯০

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

আমি কহিল তোমারে—জ্ঞানং পরমগুহ্যং ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে ঐ তিনটী তত্ত্বের কথা বলিলেন।

জীব তুমি—ব্রহ্মাকে শ্রীভগবান্ বলিলেন, "ব্রহ্মা, তুমি জীব; সুতরাং এই তিনটী তত্ত্ব তুমি বুঝিতে পারিবে না।" যেহেতু, ইহা পরম গুহ্য। এই তিনটী তত্ত্ব বুঝিবার নিমিত্ত যে জ্ঞানের দরকার, জীবের সেই জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ নাই; তাই স্বয়ং-শ্রীভগবানের মুখে শুনিলেও জীব তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। ইহা উপলব্ধি করার একমাত্র হেতু শ্রীভগবৎ-কৃপা। তাই শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"ব্রহ্মা, আমার কৃপায় এসব তত্ত্ব তোমার চিত্তে স্ফুরিত হউক।"

"স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চিতামেতি"—শ্রীমদ্ভাগবতের এই (৪।২৪।২৯) বচনানুসারে বুঝা যায়, শতজন্ম পর্য্যন্ত সুষ্ঠুরূপে স্বধর্ম্মপালন করিয়া যে জীব সিদ্ধ হয়েন, তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন। এইরূপ জীবে শ্রীভগবান্ তাঁহার সৃষ্টি-শক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাঁহা-দ্বারা সৃষ্টিকার্য্য করাইয়া থাকেন। এইরূপ ব্রহ্মা জীব-কোটি। তাই বলা হইয়াছে "জীব তুমি।" ব্রহ্মাও জীবই। যে কল্পে এরূপ জীব পাওয়া যায়না, সেই কল্পে ভগবান্ নিজেই ব্রহ্মারূপে প্রকটিত হইয়া সৃষ্টি করেন—তখন তিনি ঈশ্বর-কোটি ব্রহ্মা। ২।১৮।৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

কোন কোন গ্রন্থে "এই তিন তত্ত্ব" স্থলে "এই তিন অর্থ" এবং "নারিবে জানিবারে" স্থলে "নারিবে বুঝিতে" পাঠ আছে।

৮৯-৯০। "যৈছে আমার স্বরূপ" ইত্যাদি দুই পয়ারে নিম্নোদ্ধৃত "যাবানহং" ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্ম বলিতেছেন।

যৈছে আমার স্বরূপ—আমার (ভগবানের) স্বরূপ যেরূপ; ইহা "যাবানহং" অংশের অর্থ। স্বরূপতঃ যৎপরিমাণকোঽহং—ক্রমসন্দর্ভঃ। স্বরূপতঃ আমার (ভগবানের) পরিমাণ কিরূপ—আমি যে বিভু, সচ্চিদানন্দ, সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, মঙ্গল-স্বরূপ এবং পরমসুন্দর (সত্যং শিবং সুন্দরম্) ইত্যাদি। **যৈছে আমার স্থিতি**—ইহা শ্লোকস্থ "যথাভাবঃ"-অংশের অর্থ। যথাভাবঃ সত্তা যস্যেতি যল্লক্ষণোঽহমিতি অর্থঃ যানি স্বরূপান্তরঙ্গাণি রূপাণি শ্যামচতুর্ভুজত্বাদীনি—ক্রমসন্দর্ভঃ। শ্রীভগবান্ কিরূপে অবস্থান করেন? দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দররূপে তিনি ব্রজে অবস্থান করেন; সে স্থলে তিনি স্বয়ং ভগবান্রূপে, মাধুর্য্যই যে ভগবত্তার সার, তাহা দেখাইতেছেন—তাঁহার এই ব্রজেন্দ্র নন্দন-স্বরূপ—মদনমোহন, আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর শৃঙ্গার-রসরাজমূর্ত্তিধর; এই স্বরূপে ঐশ্বর্য্য—মাধুর্য্যের অধীন। দ্বারকায় কখনও দ্বিভুজরূপে, কখনও চতুর্ভুজরূপে বিরাজ করেন—এই স্বরূপে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য প্রায় সমভাবেই প্রধান। চতুর্ভুজরূপে তিনি পরব্যোমে বিরাজ করেন—এই স্বরূপে ঐশ্বর্য্যের প্রাধান্য। এই প্রকারে তিনি নানাধামে নানাস্বরূপে বিরাজ করেন। সর্ব্বত্রই ধামোপযোগী লীলপরিকরাদি আছেন। **যৈছে আমার গুণ কর্ম্ম**—শ্লোকের 'যদ্রূপ-গুণকর্ম্মকঃ" অংশের অর্থ। গুণাঃ ভক্তবাৎসল্যাদ্যাঃ কর্ম্মাণি তত্তল্লীলাঃ—ক্রমসন্দর্ভঃ। তাঁহার ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ এবং ভিন্ন ভিন্ন ধামে সেই সেই ধামোপযোগী লীলা। ব্রজে তাঁহার নরলীলা, অন্যান্য ধামে ঈশ্বর-লীলা। **ষড়ৈশ্বর্য্য-শক্তি**—ইহাও গুণ-কর্ম্মেরই অন্তর্ভুক্ত। **আমার কৃপায়** ইত্যাদি—শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—আমার কৃপায় আমার স্বরূপ-গুণ-কর্ম্মাদির জ্ঞান তোমার চিত্তে স্ফুরিত হউক। ইহা শ্লোকের "অস্তু তে মদনুগ্রহাৎ"-অংশের অর্থ।'

চতুঃশ্লোকীর ভূমিকারূপে এই সব কথা (দুই শ্লোকে) বলিয়া তারপর চতুঃশ্লোকীতে তত্ত্বগুলির স্বরূপ ব্যক্ত করিলেন।

তথাহি (ভাঃ ২।৯।৩১)—
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥ ১৯

স্বষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আমি হইয়ে।
প্রপঞ্চ প্রকৃতি পুরুষ আমাতেই লয়ে॥ ৯১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।২২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৮৯-পয়ারে এই শ্লোকের কথাই বলা হইয়াছে; ৯০-পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণও এই শ্লোকের শেষ পাদে দেওয়া হইয়াছে।

৯১। "স্বষ্টির পূর্ব্বে" হইতে "আমাতেই লয়ে" পর্য্যন্ত তিন পয়ারে চতুঃশ্লোকীর প্রথম "অহমেব" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ করিয়া সম্বন্ধ-তত্ত্ব বলিতেছেন।

স্বষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আমি হইয়ে—ইহা নিম্ন শ্লোকের প্রথম দুই চরণের অর্থ। প্রাকৃত-প্রপঞ্চ সৃষ্ট হওয়ার পূর্ব্বেও আমি ছিলাম; তখন এই স্থূল জগৎ (সৎ,), কি সূক্ষ্ম জগৎ (অর্থাৎ—ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোমাদির সূক্ষ্ম অবস্থা), কিম্বা এই স্থূল ও সূক্ষ্মের কারণভূত প্রকৃতি (পরং) এ সব কিছুই ছিল না। প্রকৃতি তখন অন্তর্ম্মুখতাবশতঃ আমাতেই লীন ছিল এবং স্থূল-সূক্ষ্ম-জগৎ-প্রপঞ্চও প্রকৃতির সঙ্গে আমাতেই লীন ছিল। "ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ। শ্রী, ভা, ৩।৫।২১৩॥" ব্রহ্মরুদ্রাদি কেহই তখন ছিলেন না। "বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ, একো নারায়ণো আসীন্ন ব্রহ্মানেশানঃ। মহানা-শ্রুতি। ১।"

কিন্তু স্বষ্টির পূর্ব্বে ভগবান্ কিরূপ অবস্থায় ছিলেন? শ্লোকস্থ "অহং"-শব্দ দ্বারাই তাহা ব্যক্ত হইতেছে; ভগবান্ বলিলেন—"এই আমি ছিলাম; যে আমি তোমাকে (ব্রহ্মাকে) উপদেশ দিতেছি, সেই মূর্ত্ত আমিই ছিলাম।" ইহা দ্বারা, স্বষ্টির পূর্ব্বেও যে তিনি সাকার-সবিশেষরূপে ছিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। নিরাকার-নির্ব্বিশেষরূপে কথা বলিতে বা তত্ত্বোপদেশ দিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ শ্লোকে "যদ্রূপ-গুণকর্ম্মকঃ" শব্দে তাঁহার রূপ, গুণ ও লীলাদির কথা আছে; নির্ব্বিশেষ-স্বরূপের রূপ, গুণ বা লীলা থাকিতে পারে না।

তবে যে কোন কোন শাস্ত্রে শুনা যায়, স্বষ্টির পূর্ব্বে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই ছিলেন। ইহা কেবল প্রপঞ্চ জগৎকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। জগৎ-প্রপঞ্চও ব্রহ্মই—শ্রীভগবান্‌ই; শ্রীভগবান্‌ই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন। মহাপ্রলয়ে প্রপঞ্চে কোনও বিশেষ ছিল না—তখন, এই প্রপঞ্চ নির্ব্বিশেষই ছিল: সুতরাং ব্রহ্মের যে অংশ জগৎরূপে পরিণত হইয়াছিলেন, সেই অংশ তখন নির্ব্বিশেষই ছিলেন; তাই ঐ অংশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বলা হইয়াছে—মহাপ্রলয়ের পরবর্ত্তি-স্বষ্টির পূর্ব্বেই প্রপঞ্চরূপ ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ ছিলেন।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও প্রমাণিত হয় যে, স্বষ্টির পূর্ব্বে যিনি ছিলেন, তিনি সবিশেষ ছিলেন।

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"-এই ব্রহ্মসংহিতার প্রমাণও বলিতেছেন—সকল কারণের কারণ, সুতরাং স্বষ্ট্যাদির কারণ যিনি, সকলের আদি যিনি, যাঁহার আদিতে কেহ নাই, তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ—মূর্ত্ত বিগ্রহ।

কেহ কেহ বলেন, "অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব যিনি, পূর্ণতম স্বরূপ যিনি, তিনি নির্ব্বিশেষ—নিরাকার, নির্গুণ, নিঃশক্তিক। সাধারণ লোক এই নির্ব্বিশেষ স্বরূপের ধারণা করিতে পারেনা বলিয়াই নিম্ন অধিকারী সাধকের মঙ্গলের নিমিত্ত ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হইয়াছে; 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনম্।' সাধক যখন সাধনে উন্নতি লাভ করিবেন, তখনই তিনি বুঝিতে পারিবেন, পূর্ণতম ব্রহ্ম নিরাকার, নির্ব্বিশেষ,—তখনই তিনি সাকার উপাসনা ছাড়িয়া দিবেন।"

উক্ত যুক্তির তাৎপর্য্য কি? তর্কের খাতিরে স্বীকার করা যাউক যে, সাধকের হিতের নিমিত্তই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। এখন এই উক্তির একটু আলোচনা করা যাউক। কল্পনাশব্দের একটী অর্থ—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আকাশ-কুসুমবৎ অস্তিত্ব-হীন বস্তুর অস্তিত্ব মনে করা। এই অর্থে যদি ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হইয়াছে বলা হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মের কোনও রূপই নাই—যেমন আকাশ-কুসুমের কোনও অস্তিত্ব নাই, তথাপি কল্পনাকুশল ব্যক্তি যেমন আকাশকুসুমের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া থাকে, তদ্রূপ সাধকের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হইয়াছে—এইরূপই যদি মনে করা হয়, তাহা হইলে সাকার-সাধকের উপাস্য হইয়া পড়েন—একটী অলীকবস্তু, শশ-শৃঙ্গ বা শৃঙ্গবিশিষ্ট চতুষ্পদ মনুষ্যের ন্যায় অলীক বস্তু। যাহার কোনও অস্তিত্বই নাই, তাহার উপাসনা কিরূপে হইতে পারে? আর তাহার উপাসনায় উপাসকের কি-ইবা উপকার হইতে পারে, বুঝিতে পারিনা। এই রূপের উপাসক যদি কেহ থাকেন, তবে তাহাকে শুদ্ধ-পৌত্তলিক ব্যতীত আর কিছুই বলা যায়না।

কল্পনা-শব্দের আর একটী অর্থ হইতে পারে—রচনা বা নির্ম্মাণ। এইরূপ অর্থ হইলে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের রূপ বা আকৃতি (আকৃতিঃ কথিতা রূপে) রচনার কর্ত্তা কে? নিশ্চয়ই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নহেন; কারণ, তাঁহার ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ থাকিতে পারেনা, যেহেতু তিনি নির্গুণ; সুতরাং সাধকের দুঃখে করুণা-বশতঃ সাধকের হিতের নিমিত্ত স্বীয় নিরাকার-স্বরূপকে সাকার-বিগ্রহরূপে প্রকটিত করার চেষ্টাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। আবার, সাকাররূপে প্রকটিত করার শক্তিও তাঁহার নাই; যেহেতু তিনি নিঃশক্তিক। তাহা হইলে ব্রহ্ম স্বয়ং স্বীয় রূপ কল্পনার কর্ত্তা হইতে পারেন না। তবে মানুষ সাধকই কি ব্রহ্মের রূপ-রচনার কর্ত্তা? মানুষই যদি ব্রহ্মের রূপ-রচনার কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে ঐ রূপটীও পূর্ব্বোল্লিখিত আকাশকুসুমবৎ অস্তিত্বহীন অলীক বস্তুই হইয়া পড়িবে।

এজন্যই বলা যায়, সাধকের হিতের নিমিত্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের রূপকল্পনার উক্তি বিচার-সহ নহে। তবে ব্রহ্মকে নিরাকার মনে করিয়াও যদি তাঁহাকে সগুণ, এবং সশক্তিক মনে করা যায়, তাহা হইলে সাধকের হিতের নিমিত্ত সগুণ এবং সশক্তিক ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে সাকার-বিগ্রহরূপে প্রকটিত করিতে পারেন—ইহা অসম্ভব নহে। মহাত্মা যিশু-প্রবর্ত্তিত খৃষ্টান-ধর্ম্মের, হজরত-মহম্মদ-প্রবর্ত্তিত মুসলমান-ধর্ম্মের এবং এতদ্দেশীয় মহাত্মা রাজা-রামমোহন রায়-প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত যাঁহারা, তাঁহারা পরতত্ত্বকে নিরাকার বলিলেও সগুণ এবং সশক্তিক মনে করেন।

যাহা হউক, এই নিরাকার, অথচ সগুণ ও সশক্তিক ব্রহ্মও যদি সাধকের হিতের নিমিত্ত স্বীয় একটি সাকার স্বরূপ প্রকটিত করেন, তাহা হইলে দেখিতে হইবে, ইহা কখন করেন?

জীব-জগতের প্রত্যেক পর্য্যায়ের মধ্যে না হইলেও অন্ততঃ কোনও কোনও পর্য্যায়ে যে ব্যক্তিগত ভাবে এবং সমষ্টিগতভাবেও শক্তির অভিব্যক্তি এবং তদনুরূপ আকারাদির বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তিও হইতে পারে, ইহা স্বীকার করা যায়। কিন্তু একজাতীয় জীবের অভিব্যক্তিই যে উচ্চতর জাতীয় জীব—ইহা স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। অনাদিকাল হইতেই ব্রহ্মাণ্ডে সকল জাতীয় জীবের অস্তিত্ব আছে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস—অবশ্য দেশকালভেদে তাহাদের অবস্থা হয়ত একরূপ ছিল না, ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে অনাদিকাল হইতেই ব্রহ্মের সাধক যে কেহ না কেহ ছিলেন, ইহাও অস্বীকার করিবার কোনও হেতু নাই। অনাদিকাল হইতেই যদি সাধক থাকেন, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, অনাদিকাল হইতেই সাধকের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্ম স্বীয় একটি সাকার-বিগ্রহ প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহা হইলে ব্রহ্মের এই সাকার বিগ্রহটিও নিত্য এবং অনাদি—ইহাও স্বীকার করিতে হইবে।

কেহ হয়তঃ বলিতে পারেন, উক্ত সাকার বিগ্রহটী নিত্য না হইলেও তো চলিতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন সাধকের প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বিগ্রহের উদ্ভব হইতে পারে, আবার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া গেলে তাহা আবার নিরাকারে বিলীন হইয়া যাইতে পারে। ইহার উত্তরে এই মাত্র বলা যায় যে, উৎপত্তি-বিনাশ কেবল প্রাকৃত বস্তুতেই সম্ভবে; অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তুর—সচ্চিদানন্দ স্বরূপের উৎপত্তি-বিনাশ সম্ভব নহে। কোনও শাস্ত্রেও ইহার প্রমাণ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পাওয়া যায় না। বরং শস্ত্রে দেখা যায় যে, তিনি বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের আশ্রয় হইলেও, জন্ম-পরিণামাদিরূপ অনিত্যত্বাদি-দোষের আশ্রয় নহেন। "তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কদঞ্চনঃ। গুণা বিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্য্যাঃ সমন্ততঃ॥"—লঘুভাগবতামৃতের এই শ্লোকের টীকায়, "দোষাঃ" শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে "জন্ম-পরিণামাদয়ঃ।"

এখন, এই সাকার স্বরূপটী নিত্য হইলে, এই স্বরূপে এবং নিরাকার-স্বরূপে কোনও ইতর-বিশেষ আছে কিনা? থাকিলে কোন্ স্বরূপটী পূর্ণতম?

স্বরূপ-লক্ষণে বা উপাদান-হিসাবে উভয় স্বরূপই তুল্য—কারণ, উভয়-স্বরূপই সৎ, চিৎ এবং আনন্দ। কিন্তু শক্তি বিকাশের তারতম্যে পার্থক্য আছে। যে শক্তির ক্রিয়ায় নির্ব্বিশেষ-নিরাকার-স্বরূপ সাকারে পরিণত হয়, নিরাকার স্বরূপে নিশ্চয়ই সেই শক্তিটীর ক্রিয়া নাই—সুতরাং শক্তির ক্রিয়ার হিসাবে নিরাকার-স্বরূপ সাকার-স্বরূপ অপেক্ষা অপূর্ণ। আবার শ্রুতি বলেন, ব্রহ্ম "সত্যং শিবং সুন্দরম্।" নির্গুণ, নিঃশক্তিক, নিরাকার স্বরূপে শিবত্ব (মঙ্গলময়ত্ব) থাকিবার সম্ভাবনা নাই, কারণ তিনি নির্গুণ; তাহাতে সুন্দরত্বও কিরূপে থাকিতে পারে বুঝা যায় না—কারণ, তিনি নির্গুণ ও নিঃশক্তিক—গুণ ও শক্তির বিকাশেই সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি। নিরাকার অথচ সগুণ ও সশক্তিক স্বরূপে শিবত্ব থাকিতে পারে, গুণ ও শক্তির সুন্দরত্বও থাকিতে পারে, কিন্তু রূপের সৌন্দর্য্য থাকা সম্ভব নহে; কারণ, তিনি রূপহীন। কিন্তু সাকার, সগুণ ও সশক্তিক স্বরূপে শিবত্ব থাকিতে পারে—গুণ, শক্তি এবং রূপের সুন্দরত্বও থাকিতে পারে। গুণ ও শক্তির বিকাশের তারতম্যানুসারে সাকার-বিগ্রহও অনেক হইতে পারেন এবং শাস্ত্র বিশ্বাস করিতে গেলে, অনেক সাকার স্বরূপও আছেন। এই সাকার স্বরূপ-সমূহের মধ্যে যে স্বরূপে সমস্ত গুণ ও সমস্ত শক্তির পূর্ণতম অভিব্যক্তি, সেই স্বরূপটীই রূপে, গুণে এবং শক্তিতে সর্ব্বাপেক্ষা শিব, সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। ব্রহ্ম যে "রসো বৈ সঃ"—রস-স্বরূপ, সেই রস-স্বরূপত্বের পূর্ণতম-অভিব্যক্তিও এই স্বরূপেই। সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে এই স্বরূপটী সকলের চিত্তকেই আকর্ষণ করিতে সমর্থ—এমন কি, নিজের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে এই স্বরূপটী নিজেই আকৃষ্ট হইয়া পড়েন—বিস্মিত হইয়া পড়েন—"বিস্মাপনং স্বস্য চ; শ্রীভা, ৩।২।১২॥" তাই শাস্ত্রে এই স্বরূপটীকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। উপাদান-হিসাবে এই স্বরূপটীর সঙ্গে নিরাকার-স্বরূপের কোনও পার্থক্য না থাকিলেও, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির অভিব্যক্তি-হিসাবে এই স্বরূপটীই পূর্ণতম—তাই এই স্বরূপটীই শাস্ত্রে পূর্ণতম ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন—"কৃষির্ভূ-বাচকো শব্দো ণশ্চ নির্বৃতি-বাচকঃ। তয়োরৈক্যং **পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ** ইত্যভিধীয়তে।"

প্রশ্ন হইতে পারে, সাকার-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে পরব্রহ্ম হইতে পারেন? যেহেতু পরব্রহ্ম বিভু-বস্তু; সাকার বস্তু বিভু হইতে পারে না। ইহার উত্তর এই—সাকার বস্তু যে বিভু হইতে পারে না, প্রাকৃত জগতেই ইহা সত্য। যাহা দেশ-দ্বারা সীমাবদ্ধ, তাহাই বিভু হইতে পারে না। প্রাকৃত বস্তু দেশকালের অধীন; কিন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময়-বস্তু, সচ্চিদানন্দ-বস্তু দেশ-কাল-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে; সুতরাং সচ্চিদানন্দ-বস্তু সাকারই হউন বা নিরাকারই হউন, বিভু হইতে পারেন। নিরাকার হইলেই যে বিভু হইবে, এমনও নহে; বায়ু নিরাকার, কিন্তু বিভু নহে; পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্বের বায়ুমণ্ডলের গভীরতা ১৫০ কি ১৬০ মাইলের বেশী নহে। বিভুত্ব ব্রহ্মের স্বরূপগত ধর্ম্ম; দাহকত্ব যেমন অগ্নির স্বরূপগত ধর্ম্ম, আগুন শিখা-অবস্থায়ই থাকুক, কি জলদঙ্গার অবস্থাতেই থাকুক, সকল সময়েই যেমন তাহার দাহকত্ব থাকে, বিভুত্বও তেমনি ব্রহ্মের স্বরূপ-গত ধর্ম্ম; নিরাকার-অবস্থায়ই থাকুন, বা সাকার-অবস্থায়ই থাকুন, সকল অবস্থাতেই ব্রহ্মে তাঁহার স্বরূপ-গত ধর্ম্ম বিভুত্ব থাকিবেই। তাই ব্রহ্মের সাকার-স্বরূপও বিভু—সর্ব্বব্যাপক। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিতে একই স্বরূপে, একই সময়ে ব্রহ্ম অণু হইতেও ছোট এবং বৃহৎ হইতেও বৃহৎ হইতে পারেন; তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, তিনি "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।" তিনি সমস্ত বিরুদ্ধ-ধর্ম্মেরই আশ্রয়। ইহাই তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি—এই অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে নরাকৃতি দেহেই তিনি সমস্ত প্রাকৃত জগৎ ব্যাপিয়া থাকিতে পারেন। ২।২১।৬২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

স্থষ্টি করি তার মধ্যে আমি প্রবেশিয়ে। | প্রপঞ্চ যে কিছু দেখ, সেহ আমি হইয়ে ॥ ৯২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাহাহউক, এই সাকার অথচ বিভুস্বরূপ যে শ্রীকৃষ্ণ, তিনি সন্ধিনী-শক্তির-সারভূত-শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থান করেন বলিয়া এবং শুদ্ধসত্ত্বের অপর একটী নাম বসুদেব বলিয়া (সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতম্) তাঁহাকে বাসুদেবও বলা হয়। শ্রুতি বলিতেছেন—স্থষ্টির পূর্ব্বে—যে সময়ে ব্রহ্মা ছিলেন না, রুদ্র ছিলেন না, সেই সময়ে—একমাত্র এই বাসুদেবই ছিলেন—বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীৎ। চতুঃশ্লোকীর "অহমেবাসমেবাগ্রে" ইত্যাদি শ্লোকেও এই কথাই বলা হইয়াছে। তিনি কিরূপ অবস্থায় ছিলেন? তখন কি তাঁহার কোনও শক্তির ক্রিয়া ছিল? একথার উত্তরও শাস্ত্র দিতেছেন—ভগবানেক আসেদমগ্র—তখন তিনি ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবান্-রূপে ছিলেন। একথাই শ্রীচরিতামৃতের পয়ার বলিতেছেন—"স্থষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আমি হইয়ে।" ভগ অর্থাৎ ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য যাঁহার আছে, তিনিই ভগবান্—তিনিই স্থষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন।

কিন্তু স্থষ্টির পূর্ব্বে ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য তাঁহার কিসে প্রয়োজিত হইত? শ্রুতিই ইহার উত্তর দিতেছেন। যেই বাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণ স্থষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধেই শ্রুতি বলিতেছেন—কৃষ্ণো বৈ পরম-দৈবতম্। গো, ত,॥—কৃষ্ণ পরমদেবতা; দিব্ ধাতু হইতে দেবতা; দিব্ ধাতুর অর্থ ক্রীড়া। তাহা হইলে বুঝা গেল—কৃষ্ণ পরমক্রীড়াশীল, লীলাপুরুষোত্তম। কিন্তু ক্রীড়া বা লীলা তো একাকী করা যায় না—লীলার জন্য লীলাপরিকরদের দরকার। তাহা হইলে, বুঝা গেল, অনাদিকাল হইতেই তাঁহার লীলাপরিকর আছেন, লীলার ধামও আছে; যেহেতু অনাদিকাল হইতেই—কৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতম্। সুতরাং স্থষ্টির পূর্ব্বেও শ্রীকৃষ্ণের লীলা-পরিকর ছিলেন, ধাম ছিল। এসমস্ত স্থজ্য বস্তু নহে বলিয়া চিন্ময় সচ্চিদানন্দবস্তু বলিয়া মহাপ্রলয়েও ইহাদের ধ্বংস হয় না।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে, যদি স্থষ্টির পূর্ব্বে ভগবানের ধাম এবং পরিকরাদিই থাকিবে, তাহা হইলে বলা হইল কেন—"অহমেবাসমেবাগ্রে"—স্থষ্টির পূর্ব্বে "আমিই" ছিলাম? উত্তরে বলা যায় যে, "অহম্ (আমি) শব্দের মধ্যেই লীলা-পরিকর ও ধাম—উভয়ের অস্তিত্ব স্থচিত হইতেছে। "আমি" কে? না—সেই কৃষ্ণো বৈ পরম-দৈবতম্,—সেই লীলাপুরুষোত্তম-শ্রীকৃষ্ণ; দৈবতম্-শব্দেই ধাম ও লীলাপরিকরদের স্থচনা করিতেছে। কোনও স্থানে রাজা আসিয়াছেন বলিলেই বুঝা যায় যে, রাজা একা আসেন নাই; তাঁহার পরিকরাদিও আসিয়াছেন; কারণ, পরিকরাদি তাঁহার রাজ-স্বরূপত্বের অঙ্গ, অঙ্গীর উল্লেখ করিলেই অঙ্গের উল্লেখ করা যায়; অঙ্গের আর স্বতন্ত্র উল্লেখের প্রয়োজন হয়না। তদ্রূপ "স্থষ্টির" পূর্ব্বে, লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন, একথা বলিলেও বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণের লীলা পরিকরও ছিলেন; তাঁহার ধামও ছিল। এই লীলা-পরিকরদের সঙ্গে লীলা করিবার নিমিত্তই ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন। তাই বলা হইয়াছে, "স্থষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ আমি হইয়ে।" এবং এই ষড়ৈশ্বর্য্যের বিকাশ-রূপ ভগবদ্ধাম-সমূহও তখন ছিল এবং এই সকল ভগবদ্ধাম-সমূহে বহুবিধ লীলাপরিকরও ছিলেন; এই সমস্ত পরিকরদের সঙ্গে লীলা করিতেন বলিয়াই লীলাপুরুষোত্তম-রূপে স্থষ্টির পূর্ব্ব হইতেই তিনি খ্যাত। **প্রপঞ্চ**—মায়িক-ব্রহ্মাণ্ডসমূহ। **প্রকৃতি**—জড়রূপা প্রকৃতি; শ্রীভগবান্ শক্তি-সঞ্চার করিয়া যদ্দ্বারা এই প্রপঞ্চের স্থষ্টি করেন। **পুরুষ**—জীব। সাংখ্যে জীবকেই পুরুষ বলা হইয়াছে। **আমাতেই**—শ্রীভগবানে। **আমাতেই লয়ে**—স্থষ্টির পূর্ব্বে সমস্ত মায়িক ব্রহ্মাণ্ড, প্রকৃতি ও পুরুষ, সকলেই শ্রীভগবানে লীন ছিল। সুতরাং তখন তাহাদের আর কোনও পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না। "নান্যদ্‌যৎসদসৎ পরং" এই অংশের অর্থ এই পয়ারার্দ্ধ।

৯২। স্থষ্টি করি ইত্যাদি—স্থষ্টির পরে অন্তর্য্যামিরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এবং প্রত্যেক জীবে আমি (শ্রীভগবান্) প্রবেশ করি। ইহা "পশ্চাদহং" অংশের অর্থ। ইহাতে বুঝা গেল, স্থষ্টবস্তুর ভিতরেও শ্রীভগবান্ আছেন।

প্রলয়ের অবশিষ্ট আমি পূর্ণ হইয়ে।
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে ॥ ৯৩

তথাহি (ভাঃ ২।৯।৩২)—
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ২০

'অহমেব অহমেব' শ্লোকে তিন বার।
পূর্ণৈশ্বর্য্য-শ্রীবিগ্রহ-স্থিতির নির্দ্ধার ॥ ৯৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রপঞ্চ যে কিছু দেখ ইত্যাদি—ইহা "যদেতচ্চ" অংশের অর্থ। এই জগৎ-প্রপঞ্চে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহাও শ্রীভগবান্ই; যেহেতু তিনিই জগৎ-রূপে পরিণত হয়েন। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। জগতের ভিতরেও ভগবান্, বাহিরেও ভগবান্। সর্ব্বত্রই তিনি। স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ। স এবেদং সর্ব্বম্। ছান্দোগ্য ॥ ৭।২৫।১॥ ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ। ঈশোপনিষৎ ॥ ১ ॥

৯৩। **প্রলয়ের অবশিষ্ট** ইত্যাদি—এই পয়ার "যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্"—এই অংশের অর্থ। প্রলয়ে সৃষ্টি-ধ্বংসের পরেও, সৃষ্টির পূর্ব্বের ন্যায়ই আমি পূর্ণরূপে থাকি; প্রাকৃত জগৎ সমস্তই প্রকৃতির সঙ্গে আমাতে লীন হইয়া থাকে।

সৃষ্টির প্রারম্ভে ঈশ্বরের ঈক্ষণ-দ্বারা সঞ্চারিত শক্তির প্রভাবে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ হয়। এই শক্তির ক্রিয়া-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি পরিণতি প্রাপ্ত হইতে থাকে; প্রথমে মহত্তত্ত্ব, তারপর অহঙ্কারতত্ত্ব, ইত্যাদি ক্রমে পরিণতি লাভ করিতে করিতে এই স্থূল জগৎ-প্রপঞ্চের উদ্ভব হয়। মহাপ্রলয়ের প্রারম্ভে ইহার বিপরীত ক্রিয়া হইয়া থাকে। ঈশ্বর নিজের শক্তি সংহরণ করিতে থাকেন, তাহার ফলে স্থূল প্রপঞ্চ সূক্ষ্মে পরিণত হয়। এইরূপে সৃষ্টিকালে যেরূপ পরিণতি হইয়াছিল, ঠিক তাহার বিপরীত পরিণতির ফলে জগৎ-প্রপঞ্চ মহত্তত্ত্বে পরিণত হয়, এবং পরে মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে পরিণত হয়, এবং সমস্ত জীব-মণ্ডলী প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষে লীন হইয়া থাকে।

আমি পূর্ণ হইয়ে—ঐশ্বর্য্যে, মাধুর্য্যে, শক্তিতে, শক্তির ক্রিয়াতে, সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণতম-স্বরূপে থাকি। প্রলয়ের পরের অবস্থাই সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থা। ঐ সময়ে লীলা-পরিকরদের সহিত সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ লইয়া শ্রীভগবান্ নিজ ধামে অবস্থান করেন।

সৃষ্টির পর মহাপ্রলয়, মহাপ্রলয়ের পর আবার সৃষ্টি, তারপর আবার মহাপ্রলয়—এই ভাবে অনাদি কাল হইতেই সৃষ্টি-প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে।

মায়িক ব্রহ্মাণ্ডেরই সৃষ্টি ও বিনাশ হয়; চিন্ময় ভগবদ্ধামের ও ভগবৎ-স্বরূপ বা ভগবৎ-পরিকরাদির সৃষ্টিও নাই, বিনাশও নাই—তাঁহারা নিত্য।

"অহমেবাসমেবাগ্রে" ইত্যাদি শ্লোক হইতে বুঝা গেল—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সমস্তই শ্রীভগবান্ হইতে হইয়া থাকে। বেদান্তের—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রও তাহাই বলে। আবার "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিও ঐ কথাই বলেন। সুতরাং বুঝা গেল, চতুঃশ্লোকীর এই প্রথম শ্লোকটী বেদান্ত-সূত্রের এবং উপনিষদুক্তিরই অর্থ-স্বরূপ। আবার এই "অহমেবাসমেবাগ্রে" শ্লোকে ইহাও বুঝা গেল যে, পর-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ-তত্ত্ব, কারণ সমস্তের মূলই তিনি।

কোনও কোনও গ্রন্থে ৯১।৯২।৯৩ পয়ারের এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়:—"সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আমি হইয়ে। প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে॥ প্রপঞ্চ-প্রকৃতি-পুরুষ—আমা হৈতে হয়ে। প্রপঞ্চ যে কিছু দেখ—সব আমি হইয়ে॥ প্রলয়ের অবশিষ্ট—আমি পূর্ণ হইয়ে। প্রপঞ্চ-প্রকৃতি পায় আমাতেই লয়ে॥"

শ্লো। ২০। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।২৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৯১-৯৩ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৯৪। **অহমেব অহমেব** ইত্যাদি—"অহমেবাসমেবাগ্রে" ইত্যাদি শ্লোকে "অহম্"-শব্দটী তিন বার বলা হইয়াছে। তিন বার না বলিয়া একবার বলিলেও শ্লোকের অর্থ বুঝা যাইত; তথাপি তিন বার উল্লেখ করার

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, নিরাকার মানে।
তারে তিরস্করিবারে কৈল নির্দ্ধারণে ॥ ৯৫

এই সব শব্দে হয়—জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিবেক।
মায়াকার্য্যে মায়া হৈতে আমি ব্যতিরেক ॥ ৯৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হেতু এই যে, বারবার তিনবার উল্লেখ করিয়া বিশেষরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন—যে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নিত্য মূর্ত্ত শ্যাম-সুন্দর-বিগ্রহে ব্রহ্মাকে উপদেশ করিতেছিলেন, সেই শ্রীবিগ্রহ-রূপেই তিনি অনাদিকাল হইতে—সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেও বর্ত্তমান আছেন। **পূর্ণৈশ্বর্য্য-শ্রীবিগ্রহ-স্থিতির নির্দ্ধার**—পূর্ণৈশ্বর্য সাকার-বিগ্রহেই যে তিনি অনাদিকাল হইতে নিত্য বর্ত্তমান, তাহা নির্দ্ধারণ করার নিমিত্ত।

৯৫। **শ্রীবিগ্রহ যে না মানে**—যাঁহারা পর-ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ (অর্থাৎ নিত্য সাকার স্বরূপ) স্বীকার করেন না।

নিরাকার মানে—যাঁহারা বলেন পরব্রহ্ম নিরাকার।

তারে ইত্যাদি—তাঁহাদিগের মতের ভ্রান্তি দেখাইবার নিমিত্ত তিনবার অহং-শব্দের উল্লেখ করিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিলেন যে, পরব্রহ্ম সাকার, নিরাকার নহেন।

তিরস্করিবারে—তিরস্কার (ভর্ৎসনা) করিবার নিমিত্ত ; ভ্রম দেখাইবার নিমিত্ত।

৯৬। **এইসব শব্দে**—পূর্ব্বোক্ত "অহমেবাসমেবাগ্রে" এবং নিম্নোক্ত "ঋতেঽর্থং" ইত্যাদি শ্লোকের শব্দ-সমূহে পূর্ব্ব-শ্লোকে অন্বয়ীমুখে এবং পরের শ্লোকে ব্যতিরেকী-মুখে ভগবৎ-স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিবেকের নিমিত্ত উভয় শ্লোকই গ্রহণীয়। কেহ কেহ বলেন, "এই সব শব্দ" এস্থলে কেবল "ঋতেঽর্থং" শ্লোকের শব্দ-সমূহকেই বুঝাইতেছে ; কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কোন কোন গ্রন্থে "এই শ্লোক কহে" এরূপ পাঠ আছে ; এস্থলে, এই শ্লোকে যদি "অহমেবাসমেবাগ্রে" শ্লোককেই বুঝায়, তাহা হইলে "কহে" অর্থ—"অন্বয়ীমুখে কহে" ; এবং যদি "ঋতেঽর্থং" শ্লোককেই বুঝায়, তাহা হইলে "কহে" অর্থ "ব্যতিরেকী-মুখে কহে" বুঝিতে হইবে। "এই সব শব্দে" পাঠই পরিষ্কার অর্থদ্যোতক। **জ্ঞান**—ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান। **বিজ্ঞান**—ভগবৎ-স্বরূপের সাক্ষাৎ-অনুভূতি। **বিবেক**—যথার্থ জ্ঞান। **জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিবেক**—ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানের এবং ভগবৎ-স্বরূপের সাক্ষাৎ অনুভূতির যথার্থ জ্ঞান। **এইসব শব্দে** ইত্যাদি—কিরূপে ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানের এবং ভগবৎ-স্বরূপের সাক্ষাৎ অনুভূতির (বিজ্ঞানের) যথার্থ জ্ঞান জন্মিতে পারে, তাহা "অহমেবাসমেবাগ্রে" এবং "ঋতেঽর্থং" শ্লোকে বলা হইয়াছে। মায়ার প্রভাবেই জীব নিজের স্বরূপ ভুলিয়া রহিয়াছে এবং ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান হারাইয়াছে, ভগবদনুভূতি হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে। সুতরাং মায়ার অতীত হইতে পারিলেই আবার তত্ত্ব-জ্ঞানাদির যথাযথ-জ্ঞানাদি তাহার চিত্তে স্ফুরিত হইতে পারে। এখন, এই মায়ার স্বরূপ কি, তাহাও এই "ঋতেঽর্থং" শ্লোকে বলা হইয়াছে।

মায়াকার্য্য—মায়া এবং কার্য্য। মায়া এবং মায়ার কার্য্যস্বরূপ জগৎ প্রপঞ্চ। ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তির নামই মায়া। এই বহিরঙ্গা মায়াশক্তির ক্রিয়াতেই প্রকৃতি হইতে জগৎ-প্রপঞ্চ রচিত হইয়াছে।

একটী দৃষ্টান্তদ্বারা বহিরঙ্গা শক্তিটী বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। জেলখানার অধ্যক্ষ যিনি, তিনি জেলখানায় রাজার শক্তিই পরিচালিত করিতেছেন ; সুতরাং তিনিও রাজার শক্তি। আর জেলখানায় তিনি রাজারই কাজ করিতেছেন বলিয়া, তিনিও রাজার অংশই ; কিন্তু তিনি রাজার বহিরঙ্গা-শক্তি এবং বহিরঙ্গ অংশ ; কারণ, তিনি সর্ব্বদাই রাজ-প্রাসাদের বাহিরেই থাকেন, রাজা হইতে দূরেই থাকেন, কোনও সময়েই রাজ-প্রাসাদে রাজার নিকটবর্ত্তী হইতে পারেন না। মায়াও তদ্রূপ ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি এবং বহিরঙ্গ অংশ ; মায়া কখনও শ্রীভগবানের সম্মুখবর্ত্তিনী হইতে পারেন না। আবার বহিরঙ্গ অংশ হইলেও রাজার অস্তিত্বের উপরই যেমন জেলাধ্যক্ষের অস্তিত্ব নির্ভর করে, তদ্রূপ ভগবানের অস্তিত্বের উপরেই মায়ার অস্তিত্ব নির্ভর করে। সুতরাং রাজা হইতেই যেমন

যৈছে সূর্য্যাভাসস্থানে ভাসয়ে আভাস। | সূর্য্য বিনু স্বতন্ত্র তার না হয় প্রকাশ ॥ ৯৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জেলাধ্যক্ষ, তেমনি শ্রীভগবান্ হইতেই মায়া। তথাপি জেলাধ্যক্ষ যেমন রাজা নহেন, রাজা যেমন জেলাধ্যক্ষ হইতে পৃথক বস্তু, তদ্রূপ মায়াও ভগবান্ নহে, ভগবান মায়া হইতে পৃথক বস্তু।

মায়ার দুইটী বৃত্তি। জীবমায়া ও গুণমায়া। জীবমায়াংশে মায়া সৃষ্টির গৌণ নিমিত্তকারণ এবং গুণমায়াংশে সৃষ্টির গৌণ-উপাদানকারণ। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই গুণমায়া।

আমা হৈতে—ভগবান্ হইতে। মায়া ভগবানের শক্তি বলিয়া এবং ভগবান্ সর্ব্বকারণ-কারণ বলিয়া ভগবান্ হইতে মায়ার অভিব্যক্তি; অবশ্য ইহাও অনাদিকালেই হইয়াছে। আর ভগবানের শক্তিতেই প্রকৃতি হইতে এই জগৎ-প্রপঞ্চ রচিত হইয়াছে। সুতরাং মায়া এবং মায়ার কার্য্য-স্বরূপ জগৎ উভয়ই শ্রীভগবান হইতেই উৎপন্ন। "জন্মাদ্যস্য যতঃ॥"

আমি ব্যতিরেক—আমি (ভগবান্) ভিন্ন। মায়া এবং জগৎ শ্রীভগবান্ হইতে উৎপন্ন হইলেও শ্রীভগবান্ মায়া এবং জগৎ হইতে স্বতন্ত্র-পৃথক্ বস্তু। মায়া বা প্রকৃতি জড়রূপা, জগৎও জড়-মিশ্রিত এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তিদ্বারা কবলিত। শ্রীভগবান্ কিন্তু জড়বিরোধী স্বপ্রকাশ চিন্ময় বস্তু এবং মায়ার অতীত, মায়ার অধীশ্বর। জগতের উৎপত্তি আছে, বিকার আছে, বিনাশ আছে; ভগবানের উৎপত্তিও নাই, বিকারও নাই, বিনাশও নাই—তিনি নিত্য। এসমস্ত কারণেই শ্রীভগবান্ মায়া ও মায়ার কার্য্য জগৎ হইতে পৃথক্ বস্তু। এই পয়ারার্দ্ধে মায়ার স্বরূপ বলিতেছেন। এই পয়ার 'ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি' অংশের অর্থ।

৯৭। এই পয়ারে মায়া ও ভগবানের সম্বন্ধ, একটী দৃষ্টান্তদ্বারা আরও পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়াছেন।

যৈছে—যেমন, যেরূপ। **সূর্য্যাভাস**—সূর্য্যের আভাস (প্রতিচ্ছবি)। বাহির হইতে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া অন্ধকার গৃহমধ্যে দর্পণাদি কোনও স্বচ্ছ বস্তুতে পতিত হইলে, ঐ দর্পণাদিতে সূর্য্যের যে প্রতিচ্ছবি পড়ে, তাহাই সূর্য্যের আভাস। ইহা শ্লোকের "যথাভাস" অংশের "আভাস" শব্দের অর্থ। **সূর্য্যাভাসস্থানে**—যে স্থানে (দর্পণাদিতে) সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি (আভাস) উৎপন্ন হয়, সেই স্থানে। **ভাসয়ে**—দীপ্তি পায়; দৃষ্ট হয়। **আভাস**—জ্যোতি; কিরণ। **সূর্য্যবিনু**—সূর্য্য না থাকিলে। **তার**—সূর্য্যাভাসের; সূর্য্যের প্রতিচ্ছবির। এই প্রতিচ্ছবি (বা আভাস) সূর্য্যের অস্তিত্বের উপরই নির্ভর করে। সূর্য্য না থাকিলে সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি উৎপন্ন হইতে পারে না। তদ্রূপ ভগবান্ না থাকিলেও মায়া থাকিতে পারে না।

সূর্য্যের প্রতিচ্ছবির দুইটী বিভাব বা অবস্থা আছে। চকিত দৃষ্টিতে প্রতিচ্ছবিটী উজ্জ্বল চাকচিক্যময় দেখায়; এই অবস্থাটীকেই "ঋতেঽর্থং" শ্লোকের শেষ পদে "আভাস" বলা হইয়াছে। এই আভাসের প্রতি অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলে, ক্রমে যেন উজ্জ্বলতা ও চাকচিক্য বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া মনে হয়; আরও চাহিয়া থাকিলে মনে হয় যেন ঐ প্রতিচ্ছবিটীতে নানা বর্ণ খেলা করিতেছে; আরও চাহিয়া থাকিতে থাকিতে প্রতিচ্ছবির কিরণ-চ্ছটায় দৃষ্টি-শক্তি যেন প্রতিহত হইয়া যায়, তখন মনে হয় যেন, ঐ সমস্ত বিবিধ বর্ণ একত্রিত হইয়া (বর্ণশাবল্য প্রাপ্ত হইয়া) অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে; তখন প্রতিচ্ছবিটী আর উজ্জ্বল দেখায় না—অন্ধকারময় দেখায়। প্রতিচ্ছবির এই অবস্থাটীকেই "ঋতেঽর্থং" শ্লোকের শেষ পাদে "তমঃ" বলা হইয়াছে। প্রতিচ্ছবির উজ্জ্বল চাকচিক্যময় "আভাস"কে মায়ার জীব-মায়াখ্য অংশের সঙ্গে এবং বর্ণ-শাবল্যজনিত অন্ধকারময় বিভাবকে গুণমায়াখ্য অংশের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। তুলনা দুইটী অতি সুন্দর। জীব, ভগবানের কিরণ-কণ-স্থানীয় (সূর্য্যাংশু-কিরণ যৈছে;) আভাসও সূর্য্যের কিরণ-জাত। জীব, জড়-বিবর্জ্জিত শুদ্ধ-চিন্ময়স্বরূপ (অণুচৈতন্য); আর আভাসও তমোবিবর্জ্জিত উজ্জ্বল-চাকচিক্যময়। আবার, প্রতিচ্ছবির বর্ণ-শাবল্যজনিত অন্ধকারময়-বিভাব—উজ্জ্বলতাহীন, চাকচিক্যবর্জ্জিত; গুণমায়াও স্বপ্রকাশ-

মায়াতীত হৈলে হয় আমার অনুভব। | এই সম্বন্ধতত্ত্ব কহিল, শুন আর সব॥ ৯৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

চিদংশবর্জ্জিত, শুদ্ধ-জড়; ইহাও সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণের শাবল্যজনিত, এই তিন গুণের একত্রীকরণে সাম্যাবস্থা। প্রতিচ্ছবির প্রতি অপলক-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলে যেমন তাহাতে বহুবিধ বর্ণ খেলা করিতেছে বলিয়া মনে হয়, মায়ার প্রতি অভিনিবেশযুক্ত হইলেও মায়িকবস্তুতে অনেক বিচিত্রতা আছে বলিয়া মনে হয়, সেই বিচিত্রতা বেশ উপভোগযোগ্য বলিয়াও মনে হয়। অভিনিবেশময়ী দৃষ্টির ফলে যে সময়ে প্রতিচ্ছবিতে নানা বর্ণের বিবিধ খেলা পরিলক্ষিত হয়, সেই সময়ে যেমন তাহার আদি উজ্জ্বল চাকৃচিক্যময় শ্বেতবর্ণটী আর দৃষ্ট হয় না, মায়িক বস্তুতে অভিনিবেশের ফলেও জীব ঐ মায়িকবস্তুতে উপভোগযোগ্য নানাবিধ বৈচিত্র্যই অনুভব এবং উপভোগ করিয়া থাকে, দেহাদির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে মত্ত থাকে, দেহাদির অন্তরালে তাহার শুদ্ধ চিন্ময় স্বরূপকে আর উপলব্ধি করিতে পারে না। আবার প্রতিচ্ছবির কিরণচ্ছটায় দর্শকের দৃষ্টিশক্তি প্রতিহত হইলেই যেমন বাস্তবিক-উজ্জ্বল-চাকৃচিক্যময় আভাসকেই তেজোহীন অন্ধকারময় বলিয়া মনে হয়, তখন ঐ অন্ধকারময় বিভাবকেই দর্শক যেমন প্রতিচ্ছবি বলিয়া মনে করে, তদ্রূপ মায়ার আবরিকা শক্তিতে জীবের দিব্যজ্ঞান আচ্ছন্ন হইলেই স্বপ্রকাশ-চিদংশশূন্য শুদ্ধজড় দেহকেই জীব তাহার স্বরূপ বলিয়া মনে করে; 'অন্যা আবরিকা শক্তি র্মহামায়েখিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ। নারদ পঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যা-সংবাদে॥' প্রতিচ্ছবির প্রতি গাঢ়তম অভিনিবেশময়ী দৃষ্টির ফলেই প্রতিচ্ছবির এই অন্ধকারময় বিভাবের অনুভব এবং তজ্জন্য প্রতিচ্ছবির আদি-সমুজ্জ্বল-চাকৃচিক্যময় শুদ্ধ শ্বেতবর্ণের উপলব্ধির অভাব। তদ্রূপ মায়িক বস্তুতে গাঢ়তম অভিনিবেশের ফলেই জীবের স্বরূপের বিস্মৃতি এবং দেহাদিতে আত্মাভিমান এবং সেই অভিমানে মায়িক জগতের অলীক-বৈচিত্রীর আস্বাদন-প্রয়াস।

দর্শক যতক্ষণ প্রতিচ্ছবির উদ্ভবস্থান অন্ধকারগৃহে আবদ্ধ থাকিবে, ততক্ষণই সে—কখনও নানা বিচিত্র বর্ণের খেলা, কখনও বা অন্ধকারময় বিভাব দেখিতে পাইবে, কিন্তু উজ্জ্বল-চাকৃচিক্যময় আভাস দেখিতে পাইবে না (কারণ, তাহা প্রথম সময়ের চকিত-দৃষ্টিতেই লক্ষিত হইতে পারে, দৃষ্টির অভিনিবেশে তাহা অন্তর্হিত হয়), প্রতিচ্ছবির মূল হেতু বাহিরের সূর্য্যও দেখিতে পাইবে না। মায়ামুগ্ধ জীবের দশাও তদ্রূপ। জীব অনাদি কাল হইতেই মায়িক জগতে অভিনিবেশ-যুক্ত; অনাদিকাল হইতেই মায়িক বস্তুর বৈচিত্রী অনুভব করিয়া আসিতেছে, তাহা উপভোগ করিতেছে। যতক্ষণ তাহার এই অবস্থা থাকিবে, যতক্ষণ মায়িক-সংসারে জীব আবদ্ধ থাকিবে, ততক্ষণ তাহার ভাগ্যে ঐ মায়ায় মূল-হেতু ভগবানের অনুভব ঘটিয়া উঠিবে না। প্রতিচ্ছবি-দর্শক ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেই যেমন বাহিরের সূর্য্য দেখিতে পায়, সূর্য্যের কিরণে সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া আছে দেখিতে পায়—জীবও তেমনি যদি মায়ামুক্ত হইতে পারে, মায়ার গৃহ হইতে বাহির হইতে পারে, দেহাদিতে আত্মাভিমান ত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলেই ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে, ভগবানের সাক্ষাৎ-অনুভব লাভ করিতে পারে। তবে যে প্রতিচ্ছবিদর্শক ঘরে আবদ্ধ হইয়া আছে, সে যেমন অপরের সাহায্য ব্যতীত—যিনি বাহিরে আসিয়া সূর্য্য দেখিয়াছেন, এমন একজন লোকের সাহায্য ব্যতীত, বাহিরের সূর্য্যের সংবাদও পাইতে পারেনা, বাহিরেও আসিতে পারেনা, তদ্রূপ, যে জীব মায়িক সংসারে মুগ্ধ হইয়া আছে, সেও—যাঁহার ভগবদনুভূতি জন্মিয়াছে, এমন কোনও মহাপুরুষের কৃপা ব্যতীত ভগবদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারে না, মায়ার বন্ধন হইতেও মুক্ত হইতে পারে না। পরবর্ত্তী পয়ারে একথাই বলিতেছেন।

৯৮। **মায়াতীত হইলে** ইত্যাদি—মায়াকে অতিক্রম করিতে পারিলেই ভগবানের অনুভব হইতে পারে, নচেৎ নহে। জীব নিজের শক্তিতে মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে না। "দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।" যিনি শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হন, ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাকেই মায়া হইতে উদ্ধার করেন—অপর কেহ মায়া অতিক্রম করিতে পারেনা। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতে হইলেও কোনও

তথাহি (ভাঃ ২।৯।৩৩)
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ ॥ ২১

অভিধেয় সাধনভক্তির শুনহ বিচার।
সর্ব্ব-জন-দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যার ॥ ৯৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

মহাপুরুষের কৃপালাভ করিয়া শাস্ত্রবিহিত উপায়ে ভজন করিতে হইবে। ভজন ব্যতীত মায়িক বস্তুতে আসক্তিরূপ অনর্থের নিবৃত্তি হইতে পারে না।

এই সম্বন্ধ-তত্ত্ব কহিল—চতুঃশ্লোকীর প্রথম দুই শ্লোকের অর্থ-স্বরূপ উল্লিখিত পয়ার সমূহে, সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিষয় বিবৃত হইল।

শুন আর সব—অন্যবিষয় (অভিধেয়-তত্ত্ব ও প্রয়োজন-তত্ত্বের বিষয়) এখন শুন। এই বলিয়া নিম্ন তিন পয়ারে, "এতাবদেব" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থরূপে অভিধেয়-তত্ত্বের কথা বলিতেছেন।

শ্লো। ২১। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।২৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

অনুবাদের বিবৃতি ঃ—

পরম পুরুষার্থভূত (অর্থাৎ সত্যবস্তু) আমা ব্যতিরেকে যাহার প্রতীতি হয়, আমার প্রতীতি হইলে যাহার প্রতীতি হয় না, তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে। এই মায়ার স্বরূপ—আভাস ও অন্ধকার তুল্য ; আভাস-স্থানীয়া মায়ার নাম জীবমায়া, এবং অন্ধকার-স্থানীয়া মায়ার নাম গুণমায়া। জ্যোতির্বিম্বের স্বীয় প্রকাশ হইতে ব্যবহিত প্রদেশে কথঞ্চিৎ উচ্ছলিত প্রতিচ্ছবির নাম আভাস। উহা যেমন জ্যোতির্বিম্বের বাহিরেই প্রকাশ পায়, জ্যোতির্বিম্ব ব্যতীত উহার প্রতীতির অভাব হয়, তদ্রূপ জীবমায়া আমার বাহিরেই প্রকাশ পায়, এবং আমা ব্যতীত উহার প্রতীতির অভাব হয়। এইরূপ অন্ধকার যেমন জ্যোতিঃ-প্রকাশের অন্যত্র প্রতীত হয় এবং জ্যোতির্বিশিষ্ট চক্ষু ব্যতিরেকে তাহার স্বতঃ প্রতীতি হয় না, তদ্রূপ গুণমায়া আমা হইতে অন্যত্র প্রতীত হয়, এবং মদাশ্রয় ব্যতীত তাহার স্বতঃ প্রতীতি হয় না। ২১

৯৭-৯৮ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৯৯। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশানন্দকে বলিতেছেন—"এখন অভিধেয়রূপ সাধন-ভক্তি-সম্বন্ধে বিচার শুন।"

অভিধেয় সাধন-ভক্তি—অভিধেয়স্বরূপ-সাধনভক্তি ; চতুঃষষ্টি-অঙ্গ সাধনভক্তিই জীবের অভিধেয়। এই সাধন-ভক্তিই কিরূপে জীবের অভিধেয় হইল, কর্ম্মযোগ-জ্ঞানাদিই বা কেন অভিধেয় হইতে পারে না, সেই সম্বন্ধে বিচার শুনিবার নিমিত্ত বলিলেন—"শুনহ বিচার।" সেই বিচারটী কি ? কর্ম্ম-যোগাদি অভিধেয় না হইয়া ভক্তিই অভিধেয় হওয়ার হেতু-নির্দ্ধারণই বিচার। সেই হেতুটির কথাই পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বলিতেছেন।

সর্ব্বজন ইত্যাদি—ইহাই সাধন-ভক্তির অভিধেয় হওয়ার সুবিচারিত হেতু। জন, দেশ, কাল ও দশা এই চারিটী শব্দের সঙ্গেই "সর্ব্ব" শব্দের অন্বয়। সর্ব্বজনে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বদশাতেই সাধন-ভক্তির ব্যাপ্তি আছে, কর্ম্ম-যোগাদির সর্ব্বদেশ-কালাদিতে ব্যাপ্তি নাই ; এজন্যই সাধন-ভক্তিই জীবের অভিধেয়, কর্ম্মযোগাদি অভিধেয় নহে।

সর্ব্বজন—জন্ ধাতু হইতে জন-শব্দ নিষ্পন্ন ; জন-ধাতুর অর্থ জননে। তাহা হইলে, যাহার জন্ম আছে, তাহাই জন ; জন-শব্দে জীবমাত্রকেই বুঝায়, কেবল মানুষ নয়—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরু, গুল্ম প্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জীবই জনশব্দবাচ্য। এজন্যই বলা হইয়াছে—সর্ব্বজন। পশু হউক, পক্ষী হউক, তৃণ হউক, গুল্ম হউক, মানুষ হউক, মানুষের মধ্যে হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, বৌদ্ধ হউক, খৃষ্টান হউক, হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ হউক কি চণ্ডাল হউক, বালক হউক যুবা হউক, কি বৃদ্ধ হউক, স্ত্রীলোক হউক, পুরুষ হউক কি ক্লীব হউক, যে কেহই

ধর্ম্মাদিবিষয়ে যৈছে এ-চারি বিচার। | সাধনভক্তি এই-চারি-বিচারের পার ॥ ১০০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হউক না কেন, জীব হইলেই তাহার উপর সাধন-ভক্তির ব্যাপ্তি আছে, অর্থাৎ সাধন-ভক্তিতে তাহার স্বরূপগত অধিকার আছে। যেহেতু, জীবমাত্রই কৃষ্ণের নিত্যদাস। সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানে পাত্রের অপেক্ষা নাই।

সর্ব্বদেশে—সকলস্থানে; তীর্থ-স্থান হউক কি অন্য কোনও স্থান হউক, নদীতীর হউক বা পর্ব্বতগুহা হউক, গৃহ হউক বা বন হউক, জল হউক বা স্থল হউক, পবিত্র স্থান হউক বা অপবিত্র স্থান হউক, শ্মশান হউক কি দেবালয় হউক, যে কোনও স্থানই হউক না কেন, সকল স্থানেই সাধন-ভক্তির ব্যাপ্তি আছে; অর্থাৎ সকল স্থানেই সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়। সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানে স্থানের অপেক্ষা নাই।

সর্ব্বকালে—সকল সময়ে; কাল শুদ্ধ থাকুক কি অশুদ্ধ থাকুক, বৎসরের মধ্যে যে কোনও ঋতুতে বা যে কোনও মাসে, মাসের মধ্যে যে কোনও পক্ষে বা যে কোনও তিথিতে, বা যে কোনও দিনে, দিনের মধ্যে যে কোনও সময়ে—দিবাভাগেই হউক কি রাত্রিকালেই হউক, প্রাতঃকালেই হউক কি সন্ধ্যাকালেই হউক কি বা মধ্যাহ্নেই হউক, যে কোনও সময়েই—সাধন-ভক্তির ব্যাপ্তি আছে; অর্থাৎ যে কোনও সময়েই সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়; সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানে সময়ের অপেক্ষা নাই।

সর্ব্বদশাতে—সকল অবস্থায়; বাল্যাবস্থায় হউক, যৌবনাবস্থায় হউক, কি বৃদ্ধাবস্থায় হউক, ধনী হউক কি দরিদ্র হউক, পণ্ডিত হউক কি মূর্খ হউক, রোগী হউক কি সুস্থ হউক, পতিত হউক কি অপতিত হউক, মূক হউক কি বধির হউক, অন্ধ হউক কি খঞ্জ হউক, পাপী হউক কি পুণ্যাত্মা হউক, দাসত্বই করুক বা প্রভুত্বই করুক, শুচি হউক কি অশুচি হউক—জীব যে কোনও অবস্থাতেই থাকুক না কেন, সকল অবস্থাতেই সাধন-ভক্তির ব্যাপ্তি আছে, অর্থাৎ সকল অবস্থায় থাকিয়াই সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে পারে। সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানে অবস্থার অপেক্ষা নাই।

১০০। ধর্ম্মাদি বিষয়ে—ধর্ম্ম অর্থ এস্থলে স্বধর্ম্ম বা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বা কর্ম্মমার্গ। ধর্ম্মাদি অর্থ কর্ম্মমার্গ, যোগমার্গ, জ্ঞানমার্গ ইত্যাদি সাধন-পন্থা। কেহ কেহ বলেন, এস্থলে ধর্ম্মাদি অর্থ—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ; কিন্তু ইহা সঙ্গত মনে হয় না; কারণ, এস্থলে অভিধেয় (বা কর্ত্তব্য) অর্থাৎ সাধনের কথাই বলা হইতেছে; কর্ম্ম-যোগ জ্ঞানাদিই সাধন; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—সাধন নহে, কাহারও কাহারও পক্ষে—সাধ্য মাত্র।

এ চারি বিচার—জন, দেশ, কাল ও দশা, এই চারি-বিষয়ের বিচার। কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদিতে দেশ-কাল-পাত্র-দশাদির অপেক্ষা আছে; সকল জীব কর্ম্মযোগাদির অধিকারী নহে; যাহাদের অধিকার আছে, তাহারাও সকল সময়ে বা সকল স্থানে বা সকল অবস্থায় কর্ম্মযোগাদির অনুষ্ঠান করিতে পারে না—শাস্ত্রের নিষেধ আছে। যেমন, কর্ম্মমার্গ বা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম—ইহা সকল জীব অনুষ্ঠান করিতে পারেনা—কেবল মানুষই পারে; মানুষের মধ্যেও সকলে নয়, যাহারা বর্ণাশ্রমের গণ্ডীর মধ্যে আছে, সেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চারিবর্ণই স্বধর্ম্মাচরণের অধিকারী; তাহাও সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সকল বর্ণের সমান অধিকার নাই; স্ত্রীলোকেরও সকল অধিকার নাই। ইহাতে দেখা যায়, স্বধর্ম্মাচরণে পাত্রের (জনের) অপেক্ষাও আছে। দেশের বা স্থানের অপেক্ষাও আছে—অপবিত্র স্থানে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। সময়ের অপেক্ষা আছে—সকল তিথিতে বর্ণাশ্রমোচিত বৈদিক-সন্ধ্যাদি অনুষ্ঠেয় নহে। দশার অপেক্ষা আছে—জনন-মরণাশৌচে, কি রুগ্নাবস্থায়, কি শরীরে ক্ষতাদি থাকিলে কর্ম্ম-মার্গের অনুষ্ঠান হইতে পারে না।

যোগমার্গে বা জ্ঞানমার্গেও কর্ম্মমার্গের ন্যায় দেশ-কাল-পাত্র-অবস্থার অপেক্ষা আছে। সকল জীব যোগমার্গ বা জ্ঞানমার্গের অধিকারী নহে। কোনও কোনও জীবের জন্য যোগমার্গ বা জ্ঞানমার্গ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে। শাস্ত্র যাঁহাকে অধিকার দিয়াছেন, তিনি আবার সকল স্থানে, সকল অবস্থায় যোগ বা জ্ঞানমার্গের অনুষ্ঠান করিতে পারেন না, শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

সর্ব্বদেশে কালে দশায় জনের কর্ত্তব্য—। | গুরুপাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য শ্রোতব্য ॥ ১০১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সাধন-ভক্তি এই চারি বিচারের পার—কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদিতে দেশকালাদি চারি বিষয়ের অপেক্ষা আছে, কিন্তু ভক্তি-মার্গে দেশ-কালাদির কোনও অপেক্ষাই নাই। যে কোনও জীব, যে কোনও স্থানে, যে কোনও সময়ে যে কোনও অবস্থায় সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে পারে—এ বিষয়ে শাস্ত্রে কোনও নিষেধ নাই, বরং বিধি আছে। তাই সাধন-ভক্তি সার্ব্বজনীন, সার্ব্বভৌমিক, সার্ব্বকালিক এবং সর্ব্বাবস্থিক; এইজন্য সাধন-ভক্তিই জীবমাত্রের অভিধেয়, কর্ম্ম-যোগাদি নহে।

জীবমাত্রেই শ্রীভগবানের দাস। "দাসোভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন।" সুতরাং জীবমাত্রেরই ভগবৎ-সেবার অধিকার আছে; কেবল অধিকার থাকা নহে—ভগবৎসেবা জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য; যেহেতু, ইহা জীবের স্বরূপগত ধর্ম্ম। অগ্নি-নির্ব্বাপকত্ব যেমন জলের স্বরূপগত ধর্ম্ম, ভগবৎ-সেবাও তদ্রূপ জীবের স্বরূপগত ধর্ম্ম—ইহা ব্যতীত জীবের কৃষ্ণ-দাসত্বই সিদ্ধ হয় না—সুতরাং জীবের জীবত্বই সিদ্ধ হয় না। কর্ম্ম-বৈগুণ্যে মায়াবদ্ধ জীবের এই কৃষ্ণ-দাসত্ব প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে; প্রচ্ছন্ন থাকিলেও সকল জীবেরই কৃষ্ণদাসত্ব-বিকাশের সমান অধিকার থাকিবে—কারণ, স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাসরূপে সকলেই সমান। এই স্বরূপ-বিকাশের নিমিত্ত, জীবের কৃষ্ণ-দাসত্বের জ্ঞানস্ফুরণের নিমিত্ত, যাহা করা দরকার, তাহাতে জীবমাত্রের সমান অধিকার থাকিবে।

যে সাধনে জীবমাত্রেরই সমান অধিকার নাই, তাহা জীবের অভিধেয় হইতে পারে না; যে সাধন সার্ব্বজনীন, তাহাই জীবের অভিধেয়। আবার জীব যে কোনও সময়ে, যে কোনও স্থানে, যে কোনও অবস্থায় থাকিতে পারে—থাকিতে পারে কেন, আছেই। বিভিন্ন জীব বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন অবস্থায় আছে। জীবমাত্রেরই যখন ভগবদ্ভজন কর্ত্তব্য, তখন যে সাধন-পন্থায় দেশ-কাল এবং অবস্থার বিচার আছে, তাহা জীবের সার্ব্বজনীন ভজনপন্থা হইতে পারে না, সুতরাং তাহা জীবের সার্ব্বজনীন অভিধেয়ও হইতে পারেনা। আবার—সময়ের যত রকম অবস্থা আছে—নানা মাস আছে, নানা ঋতু আছে, নানা তিথি আছে, শুদ্ধকাল অশুদ্ধকাল আছে, ইত্যাদি যত রকমের সময়ের অবস্থা আছে—তাহাদের প্রত্যেক অবস্থার ভিতর দিয়াই জীবকে যাইতে হয়; এমতাবস্থায় ভগবানের নিত্য দাস জীবের পক্ষে যখন ভগবদ্ভজনের নিত্যত্ব শাস্ত্রে বিহিত আছে, তখন সময়ের সকল অবস্থাতেই তাহার ভজন করা কর্ত্তব্য, তিথি-নক্ষত্রাদির অপেক্ষা রাখিলে তাহার চলিবে না। সুতরাং যে সাধন-পন্থায় সময়ের (তিথি-আদির) অপেক্ষা আছে, তাহাও জীবের সাধারণ সার্ব্বজনীন ভজন-পন্থা হইতে পারে না। সাধন-ভক্তিতে সময়ের অপেক্ষা নাই, সুতরাং সাধন-ভক্তিই জীবের সর্ব্ব-সাময়িক অভিধেয়।

এ সমস্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, কর্ম্মযোগ-জ্ঞান-আদি সাধনমার্গে দেশ-কাল-পাত্র-দশার অপেক্ষা আছে বলিয়া কর্ম্ম-যোগাদি সর্ব্বজীবের সকল সময়ে সকল অবস্থায় অভিধেয় হইতে পারে না। বাস্তবিক যে সাধন সার্ব্বজনীন নহে, সার্ব্বভৌমিক নহে, সকল সময়ে এবং সকল অবস্থায় অনুষ্ঠেয় নহে, তাহা জীবমাত্রের অভিধেয়-মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। ভক্তিমার্গের সাধন যে কোনও জীব, যে কোনও স্থানে, যে কোনও সময়ে এবং যে কোনও অবস্থায় অনুষ্ঠান করিতে পারে। এজন্যই সাধন-ভক্তিই একমাত্র সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক অভিধেয়। সাধন-ভক্তির পক্ষে পাত্রাপাত্র-বিচার নাই, স্থানাস্থানের বিচার নাই, সময়-অসময়ের বিচার নাই, ভাল-মন্দ পবিত্র অপবিত্র অবস্থার বিচার নাই—এই গুণেই সাধন-ভক্তি একমাত্র অভিধেয়। ইহা "এতাবদেব" শ্লোকের "সর্ব্বত্র সর্ব্বদা" অংশের অর্থ।

১০১। সর্ব্বদেশে কালে ইত্যাদি—সকল স্থানে, সকল সময়ে, সকল অবস্থায়, সকল জীবের পক্ষেই সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; যেহেতু, ইহা জীবের স্বরূপগত-ধর্ম্ম-শ্রীকৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তির একমাত্র সাধন।

কর্ত্তব্য—করা উচিত; সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বাবস্থায় সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান না করিলে যে জীবের প্রত্যবায় আছে, "কর্ত্তব্য" শব্দদ্বারা তাহাই সূচিত হইতেছে। বিধি—অর্থেই "কর্ত্তব্য" শব্দের প্রয়োগ হয়।

তথাহি (ভাঃ ২।৯।৩৫)—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥ ২২

আমাতে যে প্রীতি—সেই প্রেম 'প্রয়োজন'।
কার্য্যদ্বারে কহি তার 'স্বরূপলক্ষণ'॥ ১০২

পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতর-বাহিরে।
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে-অন্তরে॥ ১০৩

তথাহি (ভাঃ ২।৯।৩৪)—

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষুচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্॥ ২৩

ভক্ত আমা প্রেমে বান্ধিয়াছে হৃদয়ভিতরে।
যাহাঁ নেত্র পড়ে তাহাঁ দেখয়ে আমারে॥ ১০৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রষ্টব্য—জিজ্ঞাসিতব্য। জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

শ্রোতব্য—শুনিতে হয়; শুনা উচিত।

গুরুপাশে ইত্যাদি—যেই সাধন-ভক্তি সর্ব্বথা জীবের কর্ত্তব্য, তাহার বিষয় শ্রীগুরুদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করা এবং শ্রবণ করা উচিত। ইহা নিম্নোক্ত "এতাবদেব"-শ্লোকের প্রথম পংক্তির অর্থ। এই পর্য্যন্ত অভিধেয়-তত্ত্বের কথা বলিলেন।

শ্লো। ২২। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।২৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৯৯-১০১ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১০২। এক্ষণে প্রয়োজন-তত্ত্বের কথা বলিতেছেন।

আমাতে যে প্রীতি—শ্রীভগবানে প্রীতির নামই প্রেম। যাহার প্রতি প্রীতি থাকে, সকলেই তাহার সুখের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া থাকে; এই সুখের চেষ্টা দ্বারাই প্রীতি বা প্রেম বুঝা যায়। এজন্যই বলা হইয়াছে—"কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।" **প্রেম প্রয়োজন**—প্রেমই প্রয়োজন-তত্ত্ব। প্রয়োজন—দরকার; আবশ্যক। প্রেমই জীবের দরকার, আবশ্যক; এজন্য প্রেমকে প্রয়োজন-তত্ত্ব বলে। ২।২৫।৮৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **কার্য্যদ্বারে** ইত্যাদি—নিম্নপয়ার-সমূহে প্রেমের ক্রিয়ার উল্লেখ করিয়া প্রেমের স্বরূপ-লক্ষণ বলিতেছেন। **তার**—প্রেমের।

১০৩। প্রেমের স্বরূপ বলিতেছেন। **পঞ্চভূত**—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম। **ভূতের**—জীবের। **ভিতরে-বাহিরে**—জীবের দেহ পঞ্চভূতে গঠিত; দেহের মধ্যে যে বায়ু, জল-আদি আছে, তাহাও পঞ্চভূতে গঠিত। জীবের শরীরের বাহিরে চারিদিকে যে সমস্ত বস্তু দেখা যায়, তৎসমস্তও পঞ্চভূতে গঠিত। সুতরাং জীবের ভিতরে বাহিরেই পঞ্চভূত। **ভক্তগণে**—প্রেমিক ভক্তগণ-সম্বন্ধে। **স্ফুরি**—স্ফুরিত হই। **আমি**—ভগবান্। **বাহিরে অন্তরে**—প্রেমিক ভক্তের অন্তরে (চিত্তে) এবং বাহিরে (তাহার দেহের বহির্দ্দেশে)। ক্ষিত্যপ্‌তেজ—আদি পঞ্চভূত যেমন সমস্ত জীবেরই ভিতরে ও বাহিরে বিরাজিত, সেইরূপ শ্রীভগবান্‌ও প্রেমবান্ ভক্তগণের ভিতরে ও বাহিরে স্ফুরিত হয়েন। প্রেমিক ভক্ত বাহিরে যে দিকে চাহেন, সেই দিকেই কৃষ্ণ দেখিতে পায়েন, নয়ন মুদিলেও হৃদয়ে কৃষ্ণকে দেখিতে পায়েন। পর-পয়ারে ইহাই আরও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিতেছেন।

শ্লো। ২৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।২৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১০৩ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১০৪। প্রেমিক-ভক্ত ভিতরে ও বাহিরে কিরূপে কৃষ্ণ দেখেন, তাহাই বলিতেছেন।

ভিতরে দেখার হেতু—ভক্ত প্রেমদ্বারা শ্রীভগবান্‌কে স্বীয়-হৃদয়ে বন্ধন করিয়াছেন। তাই ভক্ত নিজ হৃদয়ে সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পান, অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু স্বতন্ত্র ভগবান্‌কে জীব কিরূপে বন্ধন করিতে সমর্থ হয়? ভগবান্ স্বতন্ত্র হইলেও তিনি ভক্তের অধীন—"অহং ভক্ত-পরাধীনঃ।" রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের নির্ম্মল-প্রেমরস-আস্বাদনের নিমিত্ত ভক্তের প্রেম-ডোরে নিজেই আবদ্ধ হন, ইহা তাঁহার স্বভাব। আর হ্লাদিনী-শক্তির বিলাস-বিশেষরূপে প্রেমও স্বতন্ত্র ভগবান্‌কে প্রীতি-ডোরে বন্ধন করিতে সমর্থ—ইহাও প্রেমের স্বরূপগত ধর্ম্ম। প্রেমের

তথাহি (ভাঃ ১১।২।৫৫)—
বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্‌ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবত-প্রধান উক্তঃ ॥ ২৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

উক্তসমস্তলক্ষণসারমাহ বিসৃজতীতি। হরিরেব স্বয়ং সাক্ষাৎ যস্য হৃদয়ং ন বিসৃজতি মুঞ্চতি। কথম্ভূতঃ? অবশেনাপ্যভিহিতমাত্রোঽপি অঘৌঘং নাশয়তি যঃ সঃ। তৎ কিং ন বিসৃজতি? যতঃ প্রণয়রশনয়া ধৃতং হৃদয়ে নিবদ্ধম্ অঙ্ঘ্রিপদ্মং যস্য স ভাগবতপ্রধান উক্তো ভবতি। স্বামী। ২৪।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ধর্ম্মই এইরূপ যে "আপনি নাচয়ে প্রেম, ভক্তেরে নাচায়। কৃষ্ণেরে নাচায়, তিনে নাচে এক ঠাঁয়॥ ৩।১৮।১৭॥" এই প্রেমের বশীভূত হওয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব বলিয়াই "ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম। ১।১।৩০॥" তাই তিনি বলিয়াছেন—"সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্—আমিই সাধুদিগের হৃদয়। শ্রীভা, ৯।৪।৬৮॥"

প্রেমের বন্ধন স্বীকার করায়, শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্রতার হানি হয় না; কারণ, প্রেম হ্লাদিনী-শক্তিরই বিলাস-বিশেষ; হ্লাদিনী-শক্তিও শ্রীকৃষ্ণের নিজেরই শক্তি; নিজের ইচ্ছায় নিজের শক্তির ক্রিয়ায় নিজে আবদ্ধ হইলে স্বতন্ত্রতার হানি হইতে পারে না।

যাঁহা নেত্র পড়ে ইত্যাদি—বাহিরে কিরূপে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে দেখেন, তাহা বলিতেছেন। ভগবদ্‌গতচিত্ত ভক্ত যে দিকে নয়ন ফিরান, সেই দিকেই কৃষ্ণকেই দেখিতে পান, অন্য কিছু দেখিতে পান না। ভক্ত "স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥ ২।৮।২২৭॥"—স্থাবর-জঙ্গমাদি বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করিলেও ভক্ত স্থাবর-জঙ্গমের রূপ দেখিতে পায়েন না—সর্ব্বত্রই নিজের ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণকেই দেখিতে পায়েন। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? ইহা অসম্ভব নহে। ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তুতে তত্তৎ-ইন্দ্রিয়ের বিনিয়োগই বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধির একমাত্র হেতু নহে—ঐ সঙ্গে মনঃসংযোগের প্রয়োজন। আমার চক্ষু থাকিতে পারে, সম্মুখস্থ গোলাপ-ফুলটীর প্রতি আমি দৃষ্টিও করিতে পারি, কিন্তু তথাপি হয়ত ফুলটী আমি দেখিব না, যদি তৎপ্রতি আমার মনোযোগ না থাকে। কৃষ্ণ-ভক্তের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণেই সর্ব্বতোভাবে নিবিষ্ট, ভক্তের মন কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কিছুই জানে না—মদন্যত্তে ন জানন্তি॥ শ্রীভা, ৯।৪।৬৮॥—তাই স্থাবর-জঙ্গমের প্রতি দৃষ্টি করিলেও দৃষ্টবস্তুর প্রতি মনোযোগ না থাকায় তাঁহারা স্থাবর-জঙ্গমের রূপ দেখিতে পায়েন না। প্রিয়বস্তুর প্রতি মনের সম্যক্ অভিনিবেশ থাকিলে, তাহার অসাক্ষাতেও, সময় সময় আমাদের চক্ষুর সাক্ষাতে যেন তাহার রূপের একটা ছায়া ভাসিয়া বেড়ায় বলিয়া মনে হয়, তাহার কণ্ঠস্বর যেন কানে শুনা যায় বলিয়া মনে হয়; এসব গাঢ় চিন্তারই ফল। আমাদের চিন্তনীয় প্রিয়বস্তু যদি সর্ব্বশক্তিমান্ হইত এবং আমাদিগকেও প্রীতি করার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইত, তাহা হইলে যখনই আমরা তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতাম তখনই স্ব-স্বরূপে আসিয়া আমাদের চক্ষুর সাক্ষাতে উপস্থিত হইত; কিন্তু প্রাকৃত প্রিয়বস্তুতে ইহা অসম্ভব। ভক্তের প্রিয়তম বস্তু শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, ভক্তবৎসল এবং সর্ব্বগ। তিনি যেমন ভক্তের হৃদয়, আবার ভক্তও তাঁহার হৃদয় (সাধবো হৃদয়ং মহ্যং শ্রীভা, ৯।৪।৬৮॥); ভক্ত যেমন তাঁহাকে ব্যতীত আর কিছুই জানেন না, তিনিও ভক্ত ব্যতীত আর কিছু জানেন না (নাহং তেভ্যো মনাগপি)—ভক্তকে সুখী করার জন্য এতই তাঁহার করুণা এবং আগ্রহ। তাই ভক্ত যখন একাগ্রচিত্তে তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতে থাকেন, তখনই তিনি তাঁহার সাক্ষাতে আত্মপ্রকট করিয়া থাকেন—তিনি তো সর্ব্বত্রই আছেন, যেহেতু তিনি সর্ব্বগ; তাই যে দিকেই ভক্ত নয়ন ফিরায়, সেই দিকেই তিনি স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ভক্তকে কৃতার্থ করেন—এজন্যই ভক্ত "স্থাবর-জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥"

ইহাই প্রেমের কার্য্য ও লক্ষণ।

শ্লো। ২৪। অন্বয়। অবশাভিহিতঃ অপি (অবশে অভিহিত হইয়াও, যাঁহার নাম অবশে উচ্চারিত

তথাহি (ভাঃ ১১।২।৪৫)—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ২৫

তথাহি (ভাঃ ১০।৩০।৪)—

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি-
র্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্॥ ২৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কিঞ্চ গায়ন্ত্য ইতি। বনাদ্বনান্তরং গচ্ছন্ত্যো বিচিক্যুরমৃগয়ন্। উন্মত্ততুল্যত্বমাহ। বনস্পতীন্ পপ্রচ্ছুঃ। ভূতেষ্বন্তরং মধ্যে সন্তং পুরুষং বহিশ্চ সন্তমিতি। স্বামী। ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইলেও) অঘৌঘনাশঃ (পাপপুঞ্জ বিনষ্ট হয় যদ্দ্বারা তাদৃশ) সাক্ষাৎ (স্বয়ং) হরিঃ (হরি) প্রণয়রশনয়া (প্রেমরজ্জু দ্বারা) ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্ম (বদ্ধ-পাদপদ্ম হইয়া) যস্ত (যাঁহার) হৃদয়ং (হৃদয়) ন বিসৃজতি (পরিত্যাগ করেন না) সঃ (তিনি) ভাগবত-প্রধানঃ (উত্তম ভাগবত) উক্তঃ (কথিত) ভবতি (হয়েন)।

অনুবাদ। যাঁহার নাম অবশে উচ্চারিত হইলেও তৎক্ষণাৎ পাপপুঞ্জ বিনষ্ট হয়, সেই হরি স্বয়ং প্রেমরজ্জু দ্বারা বদ্ধপাদ হইয়া, যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, তিনি উত্তম ভাগবত বলিয়া অভিহিত হয়েন। ২৪

অবশাভিহিতঃ—অবশে (যত্নব্যতীত) অভিহিত (আহূত বা উচ্চারিত); যত্নপূর্ব্বক উচ্চারণের কথা তো দূরে, যত্নব্যতীত—অবশে—এমন কি হেলায়-শ্রদ্ধায় যাঁহার নাম উচ্চারিত হইলেও যিনি **অঘৌঘনাশঃ**—অঘের (পাপের) ওঘ (সমূহ), তাহার নাশ হয় যাঁহা হইতে, তাদৃশ। অবশে যাঁহার নাম উচ্চারিত হইলেও সমস্ত পাপরাশি বিনষ্ট হয়, এমন যে পরম-পাবন শ্রীহরি, তিনি যাঁহার হৃদয়ে **প্রণয়রশনয়া**—প্রণয় (প্রেম) রূপ যে রশনা (রজ্জু) তদ্দ্বারা, প্রেমরজ্জু দ্বারা **ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ**—ধৃত (বদ্ধ) অঙ্ঘ্রি (চরণ) রূপ পদ্ম যাঁহার, তাদৃশ—বদ্ধ-চরণ-কমল; যে ভক্ত প্রেমরজ্জু দ্বারা তাঁহাকে হৃদয়ে আবদ্ধ করিয়াছেন, প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীহরি সর্ব্বদা যাঁহার হৃদয়ে বাস করেন—সুতরাং যাঁহার হৃদয় তিনি কখনও **ন বিসৃজতি**—ত্যাগ করেন না, তিনিই **ভাগবতপ্রধানঃ**—ভাগবত (ভক্ত) দিগের মধ্যে প্রধান (শ্রেষ্ঠ)। ২।১৭।১০৬ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

ভক্ত যে প্রেমরজ্জুদ্বারা ভগবান্‌কে স্বীয় হৃদয়ে আবদ্ধ করিয়া রাখেন, তাহাই এই শ্লোক হইতে জানা যায়। এইরূপে এই শ্লোক ১০৪ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ।

শ্লো। ২৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।৫২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১০৪-পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ২৬। অন্বয়। সংহতাঃ (সমবেত হইয়া—গোপীগণ) উচ্চৈঃ (উচ্চৈঃস্বরে) গায়ন্ত্যঃ (গান করিতে করিতে) বনাৎ বনং (বন হইতে বনান্তরে গমনপূর্ব্বক) অমুম্ এব (উঁহাকেই—ঐ শ্রীকৃষ্ণকেই) উন্মত্তকবৎ (উন্মত্তের মত হইয়া) বিচিক্যুঃ (অন্বেষণ করিতে লাগিলেন); আকাশবৎ (আকাশের ন্যায়) ভূতেষু (সর্ব্বভূতের) অন্তরং (অন্তরে) বহিঃ (এবং বাহিরে) [ব্যাপ্য সন্তং] (ব্যাপিয়া অবস্থিত) পুরুষং (শ্রীকৃষ্ণকে—শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা) বনস্পতীন্ (বৃক্ষ সকলকে—বৃক্ষ সকলের নিকটে) পপ্রচ্ছুঃ (জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন)।

অনুবাদ। শারদীয়-মহারাস-উপলক্ষ্যে গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলী ত্যাগ করিয়া গেলে তাঁহার বিরহ-বিহ্বলা গোপীগণ সমবেত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে (শ্রীকৃষ্ণের গুণ) গান করিতে করিতে বন হইতে বনান্তরে গমনপূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকেই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং আকাশের ন্যায় চরাচর সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান সেই পূর্ণ-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা বৃক্ষ সকলের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ২৬

অতএব ভাগবতে এই তিন কয়—।
সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজনময় ॥ ১০৫

তথাহি (ভাঃ ১।২।১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্‌
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ২৭

তথাহি (ভাঃ ৩।৫।২৩)—

ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ ॥ ২৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তত্র সৃষ্টিলীলাং বর্ণয়িতুং ততঃ পূর্ব্বাবস্থামাহ। ইদং বিশ্বম্‌ অগ্রে সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং পরমাত্মা ভগবান্‌ এক এবাস আসীৎ। আত্মনাং জীবানাম্‌ আত্মা স্বরূপম্‌। বিভুঃ স্বামী চ। নান্যদ্‌ দ্রষ্টৃদৃশ্যাত্মকম্‌ কিঞ্চিদাসীৎ। কারণাত্মনা সত্ত্বেঽপি পৃথক্‌ প্রতীত্যভাবাদিত্যাহ অনানামত্যুপলক্ষণঃ। নানা দ্রষ্টৃদৃশ্যাদিমতিভির্নোপলক্ষ্যতে ইতি তথা। যদ্বা অকারপ্রশ্লেষং বিনৈবায়মর্থঃ। যঃ সৃষ্টৌ নানামতিভিরুপলক্ষ্যতে স তদা এক এবাসীদিতি। কুতঃ? আত্মেচ্ছা যা মায়া তস্যা অনুগতৌ লয়ে সতি। যদ্বা আত্মন একাকিত্বেনাবস্থানেচ্ছায়ামনুবৃত্তায়াম্‌ ইত্যর্থঃ। স্বামী। ২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক। ১০৩ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

১০৫। অতএব—শ্রীমদ্‌ভাগবতের ভিত্তিস্বরূপ (বীজ-স্বরূপ) চতুঃশ্লোকীতে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের বিষয় বর্ণিত আছে বলিয়া। **ভাগবতে এই তিন কয়**—চতুঃশ্লোকীর বিবৃতি-স্বরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবতেও ঐ তিনটী বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। **সম্বন্ধ, অভিধেয়** ইত্যাদি—তাই শ্রীমদ্‌ভাগবত সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনময়।" ভাগবতের কোনও স্থানে সম্বন্ধ-তত্ত্ব, কোনও স্থানে প্রয়োজন-তত্ত্ব, কোনও স্থানে অভিধেয়-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। নিম্নে ভাগবত হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ইহা প্রমাণ করিতেছেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন, কেবল চতুঃশ্লোকীতেই যে সম্বন্ধাদি তিনটী বিষয়ের আলোচনা আছে, তাহা নহে; শ্রীমদ্‌ভাগবতের সর্ব্বত্রই ঐ আলোচনা। তবে শ্রীমদ্‌ভাগবতে যে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনাও দেখা যায়, তাহা কেবল ঐ তিনটী বিষয়কে সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যে—আনুষঙ্গিক বিষয়ের এবং দৃষ্টান্তাদির উল্লেখ এবং বর্ণনাও করা হইয়াছে।

শ্লো। ২৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।২।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

চতুঃশ্লোকী ব্যতীত শ্রীমদ্‌ভাগবতের অন্যত্রও যে সম্বন্ধতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহাই দেখান হইল। এই শ্লোকে সম্বন্ধ-তত্ত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

শ্লো। ২৮। অন্বয়। অগ্রে (পূর্ব্বে—সৃষ্টির পূর্ব্বে) আত্মেচ্ছানুগতৌ (ভগবানের সৃষ্ট্যাদির ইচ্ছা তাঁহাতে লীন হইলে) ইদং (এই) [বিশ্বং] (বিশ্ব—পুরুষাদি পার্থিব পর্য্যন্ত) ভগবান্‌ (ভগবান্‌—ভগবানের সহিত) একঃ এব (একই—একীভূত হইয়া) আস (ছিল); [সঃ] (সেই ভগবান্‌) আত্মনাং [(শুদ্ধজীবসমূহের) আত্মা (আত্মা-স্বরূপ) বিভুঃ (এবং প্রভু), নানামত্যুপলক্ষণঃ (বৈকুণ্ঠাদি নানা বৈভবে উপলক্ষিত) আত্মা (এবং ব্যাপক স্বয়ংসিদ্ধস্বরূপ)।

অনুবাদ। সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্ট্যাদির ইচ্ছা তাঁহাতে লীন হইলে সেই সময়ে পুরুষাদি-পার্থিব পর্য্যন্ত এই বিশ্ব ভগবানের সহিত একীভূত ছিল; যেহেতু, তিনি শুদ্ধজীবেরও পর-স্বরূপ, ব্যাপক স্বয়ংসিদ্ধস্বরূপ। তখন বৈকুণ্ঠাদি নানাবৈভবে উপলক্ষিত একমাত্র সেই ভগবান্‌ই বর্ত্তমান ছিলেন। ২৮

"ইয়ং নৌকা পঞ্চবৃক্ষাঃ আসীৎ—এই নৌকা পাঁচটী বৃক্ষ ছিল; অর্থাৎ এখন এই যে নৌকাখানা দেখা যাইতেছে, তাহা বা তাহার কাষ্ঠাদি পূর্ব্বে (নৌকা প্রস্তুতের পূর্ব্বে) পাঁচটী বৃক্ষের অঙ্গীভূত ছিল—পাঁচটী বৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারাই এই

তথাহি (ভাঃ ১।৩।২৮)
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ২৯

এই ত 'সম্বন্ধ', শুন 'অভিধেয়' ভক্তি।
ভাগবতে প্রতিশ্লোকে ব্যাপে যার স্থিতি ॥ ১০৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

নৌকাখানি প্রস্তুত হইয়াছে; পূর্ব্বে এই নৌকার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না—বৃক্ষেরই সঙ্গে কাষ্ঠরূপে একীভূত হইয়াছিল।"

ঠিক উল্লিখিত নিয়মে আলোচ্য শ্লোকের "ইদং (বিশ্বং) অগ্রে ভগবান্ একঃ এব আস (আসীৎ)"—এই বাক্যের অর্থ হইবে এইরূপঃ—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া ছিল; এই চরাচর বিশ্বে এখন যাহা কিছু দেখা যায়, বা অতীতে যাহা কিছু ছিল, কিম্বা ভবিষ্যতেও যাহা কিছু হইবে, সৃষ্টির পূর্ব্বে তৎসমস্তের কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিলনা, তৎসমস্তই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে—কারণরূপে—সর্ব্বকারণ-কারণ ভগবানের সঙ্গে একীভূত হইয়া ছিল; সৃষ্টির পূর্ব্বে একাকী ভগবান্ই ছিলেন, এই মায়িক-প্রপঞ্চ ছিলনা। তখন কেন সমস্ত মায়িক প্রপঞ্চ ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া ছিল? তাহাই বলিতেছেন **আত্মেচ্ছানুগতৌ**—আত্মেচ্ছা (ভগবানের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা) তাঁহারই অনু (মধ্যে) গতা বা তাঁহাতেই লীন হইলে; সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ভগবানের ইচ্ছা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই সৃষ্টি-ক্রিয়া চলিত থাকে; কিন্তু সেই ইচ্ছা অন্তর্হিত হইলেই সৃষ্টিক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। সৃষ্টির পূর্ব্বে ভগবানের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা তাঁহার নিজের মধ্যে লীন হইয়াছিল—সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা তাঁহার অন্তর্নিহিত হইয়াছিল; তাই সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চ কারণরূপে পরিণত হইয়া ভগবানেই লীন হইয়াছিল। তাঁহাতেই লীন হওয়ার হেতু কি? হেতু এই যে, শ্রীভগবান্ **আত্মনাং** (জীবানাং) আত্মা; সমস্ত জীবের আত্মা তিনি, মূল কারণ, তিনি এবং সমস্ত জীবের **বিভুঃ**—প্রভুও তিনি, ব্যাপক এবং প্রভু তিনি; তাই জীবসমূহ সৃষ্টিধ্বংসে সূক্ষ্মতমস্বরূপে পরিণত হইলে, তখন মূল কারণ, মূল আশ্রয় এবং মূলব্যাপক শ্রীভগবানেই আশ্রয় গ্রহণ করিল, তাঁহা ব্যতীত অন্য আশ্রয়ও ছিল না; কারণ, তখন তিনি **একঃ এব আসীৎ**—একাকীই ছিলেন, অপর কেহ ছিলনা। প্রশ্ন হইতে পারে—তখন ভগবান্ কি কেবল একাকীই ছিলেন? অন্য কিছুই কি ছিলনা? ছিল, তখন শ্রীভগবান্ ছিলেন—**নানামত্যুপলক্ষণঃ**—নানা (বিবিধ—বহু) মতি দ্বারা (বৈকুণ্ঠাদি নানামতি দ্বারা) উপলক্ষিত; জটাদি দ্বারা উপলক্ষিত সন্ন্যাসী বলিলে যেমন বুঝা যায়, সন্ন্যাসীর জটাদি আছে; তদ্রূপ বৈকুণ্ঠাদি নানা বৈভবের দ্বারা উপলক্ষিত ভগবান্ বলিলে বুঝা যায়—ভগবানের বৈকুণ্ঠাদি নানাবৈভব ছিল—বৈকুণ্ঠাদি চিন্ময় ভগবদ্ধাম ছিল, সেই সকল ধামে তাঁহার লীলা ছিল, লীলাপরিকর ছিল; চিন্ময় ধামের সমস্তই ছিল, ছিলনা কেবল প্রাকৃত জগৎ-প্রপঞ্চ। চিন্ময় ধাম অসৃজ্য—চিন্ময়ধাম নিত্য, শাশ্বত; তাহার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই। তাই প্রাকৃত-প্রপঞ্চের সৃষ্টির পূর্ব্বেও চিন্ময় ধাম এবং তত্রত্য পরিকরাদি ছিল; তৎসমস্তই ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যেরই পরিণতি; ভগ-শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্য; ভগবান্-শব্দের অর্থ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বরূপ; সৃষ্টির পূর্ব্বে ভগবান্ ছিলেন—একথা বলিলেই বুঝা যায়, তিনি তাঁহার ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যের সহিত—সুতরাং তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সর্ব্ববিধ বিলাসের সহিতও—বর্ত্তমান ছিলেন; ধাম, পরিকর এবং লীলোপকরণাদি তাঁহার ঐশ্বর্য্যেরই—শক্তিরই—বিলাস বলিয়া—তাঁহারই ঐশ্বর্য্য বলিয়া এই সমস্তও যে তখন (সৃষ্টির পূর্ব্বে) বর্ত্তমান ছিল, "ভগবান্ একঃ এব আসীৎ"—এই বাক্যের অন্তর্গত "ভগবান্"-শব্দ হইতেই তাহা বুঝা যায়; ঐশ্বর্য্যাদি না থাকিলে তাঁহাকে ভগবান্ বলার সার্থকতাই থাকিত না।

ভগবান্ই জগতের একমাত্র মূলকারণ বলিয়া ভগবান্ই যে সম্বন্ধতত্ত্ব, তাহাই এই শ্লোক হইতে জানা যায়। এইরূপে ইহা ১০৫-পয়ারের প্রমাণ।

শ্লো। ২৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।২।১৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

ইহাও ১০৫-পয়ারের প্রমাণ।

১০৬। এইত সম্বন্ধ—শ্রীমদ্ভাগবত হইতে তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সম্বন্ধ-তত্ত্বের আলোচনা দেখাইলেন।

তথাহি (ভাঃ ১১।১৪।২১)—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥ ৩০

তথাহি (ভাঃ ১১।১৪।২০)—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ ৩১

তথাহি (ভাঃ ১১।২।৩৭)

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥ ৩২

এবে শুন প্রেম, যেই মূল প্রয়োজন।
পুলকাশ্রু নৃত্য গীত যাহার লক্ষণ॥ ১০৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বই যে সম্বন্ধ-তত্ত্ব—"বদন্তি" ইত্যাদি শ্লোকে তাহা বলিলেন। ঐ শ্লোকে কয়েকটী পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া তাহাও খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষ এই :—কেহ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে, কেহ অন্তর্য্যামী পরমাত্মাকে এবং কেহ স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব বা সম্বন্ধতত্ত্ব বলেন। ইহার মধ্যে কোন্ মত ঠিক ?—উত্তর—উপাসনাভেদে এক অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বই ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবান্-রূপে প্রতিভাত হয়েন। কিন্তু ভগবান্-ব্রজেন্দ্রনন্দনই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের স্বরূপ (এতে চাংশ শ্লোক কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করিলেন)। তিনিই সম্বন্ধতত্ত্ব ; কারণ, তিনিই পরমাত্মাদির আত্মা ; সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনিই ছিলেন (ভগবানেক ইত্যাদি শ্লোকে ইহা প্রতিপাদিত করিলেন)।

শুন অভিধেয় ভক্তি—সাধন-ভক্তিই যে অভিধেয়-তত্ত্ব, তাহা শুন। **ভাগবতে প্রতিশ্লোকে** ইত্যাদি—শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিশ্লোকেই এই সাধনভক্তির ব্যাপ্তি আছে ; অর্থাৎ প্রতিশ্লোক পাঠ করিলেই, অথবা প্রতিশ্লোক শ্রবণ করিলেই সাধনভক্তির একটী অঙ্গ অনুষ্ঠিত হয় (ভাগবতসেবা চৌষট্টি অঙ্গ সাধন-ভক্তির অন্যতম বলিয়া)।

এক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন, শ্রীমদ্ভাগবতের মতে সাধনভক্তিই অভিধেয়।

নিম্নের "ভক্ত্যাহং"-শ্লোকে দেখাইলেন, ভক্তিদ্বারাই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়, কর্ম্ম-যোগাদি দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না ("ন সাধয়তি"-শ্লোকে ইহা দেখাইলেন) ; "ভক্ত্যাহং"-শ্লোকে আরও দেখাইলেন যে, ভক্তির অনুষ্ঠানে দেশ-কাল-পাত্রাদির বিচার নাই, নীচ শ্বপচও ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে পারে ; সুতরাং ভক্তিমার্গই সার্ব্বজনীন, সুতরাং জীবের একমাত্র অভিধেয়। "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ" শ্লোকে দেখাইলেন, মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করাতেই জীবের এই দুর্দ্দশা, এই দুর্দ্দশা হইতে উদ্ধার পাওয়ার নিমিত্ত গুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবদ্ভজন করা কর্ত্তব্য—সাধন-ভক্তি সকলেরই কর্ত্তব্য।

শ্লো। ৩০। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২০।১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

সাধন-ভক্তিই যে অভিধেয়, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল।

শ্লো। ৩১। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১৭।৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

ভক্তিব্যতীত অন্য কিছু যে জীবমাত্রের অভিধেয় হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৩২। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২০।১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকেও সাধনভক্তির অভিধেয়ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

১০৭। এক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রয়োজনতত্ত্ব প্রেমের বিষয় দেখাইতেছেন।

পুলকাশ্রু ইত্যাদি—পুলক (রোমাঞ্চ), অশ্রু, নৃত্য, গীত প্রভৃতি প্রেমের লক্ষণ, অর্থাৎ যাঁহার চিত্তে প্রেমের উদয় হইয়াছে, তাঁহার দেহে পুলক-অশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিক-বিকারের উদয় হয় এবং প্রেমভরে বিবশ হইয়া তিনি নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকেন ; নিম্নের দুইটী শ্লোকে তাহা ব্যক্ত করিতেছেন।

তথাহি (ভাঃ ১১।৩।৩১)—

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥ ৩৩

তথাহি (ভাঃ ১১।২।৪০)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ৩৪॥

অতএব ভাগবত সূত্রের অর্থরূপ।
নিজকৃত-সূত্রের নিজভাষ্য-স্বরূপ॥ ১০৮

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১০।২৮৩)—

গারুড়বচনম্,—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥ ৩৫
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥ ৩৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

এবং বর্ত্তমানানাং পরমানন্দপ্রাপ্তিমাহ স্মরন্ত ইতি দ্বয়েন। ভক্ত্যা সাধনভক্ত্যা সঞ্জাতয়া প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যা। স্বামী॥ ৩৩।

অয়ং শ্রীভাগবতগ্রন্থঃ ভারতার্থস্য বিনির্ণয়ো যত্র। ভাষ্যরূপঃ অর্থস্বরূপঃ। ইতি চক্রবর্ত্তী। ৩৫।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৩৩। অন্বয়। অঘৌঘহরং (পাপরাশিবিনাশক) হরিং (শ্রীহরিকে) স্মরন্তঃ (স্মরণ করিয়া) মিথ (পরস্পরকে) স্মারয়ন্তঃ চ (এবং স্মরণ করাইয়া) ভক্ত্যা (সাধনভক্তিদ্বারা) সঞ্জাতয়া (সঞ্জাত) ভক্ত্যা (ভক্তিদ্বারা—প্রেমভক্তির প্রভাবে) উৎপুলকাং (রোমাঞ্চিত) তনুং (কলেবরকে—দেহকে) বিভ্রতি (ধারণ করেন)।

অনুবাদ। এইরূপ সাধন-ভক্তিপ্রভাবে আবির্ভূত প্রেম-ভক্তিদ্বারা পাপ-বিনাশক হরিকে নিজে স্মরণ করিয়া এবং অন্যকে স্মরণ করাইয়া রোমাঞ্চিত কলেবর ধারণ করেন।

শ্লো। ৩৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৭।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

প্রেমের প্রভাবে প্রেমিক ভক্তের মধ্যে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা উক্ত দুই শ্লোকে বলা হইল। এইরূপ আরও অনেক শ্লোক ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়।

১০৮। অতএব—বেদান্ত-সূত্রের যাহা প্রতিপাদ্য বিষয়, শ্রীমদ্ভাগবতেরও তাহাই প্রতিপাদ্য বিষয় হওয়াতে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা পরিস্ফুটরূপে বিবৃত হওয়াতে—শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্ত-সূত্রের-স্বরূপ।

নিজকৃত ইত্যাদি—শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাসদেবের লিখিত, বেদান্তসূত্রও ব্যাসদেবের লিখিত; সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থখানি, ব্যাসদেবের নিজকৃত-বেদান্তসূত্রের নিজকৃত ভাষ্যতুল্য।

শ্রীমদ্ভাগবত যে বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য-স্বরূপ, ইহা ভাগবতীয় শ্লোকের অর্থ বিচার করিয়া পূর্ব্বে দেখাইয়াছেন। এক্ষণে শাস্ত্রের প্রমাণ (নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক) উদ্ধৃত করিয়াও তাহা দেখাইতেছেন। নিম্নের শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্ত-সূত্রের অর্থ-স্বরূপ এবং গায়ত্রীর ভাষ্য-স্বরূপ।

শ্লো। ৩৫-৩৬। অন্বয়। অয়ং (এই) শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ (শ্রীমদ্ভাগবত-নামক) গ্রন্থঃ (গ্রন্থ) ব্রহ্মসূত্রাণাং (বেদান্তসূত্রসমূহের) অর্থঃ (অর্থ), ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ (মহাভারতের অর্থ-নির্ণায়ক), গায়ত্রীভাষ্যরূপঃ (গায়ত্রীর ভাষ্যসদৃশ), বেদার্থপরিবৃংহিতঃ (সমগ্রবেদার্থদ্বারা ইহার কলেবর বর্দ্ধিত), পুরাণানাং (পুরাণসমূহের মধ্যে) অসৌ (ইহা) সামরূপঃ (সামবেদসদৃশ) সাক্ষাৎ ভগবতোদিতঃ (সাক্ষাত্ত্ব ভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত—চতুঃশ্লোকীরূপে);

তথাহি (ভাঃ ১।৩।৪২)—

সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্ ॥ ৩৭

তথাহি (ভাঃ ১২।১৩।১৫)—

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।

তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ ॥ ৩৮

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভন।

'সত্যংপরং'—সম্বন্ধ, 'ধীমহি'—সাধনপ্রয়োজন ॥ ১০৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তদ্রস এবামৃতং তেন তৃপ্তস্য নির্বৃতস্য। স্বামী। ৩৮।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অয়ং (ইহা) দ্বাদশ-স্কন্ধযুক্তঃ (দ্বাদশ-স্কন্ধযুক্ত) শতবিচ্ছেদসংযুক্তঃ (শত—তিন শত পঁয়ত্রিশটী—অধ্যায়-সংযুক্ত) অষ্টাদশ-সাহস্রঃ (এবং অষ্টাদশ-সহস্র শ্লোকযুক্ত)।

অনুবাদ। যাহা ব্রহ্ম-সূত্রের অভিধেয় (অর্থসদৃশ), যাহাতে মহাভারতের অর্থ সমস্ত নির্ণীত হইয়াছে, সমগ্র বেদার্থদ্বারা যাহার কলেবর বর্দ্ধিত, যাহাতে দ্বাদশটী স্কন্ধ সংযুক্ত, যাহাতে তিন শত পঁয়ত্রিশটী অধ্যায় বিরাজিত এবং যাহাতে অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক আছে, সেই শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত। ৩৫—৩৬

শ্রীমদ্ভাগবত যে বেদান্ত-সূত্রের অর্থ বা ভাষ্যসদৃশ, এই ১০৮-পয়ারোক্তির প্রমাণ উক্ত শ্লোক।

শ্লো। ৩৭। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। বেদব্যাস সমগ্র বেদ ও ইতিহাস হইতে সার ভাগ উদ্ধার করিয়া এই শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করেন। ৩৭

শ্লো। ৩৮। অন্বয়। শ্রীভাগবতং হি (শ্রীমদ্ভাগবত) সর্ব্ববেদান্তসারং (সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রের সারভূত রূপে) ইষ্যতে (অভীষ্ট হয়); তদ্রসামৃততৃপ্তস্য (শ্রীমদ্ভাগবত-রসামৃতে পরিতৃপ্তজনের) ক্বচিৎ (কখনও) অন্যত্র (অন্যশাস্ত্রাদিতে) রতিঃ (রতি) **ন** স্যাৎ (হয় না)।

অনুবাদ। শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রের সারভূত; শ্রীমদ্ভাগবত-রসামৃতে পরিতৃপ্ত-জনের অন্য শাস্ত্রাদিতে রতির সম্ভাবনা নাই। ৩৮

অনেক গ্রন্থে উক্ত ৩৭-৩৮ শ্লোকদ্বয় নাই; কিন্তু থাকা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়; যেহেতু, পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৮-পয়ারে যে বেদান্ত-সূত্রের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে সমস্ত বেদ-ইতিহাসের সারভাগ সঙ্কলিত হইয়াছে; শ্রীমদ্ভাগবতেও যে সর্ব্ব-বেদেতিহাসের সারভাগ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাই এই শ্লোকদ্বয়ে দেখান হইয়াছে। এইরূপে এই শ্লোকদ্বয়ও পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৮-পয়ারের প্রমাণ।

১০৯। অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণামিত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ। এক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক হইতে তাহা প্রমাণ করিতেছেন।

গায়ত্রীর অর্থে—গায়ত্রীর যাহা অর্থ, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকেরও তাহাই অর্থ। তাই বলা হইল, গায়ত্রীর অর্থেই শ্রীমদ্ভাগবতের আরম্ভ।

গায়ত্রীর অর্থ মোটামোটি না জানিলে এই উক্তির মর্ম্ম বুঝা যাইবে না।

গায়ত্রীটী এই—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

যিনি, ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোকাদি সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চের প্রসবিতা (সৃষ্টি-কর্ত্তা), যিনি আমাদের বুদ্ধির প্রবর্ত্তক (ধিয়ঃ যো নঃ প্রচোদয়াৎ) সেই লীলাময় পুরুষের (দেবস্য) তেজকে (শক্তি, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যাদিকে) ধ্যান করি (ধীমহি)—ইহাই হইল গায়ত্রীর স্থূল মর্ম্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের মর্ম্মও তাহাই:—যাহা হইতে জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টি-আদি (জন্মাদ্যস্য যতঃ), যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন (অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মার বুদ্ধির প্রবর্ত্তক) স্বীয় তেজোদ্বারা যিনি কুহককে

তথাহি (ভাঃ ১।১।১,২)—
জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

নিরস্ত করেন, সেই সত্যস্বরূপ পরমপুরুষের (অর্থাৎ তাঁহার তেজের—ঐশ্বর্য্যের—মাধুর্য্যের) ধ্যান করি (সত্যং পরং ধীমহি)—ইহাই হইল প্রথম শ্লোকের স্থূল মর্ম্ম।

সুতরাং গায়ত্রীর অর্থেই শ্রীমদ্‌ভাগবতের আরম্ভ।

গায়ত্রী সম্বন্ধ-তত্ত্বের কথা বলেন—যিনি জগতের প্রসবিতা; শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম শ্লোকও তাহাই বলেন—জন্মাদ্যস্য যতঃ। অর্থে সাধারণতঃ মূলের বিশেষ বিবৃতি থাকে; প্রথম শ্লোকেও গায়ত্রী-কথিত সম্বন্ধ-তত্ত্বের একটু বিশেষ বিবরণ আছে; তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণের উল্লেখ আছে; স্বরূপ-লক্ষণে তিনি সত্যস্বরূপ (সত্যং); তটস্থ-লক্ষণে তিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা (জন্মাদ্যস্য যতঃ), সর্ব্বজ্ঞ (অভিজ্ঞঃ), স্বতন্ত্র (স্বরাট্), বুদ্ধির প্রবর্ত্তক, ইত্যাদি। সুতরাং শ্রীমদ্‌ভাগবতের আরম্ভই গায়ত্রীর অর্থে। প্রথম শ্লোকে যে কয়টী বিষয়ের উল্লেখ আছে, গ্রন্থমধ্যে তাহাদেরই বিশেষ বিবৃতি আছে। আর গায়ত্রীতে যে সম্বন্ধ-তত্ত্বকে লীলাময়-পুরুষ (দেব) বলা হইয়াছে, শ্রীমদ্‌ভাগবতে তাঁহার লীলাদির বিশেষ বিবরণ দিয়া বিবৃত করা হইয়াছে যে, বাস্তবিকই তিনি লীলাপুরুষোত্তম; দ্বারকা-মথুরায় তাঁহার ঐশ্বর্য্য-লীলা, বৃন্দাবনে মাধুর্য্যলীলা; রাসাদি লীলাতে—তিনি যে "রসো বৈঃ সঃ"-তাহাও দেখান হইয়াছে। "ধীমহি" শব্দদ্বারা গায়ত্রী ও শ্রীমদ্‌ভাগবতে একই অভিধেয়-তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে; শ্রীমদ্‌ভাগবতের মধ্যে ইহার বিশেষ বিবৃতিও দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং সমগ্র শ্রীমদ্‌ভাগবতকে গায়ত্রীর ভাষ্য স্বরূপই বলা যায়। ভূমিকায় "প্রণবের অর্থ বিকাশ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সত্যং পরং—সম্বন্ধ—শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম শ্লোকে যে "সত্যং পরং"—সত্‌স্বরূপ পরম-পুরুষের কথা আছে (যাহাকে গায়ত্রীতে "সবিতা" বলা হইয়াছে), তিনিই সম্বন্ধ-তত্ত্ব।

ধীমহি—ধ্যান করি। সাধন ও প্রয়োজন—শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম শ্লোকে (এবং গায়ত্রীতে) যে "ধীমহি"—"ধ্যান করি"—এইরূপ উক্তি আছে, তাহাতেই অভিধেয় (সাধন)-তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে এবং এইরূপ ধ্যানের প্রভাবে প্রেমলাভ হইতে পারে বলিয়া ঐ "ধীমহি"-শব্দে প্রয়োজন-তত্ত্বের কথাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

শ্লো। ৩৯। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।৫১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

গায়ত্রীর অর্থেই যে শ্রীমদ্‌ভাগবতের আরম্ভ, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত এস্থলে শ্রীমদ্‌ভাগবতের এই প্রথম শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদেও এই শ্লোকটী (২।৮।৫১ শ্লোক) উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকার আনুগত্যে সেস্থলে এই শ্লোকের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়—পরম সত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতেই বিশ্বের জন্মাদি সম্ভব, তিনিই বুদ্ধির প্রবর্ত্তক, তাঁহার ধ্যানের কথাই বলা হইয়াছে এবং তাঁহার ধ্যানরূপ সাধনের ফলেই প্রয়োজন-তত্ত্ব-প্রেমলাভ হইতে পারে। সুতরাং গায়ত্রীতে যে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের কথা বলা হইয়াছে, এই শ্লোকের উল্লিখিত ব্যাখ্যাতেও সম্বন্ধাদি তিনটী তত্ত্বের কথা জানা যায়; কিন্তু গায়ত্রীর "দেব"-শব্দে সেই পরম-সত্য-বস্তুর যে লীলার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, উল্লিখিত ব্যাখ্যায় সেই লীলা পরিস্ফুট হয় নাই; পরতত্ত্ব-বস্তুর ঐশ্বর্য্যের কথাই বরং কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু মাধুর্য্যাত্মিকা লীলা প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই শ্লোকের লীলাপর অর্থও ব্যক্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ লীলাপর অর্থ ব্যক্ত না হইলে এই শ্লোকে যে গায়ত্রীর অর্থ নিহিত আছে, তাহা সম্যক্ বুঝা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাইবে না। মুখ্যতঃ শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর টীকার আনুগত্যে এস্থলে শ্লোকের লীলাপর অর্থ প্রকাশের চেষ্টা করা যাইতেছে। লীলাপর অর্থের প্রারম্ভেই শ্রীজীবগোস্বামিপাদ এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—লীলামাহ—শ্লোকে লীলার কথাও বলা হইয়াছে।

শ্রীজীব যেভাবে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, লীলাপর অর্থ-প্রকাশ করিতে যাইয়া তিনি শ্লোকটীর এইরূপ অন্বয় করিয়াছেন ঃ—

অন্বয়ঃ। (যস্য) আদ্যস্য যতঃ জন্ম, (ততঃ যঃ) ইতরতঃ চ অন্বয়াৎ (অনু-অয়াৎ); (যঃ) অর্থেষু অভিজ্ঞঃ, (যঃ) স্বরাট্, যঃ আদিকবয়ে হৃদা ব্রহ্ম তেনে, যৎ সূরয়ঃ মুহ্যন্তি, যৎ তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ (ভবতি), যত্র ত্রিসর্গঃ অমৃষা (ভবতি), (তম্) স্বেন ধাম্না নিরস্তকুহকং পরং সত্যং ধীমহি।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-সূচক-অর্থ। যস্য **আদ্যস্য**—যেই আদির। যিনি নিজে অনাদি, নিত্য, অথচ সকলের আদি, তাঁহার। কে তিনি? বসুদেবের এবং ব্রজেন্দ্রের তনয়ত্বের অভিমানবশতঃ যিনি মথুরা-দ্বারকায় এবং গোকুলে নিত্য বিরাজমান, সেই গোবিন্দ। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্ব-কারণকারণম্॥ ইতি ব্রহ্মসংহিতা॥" তিনি কোনও এক উদ্দেশ্যে (প্রেমরসনির্য্যাস ভক্তের করিতে আস্বাদন। রাগমার্গের ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥ এবং আনুষঙ্গিক ভাবে পৃথিবীর ভারভূত কংসাদি-অসুরগণের বিনাশের উদ্দেশ্যে) জগতে আবির্ভূত হওয়ার নিমিত্ত **যতঃ**—যেই মথুরা হইতে, মথুরায় বসুদেব-গৃহ হইতে **জন্ম**—যে আদিপুরুষ গোবিন্দের জন্ম, বসুদেব-গৃহে যে আদিপুরুষ গোবিন্দ জন্মলীলা প্রকটিত করিয়াছেন এবং **ততঃ (তস্মাৎ) যঃ**—সেই বসুদেব-গৃহ হইতে যিনি **ইতরতশ্চ**—ইতরত্র চ, অন্য স্থানেও, গোকুলে শ্রীব্রজেন্দ্রের গৃহেও **অন্বয়াৎ**—অনু+অয়াৎ (গচ্ছেৎ), অনুগমন করেন (শ্লোকে যতঃ-শব্দ আছে বলিয়া ততঃ-শব্দ আপনা-আপনিই আসিয়া পড়িতেছে)। অনুগমন-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, বসুদেবের পুত্রত্বের অভিমান হৃদয়ে পোষণ করেন বলিয়া তাঁহার আনুগত্যেই গোবিন্দ গোকুলে আসিয়া থাকেন; বসুদেবই তাঁহাকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া কংস-কারাগার হইতে গোকুলে আনয়ন করেন। ব্রজেন্দ্র-শ্রীনন্দের পুত্রত্বের অভিমানও গোবিন্দের হৃদয়ে জাগ্রত বলিয়া তাঁহার সেই অভিমানও (সেই অভিমানের আনুগত্যও) গোকুলে আগমনের এক হেতু। যাহা হউক, কেন তিনি গোকুলে আগমন করেন? তাহাই বলিতেছেন—তিনি "অর্থেষু অভিজ্ঞঃ" বলিয়া। **অর্থেষু**—উদ্দেশ্য-বিষয়ে; স্বীয় অভীষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিষয়ে। কংস-বঞ্চনাদি এবং গোকুলবাসী প্রেমবান্ পরিকর-ভক্তবৃন্দের সহিত সর্ব্বানন্দ-কদম্ব-কাদম্বিনীরূপা লীলার অনুষ্ঠানাদি বিষয়ে **অভিজ্ঞঃ**—সম্যক্‌রূপে জ্ঞানবান্; কি উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহার অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা যিনি বিশেষরূপে জানেন, তিনিই অভিজ্ঞ। গোকুলবাসী তাঁহার নিত্যপরিকরদের প্রেমরস-নির্য্যাসের আস্বাদন এবং সেই আস্বাদনের ব্যপদেশে রাগমার্গের ভক্তি-প্রচারই শ্রীগোবিন্দের এই ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের মুখ্য হেতু। যাহা মুখ্য কাম্য, তাহা লাভ করার প্রয়াসই সর্ব্বাগ্রে করণীয়। আর, জন্মলীলা-প্রকটনের সঙ্গে সঙ্গেই যদি তিনি গোকুলে না আসেন, তাহা হইলে যশোদামাতার বাৎসল্য-রসের সম্যক্ আস্বাদনও তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয়না এবং গোকুল-বাসীদের প্রেমরস-নির্য্যাসের আস্বাদনরূপ মুখ্য বাসনাও সর্ব্বাগ্রে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না; ইহা তিনি বিশেষরূপে জানিতেন; তাই মথুরা হইতে গোকুলে আসেন। আর, কংস-কারাগারে জন্মলীলা-প্রকটনের অব্যবহিত পরেই গোকুলে আগমন করিলে যে কংসও তাঁহার আবির্ভাবের কথা তখন জানিতে পারিবে না এবং তাঁহার জন্মমাত্রেই কংস যে তাঁহাকে নিহত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, কংসের সেই সঙ্কল্পও যে তাহাতে সিদ্ধ হইবেনা, সুতরাং আবির্ভাবমাত্রেই তাঁহার গোকুলে আগমনের দ্বারা কংসও যে বঞ্চিত হইবে, তাহাও তিনি জানিতেন। কিন্তু মুখ্য-ভাবে কংস বঞ্চিত হইয়াছিল—দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান-সম্বন্ধীয় তাঁহার জ্ঞান-বিষয়ে। কৃষ্ণকে যশোদার ভবনে রাখিয়া বসুদেব যশোদা-মাতার শয্যা হইতে যে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কন্যাটীকে তুলিয়া নিয়া কংস-কারাগারে যাইয়া দেবকীর ক্রোড়ে রাখিয়াছিলেন, কংস মনে করিয়াছিল, সেই কন্যাই দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান; পরে যখন সেই কন্যারূপা মায়ার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইল, তখনই কংস তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিল। মথুরা হইতে গোকুলে আসিলেই যে এইভাবে কংসকে বঞ্চিত করা সম্ভব হইবে, তাহাও কৃষ্ণ জানিতেন। তাই তিনি গোকুলে আগমন করিয়াছেন। আরও একটী গূঢ় উদ্দেশ্যও বোধ হয় তাঁহার গোকুলে আসার সঙ্কল্পের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। সেইটী হইতেছে—প্রকট-লীলার মুখ্যতম উদ্দেশ্য সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ, সুদূর এবং দীর্ঘ প্রবাসব্যতীত যাহা সম্পন্ন হইতে পারে না। কংসাদিকে বধ করার পরে যদি তিনি গোকুলে আসিতেন, তাহা হইলে গোকুল হইতে পুনরায় মথুরায় যাওয়ার প্রয়োজন হইত না, সুতরাং ব্রজসুন্দরী-দিগের সহিত মিলনের পরে সুদূর ও দীর্ঘ-প্রবাসের সুযোগও ঘটিত না এবং তাহাতে অপূর্ব্ব-আস্বাদন-চমৎকারিতাময় সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগও সম্ভব হইত না। তাহাতে ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার লীলা-প্রকটনের মুখ্যতম উদ্দেশ্যও,—যাহাতে ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের বাসনার চরমতম পর্য্যবসান, সেই উদ্দেশ্যই—সিদ্ধ হইত না। তিনি এসমস্ত বিশেষরূপে জানিতেন বলিয়াই, এসমস্ত বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ বলিয়াই, তিনি জন্মমাত্র মথুরা হইতে গোকুলে আসেন। আর, **যঃ স্বরাট্**—যিনি স্বরাট্। স্বৈঃ গোকুলবাসিভিরেব রাজতে ইতি স্বরাট্; গোকুলবাসী স্বীয় পরিকর-ভক্তদের সহিত নিত্য-বিরাজিত বলিয়া, তাঁহাদের সহিত লীলাতে নিত্য বিলসিত বলিয়া তাঁহাকে স্বরাট্ বলা হইয়াছে। গোকুলবাসী ভক্তদের সহিত লীলাতে তিনি নিত্য বিলসিত—একথা বলাতে বুঝা যাইতেছে, তিনি তাঁহাদের প্রেমের বশীভূত। যেস্থলে প্রেমবশ্যতা, সেস্থলে ঐশ্বর্য্যের বিকাশ সম্ভব নয়—ইহাই অনুমিত হয়; কিন্তু তাঁহার প্রেমবশ্যতাসত্ত্বেও যে তাঁহার ঐশ্বর্য্য অব্যাহত ছিল, তাহা জানাইবার জন্যই বলা হইয়াছে—"তেনে ব্রহ্ম হৃদা যঃ আদিকবয়ে।" **যঃ**—যিনি, যে আদি পুরুষ গোবিন্দ **আদিকবয়ে**—আদিকবি ব্রহ্মাতে, ব্রহ্মাকে বিস্মাপিত করাইবার নিমিত্ত **হৃদা**—হৃদয়দ্বারা, সঙ্কল্পমাত্রেই **ব্রহ্ম**—সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈক-রসমূর্ত্তিময়ং বৈভবং **তেনে**—বিস্তারিতবান্। ব্রহ্মার সাক্ষাতে যিনি এমন একটী অপূর্ব্ব বৈভব বিস্তার করিয়াছিলেন, যাহা ছিল সত্যস্বরূপ (ভেল্কিমাত্র নয়), জ্ঞানস্বরূপ (চিন্ময়, মায়িক নয়; জ্ঞানং চিদেকরূপম্), অনন্ত (মায়িক বস্তুর ন্যায় পরিচ্ছিন্ন নয়,—অপরিচ্ছিন্ন) এবং যাহা ছিল আনন্দমাত্রৈক-রসমূর্ত্তিময়। ব্রহ্মমোহন-লীলায় শ্রীগোবিন্দের লীলাশক্তির প্রভাবে যে বৈভব প্রকটিত হইয়াছিল, তাহার কথাই এস্থলে বলা হইতেছে। এই বৈভব প্রকটিত হইয়াছিল দুই সময়ে; এক সময়ে—যেদিন ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহার সখাদের বৎসগণকে এবং সখাগণকেও হরণ করিয়াছিলেন, সেই দিন; আর এক সময়ে—নরমানে এক বৎসর অন্তে। যে দিন ব্রহ্মা বৎসাদি হরণ করিয়া গিরিগুহায় লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই দিন শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তি শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ হইতে, অপহৃত সমস্ত বৎসের এবং বৎস-পাল সমস্ত রাখালদিগের রূপ বা মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছিলেন। এইভাবে প্রকটিত বৎস এবং বৎস-পাল লইয়াই শ্রীকৃষ্ণ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। যে সমস্ত বৎস এবং বৎসপাল লইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে গিয়াছিলেন, উক্তরূপে প্রকটিত বৎস-বৎসপালগণ যে তাঁহারা নহেন, ইহা গোকুলবাসিগণও বুঝিতে পারেন নাই। এই বৎস-সমূহের জননী গাভীগণও বুঝিতে পারেন নাই। এই বৎসগণ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ-বিশেষ বলিয়া তাঁহারাও ব্রহ্মই ছিলেন। নরমানে একবৎসর পর্য্যন্ত এই সমস্ত বৎস এবং বৎসপালদের লইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে গিয়াছেন। বৎসরান্তে ব্রহ্মা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার অপহৃত বৎসপাল এবং বৎসগণ তিনি যেস্থানে রাখিয়া গিয়াছেন, সেস্থানেই আছেন; অথচ তাঁহারা কৃষ্ণের সঙ্গেও আছেন। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তি আর এক বৈভব প্রকটিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যত বৎস ও বৎসপাল ছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকে এবং তাঁহাদের প্রত্যেক যষ্ঠি, শৃঙ্গ, বিষাণাদি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী কিরীট-কুণ্ডল-বনমালাদি শোভিত এক-এক বিষ্ণুরূপে ব্রহ্মার নিকটে দৃশ্যমান্ হইলেন। ব্রহ্মা আরও দেখিলেন—আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত স্থাবর-জঙ্গম সকলের অধিষ্ঠাতৃগণ নৃত্যগীতাদি দ্বারা এবং

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বহুবিধ উপকরণদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রত্যেক বিষ্ণুরই উপাসনা করিতেছেন ; অণিমাদি ঐশ্বর্য্য, শ্রী-দেবী-আদি শক্তিবর্গ এবং মহদাদি চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বের অধিষ্ঠাতৃগণ ঐ সকল বিষ্ণুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। দেখিয়া ব্রহ্মা এমনভাবে মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না, এমন কি ঐ শ্রীমূর্ত্তিসকল দর্শন করিতেও অসমর্থ হইলেন। শ্রীকৃষ্ণেরই কৃপায় তিনি পূর্ণদৃষ্টি লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, ব্রহ্মার সাক্ষাতে যে সমস্ত রূপ প্রকটিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা অলীক মায়িক বস্তু ছিলেন না ; তাঁহারা ছিলেন—"সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ। শ্রী, ভা, ১০।১৩।৫৪॥"—সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত, আনন্দমাত্রৈক-রসমূর্ত্তি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ-বিশেষ—যিনি এক হইয়াও বহু রূপে প্রতিভাত হন, "একোঽপি সন্ যো বহুধাবভাতি" এবং যিনি বহুমূর্ত্তিতেই একমূর্ত্তি, "বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্", তাঁহারই বিভিন্নরূপের অভিব্যক্তি, সুতরাং নিত্য, সত্য, সচ্চিদানন্দ এবং পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও স্বরূপতঃ ব্রহ্ম (অপরিচ্ছিন্ন)। যিনি সঙ্কল্পমাত্রে আদিকবি ব্রহ্মার সাক্ষাতে উল্লিখিত উভয়বিধ বৈভবরূপ ব্রহ্মাকে প্রকটিত করিয়াছিলেন (সেই সত্যং পরং ধীমহি)। **যৎ**—যতঃ তথাবিধ-লৌকিকালৌকিক-সমুচিত-লীলাহেতোঃ ; তাদৃশ লৌকিকত্বের ও অলৌকিকত্বের উপযোগিনী লীলারূপ হেতু হইতে ; ব্রজের বৎস-চারণ রূপ যে লৌকিকী লীলার (নরলীলার) মধ্যে প্রকটিত অলৌকিকী (ঐশ্বর্য্যময়ী) ব্রহ্মমোহন-লীলাতে ; অথবা, গোকুলবাসীদের সহিত যে যে লৌকিকী লীলাতে এবং ব্রহ্মমোহনরূপ অলৌকিকী লীলাতে **সুরয়ঃ**—ভক্তগণ **মুহ্যন্তি**—প্রেমাতিশয়ের আবির্ভাবহেতু বৈবশ্যপ্রাপ্ত হন। লৌকিকী বৎস-চারণ-লীলাতে প্রকটিত অলৌকিকী ব্রহ্মমোহন-লীলাতে শ্রীকৃষ্ণের দেহ হইতে প্রকাশিত বৎস ও বৎসপালগণকে পাইয়া গাভীগণ এবং ব্রজমায়ীগণ প্রেমাতিশয়ের অভ্যুদয়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সমস্ত বৎসগণের প্রতি গাভীগণ যেরূপ বাৎসল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে স্বস্ব-বৎসগণের প্রতি তাঁহাদের বাৎসল্যের তদ্রূপ অভিব্যক্তি দৃষ্ট হয় নাই এবং ব্রজমায়ীগণও তৎপূর্ব্বে স্বস্ব-পুত্রগণের প্রতি তদ্রূপ বাৎসল্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে হইলেও শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের সন্তানরূপে পাইয়া তাঁহাদের বাৎসল্য-রস-সমুদ্র যেন সর্ব্বাতিশায়ী রূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা সকলেই প্রেম-বিবশতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত, গোকুলবাসীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী লৌকিকী লীলাতেও তিনি এবং তাঁহার পরিকর-ভক্তবৃন্দ প্রেমাতিশয়ের আবির্ভাবে প্রেম-বৈবশ্য প্রাপ্ত হইতেন। যাহা হউক, পরবর্ত্তী বাক্যের সঙ্গেও শ্লোকস্থ "যৎ" শব্দের অন্বয় আছে। **যৎ**—যত এব ; যাদৃশী লীলা হইতে বা যাদৃশী লীলাতে **তেজোবারিমৃদাং**—তেজঃ, বারি (জল) ও মৃত্তিকার **যথা**—যথাবৎ **বিনিময়ঃ**—বিনিময় (এক বস্তুতে অপর বস্তুর ধর্ম্ম প্রকাশিত) হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের মুখকান্তির ঔজ্জ্বল্যে চন্দ্রাদি তেজোময় বস্তুও মৃত্তিকার ন্যায় নিস্তেজ হইয়া যায়, শ্রীমুখ-কান্তির নিকট চন্দ্রাদিকেও নিস্তেজ বলিয়া মনে হয় ; আবার তাঁহার নিকটবর্ত্তী নিস্তেজ মৃত্তিকাদিও তাঁহার শ্রীমুখকান্তির ছটায় তেজোময় হইয়া উঠে ; তাঁহার বেণুস্বরে তরল বারিও মৃৎ-পাষাণাদির ন্যায় কঠিন হইয়া যায়, আবার মৃৎ-পাষাণাদি কঠিন বস্তুও দ্রবীভূত হইয়া যায়। **যত্র**—যাঁহাতে, যে শ্রীকৃষ্ণে **ত্রিসর্গঃ**—গোকুল-মথুরা-দ্বারকা, এই তিনটী পরমানন্দময় ধামের ত্রিবিধ বৈভব প্রকাশ। সর্গ শব্দের অর্থ প্রকাশ। ত্রিসর্গঃ—ত্রিবিধ প্রকাশ ; শ্রীকৃষ্ণের তিন রকম বৈভবের প্রকাশ—ভাবভেদে বৈভবের প্রকাশ গোকুলে একরকম, মথুরায় একরকম এবং দ্বারকায় একরকম। তিনি সত্যরূপ বলিয়া তাঁহাতে অধিষ্ঠিত এই তিন রকম বৈভবের প্রকাশও **অমৃষা**—সত্য, নিত্য ; অলীক বা মায়িক নহে। ইহা যে মায়া বা কুহক নহে, তাহা জানাইবার জন্য বলা হইয়াছে, যিনি **স্বেন**—স্বীয় **ধাম্না**—ধামদ্বারা, তেজোদ্বারা, বা স্বরূপ-শক্তিদ্বারা **নিরস্ত-কুহকম্**—কুহক বা মায়াকে নিরস্ত বা দূরে অপসারিত করিয়া রাখেন ; যাঁহার প্রভাবে বা যাঁহার স্বরূপ-শক্তির প্রভাবে মায়া তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইতে পারে না। অথবা কুহক শব্দে কুতর্কনিষ্ঠকেও বুঝাইতে পারে ; যাহারা তাঁহার উল্লিখিত ত্রিসর্গকে বা ত্রিবিধ বৈভবকে মায়িক বলিয়া কুতর্ক করে, তাঁহার প্রভাবে (তাঁহার কৃপা হইলে) বা তাঁহার স্বরূপ-শক্তির কৃপা হইলে তাহাদের কুতর্ক সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইয়া যায় ; তাঁহার কৃপায় যদি তাহারা তাঁহার অনুভব লাভ করিতে পারে, তখন তাহারা নিঃসন্দিগ্ধভাবে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বুঝিতে পারে যে, তাঁহার বৈভবাদিকে যে তাহারা মায়িক বলিয়া মনে করিয়াছে, তাহা কেবল তাহাদের ভ্রান্তি বা অজ্ঞানতাবশতঃই। এতাদৃশ **সত্যং পরং**—সত্যস্বরূপ পরতত্ত্বকে, সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে **ধীমহি**—ধ্যান করি। সেই লীলাপুরুষোত্তমই একমাত্র ধ্যানের বস্তু; তাঁহার ধ্যানেই জীব রসস্বরূপ তাঁহার সেবা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে (রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি) এবং আনুষঙ্গিকভাবে মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারে।

রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে অশেষ-বিশেষে রস আস্বাদন করিয়া থাকেন; তিনি রসের বিষয় এবং আশ্রয়ও। "নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়। সেই সব রসামৃতের বিষয়-আশ্রয় ২।৮।১১১॥" কিন্তু কান্তারসের সাধারণভাবে আশ্রয় হইলেও তিনি সকল স্তরের আশ্রয় নহেন। শ্রীরাধিকার মধ্যে অভিব্যক্ত মাদনাখ্য-মহাভাবের তিনি কেবলমাত্র বিষয়, আশ্রয় নহেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন "সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়। সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়॥ ১।৪।১১৪॥" সুতরাং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে প্রেমের বিষয়ত্বেরই প্রাধান্য; তাঁহার লীলাও বিষয়ত্ব-প্রধান-ভাবাত্মিকা। শ্রীমদ্ভাগবতে "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য" ইত্যাদি শ্লোকের অন্তর্গত "পীতঃ" শব্দে এবং "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্" ইত্যাদি শ্লোকে এবং মুণ্ডকোপনিষদের "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্" ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ংরূপেই পীতবর্ণ বা রুক্মবর্ণ (গৌরবর্ণ) আর এক আবির্ভাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। "সুবর্ণোবর্ণো হেমাঙ্গঃ" ইত্যাদি মহাভারতের এবং "অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥" এই আদি পুরাণের বাক্যেও সেই আবির্ভাবের কথা জানা যায়। তিনিও স্বয়ংরূপ; কিন্তু তিনি অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌর-শচীনন্দন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর। স্বয়ংভগবানের এই স্বরূপে প্রেমের আশ্রয়ত্বেরই প্রাধান্য, যেহেতু তিনি রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ; সুতরাং তাঁহার লীলাও আশ্রয়ত্ব-ভাব-প্রধানাত্মিকা। স্বয়ং ভগবানের এই উভয় স্বরূপের লীলাতেই লীলার এবং তাঁহার রস-স্বরূপত্বেরও পূর্ণতা। ভূমিকায় "প্রণবের অর্থবিকাশ" প্রবন্ধেও দেখান হইয়াছে—প্রণবের এবং গায়ত্রীর অর্থবিকাশের পর্য্যবসানও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরেই। "জন্মাদ্যস্য"-শ্লোকে যখন গায়ত্রীর অর্থই প্রকাশিত হইয়াছে, তখন এই শ্লোকে যেমন শ্রীকৃষ্ণলীলা সূচিত হইয়াছে, তেমনি গৌরলীলাও যে সূচিত হইয়াছে, একথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না। বিশেষতঃ, শ্লোকে যে "সত্যং পরম্" এর ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহার লীলার উভয়াংশের—বিষয়ত্বভাব-প্রধানাত্মিকা এবং আশ্রয়ত্বভাব-প্রধানাত্মিকা, এই উভয়-ভাবের লীলার—বর্ণনাতেই লীলা-বর্ণনার পূর্ণতা এবং গায়ত্রীতে উল্লিখিত "দেব"-শব্দেরও তাৎপর্য্যের পূর্ণ ব্যঞ্জনা।

উপরে "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকের যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে "সত্যং পরম্" এর বিষয়ত্ব-ভাব-প্রধানাত্মিকা লীলার কথাই বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে যে "সত্যং পরম্"-এর আশ্রয়ত্ব-ভাব-প্রধানাত্মিকা লীলাও, অর্থাৎ শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের লীলাও, সূচিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা দেখান হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে অবশ্য গৌরস্বরূপের লীলা বর্ণিত হয় নাই; তবে "আসন্ বর্ণাঃ" শ্লোকে এবং "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্" শ্লোকে কিন্তু গৌরস্বরূপের উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ গৌরস্বরূপে স্বয়ং ভগবান্ যেই ব্রজলীলার আস্বাদন করিয়াছেন, তাহার বিশেষ বর্ণনই শ্রীমদ্ভাগবতে দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ গৌরের আস্বাদনীয় লীলার বর্ণনাই শ্রীমদ্ভাগবতে প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকের গৌরলীলা-পর অর্থকে একেবারে সঙ্গতিহীন বলা যায় না। প্রহ্লাদের কথায় গৌর যেমন ছন্ন বা প্রচ্ছন্ন স্বরূপ, "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকের মধ্যে তাঁহার লীলার কথাও যেন তেমনি প্রচ্ছন্ন ভাবেই অবস্থিতি করিতেছে। শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামীর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া নিম্নলিখিত ব্যাখ্যায় সেই প্রচ্ছন্ন কথাকে একটু উদ্ঘাটিত করার চেষ্টা হইতেছে।

শ্রীশ্রীগৌরলীলাসূচক অর্থ। আদ্যস্য—আদির, আদিপুরুষের। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"—এই ব্রহ্মসংহিতার উক্তি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণই আদিপুরুষ। "কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥"—এই মহাভারত-বাক্য এবং "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

পবিত্রং পরমং ভবান্।"-ইত্যাদি গীতাবাক্য এবং "ওঁ যোঽসৌ পরং ব্রহ্ম গোপালঃ ওঁম্।"-ইত্যাদি গোপালতাপনী-শ্রুতিবাক্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। এইরূপে দেখা গেল—শ্রীকৃষ্ণই আদি-তত্ত্ব, পরম-তত্ত্ব; সুতরাং তিনিই আদি-পুরুষ। শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।"—ইত্যাদি বাক্যানুসারে সেই পরব্রহ্ম, পরমতত্ত্ব স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অকৃষ্ণ বা পীত বর্ণে—শ্রীরাধার ভাব হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া এবং শ্রীরাধার প্রতি অঙ্গদ্বারা স্বীয় প্রতি অঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়া স্বয়ংভগবান্ রূপেই শ্রীশ্রীগৌররূপে নিত্য বিরাজিত। স্বয়ংভগবানের লীলা দ্বিবিধা—বিষয়ভাব-প্রধানাত্মিকা এবং আশ্রয়-ভাব-প্রধানাত্মিকা। গোকুলে বা ব্রজে শ্রীকৃষ্ণরূপে তাঁহার মধ্যে প্রেমের বিষয়ত্বেরই প্রাধান্য; আর নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দররূপে তাঁহাতে প্রেমের আশ্রয়ত্বেরই প্রাধান্য। উভয় রূপের লীলাতেই স্বয়ংভগবানের লীলার এবং রসস্বরূপত্বের পূর্ণতা। পূর্ব্বে শ্রীজীবগোস্বামিপাদের টীকার আনুগত্যে "জন্মাদ্যস্য"-শ্লোকের শ্রীকৃষ্ণলীলা-পর যে অর্থ করা হইয়াছে, সেই অর্থে স্বয়ং-ভগবানের বিষয়-ভাব-প্রধানাত্মিকা লীলার কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু আশ্রয়-ভাব-প্রধানাত্মিকা লীলার কথা না বলিলে লীলার কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এস্থলে আশ্রয়-ভাব-প্রধানাত্মিকা লীলার কথা বলা হইতেছে; বিষয়-ভাব-প্রধান শ্রীকৃষ্ণ যেমন আদিতত্ত্ব, আদি-পুরুষ, আশ্রয়-ভাব-প্রধান শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরও তেমনি আদিপুরুষ বা আদিতত্ত্ব। তাহা বলিয়া আদিপুরুষ যে দুই জন, তাহা নহে; একই আদি-তত্ত্বের উল্লিখিত দুই রূপে প্রকাশ—বিষয়-ভাবে এবং আশ্রয়-ভাবে রস আস্বাদনের উদ্দেশ্যে। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ রস-বৈচিত্রী-বিশেষ আস্বাদনের উদ্দেশ্যে যোগী, দিয়াশিনী, নাপিতানী, সূর্য্যপূজক ব্রাহ্মণাদি বেশও প্রকটিত করিয়াছিলেন; এই সমস্ত বেশের অন্তরালে আদিতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ যেমন অক্ষুণ্ণ অবিকৃতই ছিলেন, তদ্রূপ নবদ্বীপের পীতবর্ণের অন্তরালেও সেই আদিতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই বিরাজিত; ইনি হইলেন—শ্রীজীব গোস্বামীর কথায়—অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌর। যোগী, দিয়াশিনী প্রভৃতি রূপ যেমন শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, তদ্রূপ শ্রীশ্রীগৌরও শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ। নবদ্বীপও ব্রজেরই আবির্ভাব-বিশেষ। এইরূপে দেখা গেল, পরব্রহ্ম আদি-তত্ত্বের আশ্রয়-ভাব-প্রধান রূপে তিনি হইলেন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর। সুতরাং "জন্মাদ্যস্য"-শ্লোকের "আদ্যস্য"-শব্দের অর্থ হইল—আদিতত্ত্ব শ্রীগৌরের; প্রেমের আশ্রয়-প্রধান-ভাবের অভিমানে যিনি নিত্য নবদ্বীপ-নীলাচলাদিতে বিরাজিত, সেই শ্রীগৌরের। অথবা, আদ্য-শব্দে আদি-রস বা শৃঙ্গার-রসকেও বুঝাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ হইলেন শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধর, শৃঙ্গার-রসের বা আদ্যরসের মূর্ত্ত-বিগ্রহ; শৃঙ্গার-রসের বিষয় তিনি। আর মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধা হইলেন সেই রসের পরম-আশ্রয়। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর হইলেন এতদুভয়ের—রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের ও মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধার—মিলিত বিগ্রহ, "রসরাজ-মহাভাব দুইয়ে একরূপ।" সুতরাং তিনি হইলেন আদ্যরসের বিষয় এবং আশ্রয় উভয়ের মিলিত মূর্ত্তরূপ; অর্থাৎ অখণ্ড-শৃঙ্গার-রসের বা অখণ্ড-আদ্যরসের মূর্ত্ত-বিগ্রহ। তাহা হইলে, "আদ্যস্য"-শব্দের অর্থ হইবে—যিনি অখণ্ড আদ্যরসের বা অখণ্ড শৃঙ্গার-রসের মূর্ত্ত-বিগ্রহ, তাঁহার। আশ্রয়রূপে স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের এবং জগতে প্রেমভক্তি-প্রচারের উদ্দেশ্যে জগতে আবির্ভূত হওয়ার নিমিত্ত যতঃ—শ্রীশ্রীশচী-জগন্নাথের গৃহ হইতে, নবদ্বীপে তাঁহার জন্ম—জন্মলীলার প্রকটন। শ্লোকে যতঃ-শব্দের অস্তিত্বই একটী ততঃ-শব্দের অস্তিত্ব সূচিত করিতেছে; অবশ্য এই ততঃ-শব্দটী উহ্য আছে। ততঃ—তস্মাৎ যঃ, সেই নবদ্বীপ হইতে যিনি ইতরতশ্চ—ইতরত্র, অন্যত্রও, নবদ্বীপ হইতে অন্যত্র—সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক নীলাচলে অন্বয়াৎ—অনু + অয়াৎ—অনু (পশ্চাৎ, নবদ্বীপে জন্মের পরে) গমন করেন। সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক তিনি নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে গমন করিয়াছেন (প্রকট লীলায়)। অথবা নবদ্বীপের গৃহস্থাশ্রম হইতে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন। কি উদ্দেশ্যে? তাহা বলিতেছেন—"অর্থেষু অভিজ্ঞঃ"-বাক্যে। অর্থেষু—পঢ়ুয়া-নিন্দকাদির উদ্ধার-বিষয়ে এবং দাক্ষিণাত্য-ঝারিখণ্ড-বাসীদিগকে প্রেমভক্তি-দান বিষয়ে এবং নীলাচলে রস-বিশেষ-আস্বাদন-বিষয়ে অভিজ্ঞঃ—অভিজ্ঞ, নিপুণ। কি উপায়ে পঢ়ুয়া-নিন্দকাদির উদ্ধার সাধিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিচার-নিপুণ বলিয়া তিনি বিচারপূর্ব্বক স্থির করিলেন, তিনি যদি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সন্ন্যাসগ্রহণ করেন, তাহা হইলে পঢ়ুয়া-নিন্দকাদির চিত্তের পরিবর্ত্তন হইতে পারে; তাই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। আর, নীলাচলে যাইয়া যদি অবস্থান করেন, তাহা হইলে নীলাচল হইতে দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া তত্রত্য জনগণকে প্রেমভক্তি বিতরণ করিতে পারিবেন এবং নীলাচলবাসী বাসুদেব-সার্ব্বভৌমাদিকেও প্রেমভক্তি দিতে পারিবেন এবং নীলাচল হইতে ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবনে গমনের পথে ঝারিখণ্ডবাসীদের এবং প্রত্যাবর্ত্তনের পথে কাশীবাসী প্রকাশানন্দপ্রমুখ সন্ন্যাসীদের প্রেমভক্তি দিতে পারিবেন এবং তাঁহার অপ্রকটের পরবর্ত্তীকালের জীবের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-গোস্বামিদ্বয়ের নিকটে বহু তত্ত্বকথার প্রকাশও সম্ভব হইবে। তাই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক নীলাচলে গমন করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে, যে উদ্দেশ্যে তিনি জগতে অবতীর্ণ হইলেন, কিরূপে বা কাহার সহায়তায় তিনি সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিলেন? তাহার উত্তরেই বলা হইতেছে, যিনি **স্বরাট্**—স্বেন এব রাজতে যঃ, স স্বরাট্; স্বীয় স্বরূপগত আশ্রয়-জাতীয় ভাবের দ্বারাই যিনি স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন এবং আনুষঙ্গিক ভাবে জগতের জীবের পরমতম এবং চরমতম অভীষ্টবস্তুটীর প্রতি লোভ জাগাইয়াছেন—যাহার ফলে ব্যবহারিক জগতের তথাকথিত সুখের অকিঞ্চিৎ-করতার জ্ঞান জীবের চিত্তে উপলব্ধ হইতে পারে; আবার নিজেই প্রেমভক্তি বিতরণ করিয়া জীবমণ্ডলীকে কৃতার্থ করিয়াছেন, ভজনের আদর্শও স্থাপন করিয়াছেন। অথবা স্বৈঃ স্বীয়পার্ষদবৃন্দৈঃ রাজতে ইতি স্বরাট্। যিনি স্বীয় পার্ষদবৃন্দের সহিত নিত্য বিরাজিত; নিজে যেমন প্রেম বিতরণ করিয়াছেন, স্বীয় পার্ষদবৃন্দের দ্বারাও তেমনি প্রেম বিতরণ করাইয়াছেন; নিজে যেমন ভজনের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, স্বীয় পার্ষদবৃন্দের দ্বারাও তাহা করাইয়াছেন। স্বীয় স্বরূপগত ভাবে আবিষ্ট হইয়া যখন স্বমাধুর্য্য আস্বাদনে নিবিষ্ট হইতেন, তখন রায়রামানন্দ-স্বরূপ-দামোদরাদি পার্ষদবৃন্দও গীত-শ্লোকাদি দ্বারা তাঁহার ভাবের পুষ্টি সাধন করিতেন, তাঁহার ভাবসমুদ্রকে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিতেন। এইরূপে স্বমাধুর্য্য আস্বাদনে বা প্রেমভক্তির আদর্শ স্থাপনে তাঁহার ভক্তভাবই প্রধানরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু এই ভক্তভাবের মধ্যেও যে তাঁহার ঐশ্বর্য্য অব্যাহত ছিল, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে বলা হইতেছে—যঃ আদিকবয়ে হৃদা ব্রহ্ম তেনে। **যঃ**—যিনি **আদিকবয়ে**—আদি কবিতে; শ্রেষ্ঠ কবিতে; রায়রামানন্দে **হৃদা**—সঙ্কল্পমাত্র, ব্রহ্ম—বেদ, বেদের পরম সারভূত তত্ত্ব—কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, সাধ্যতত্ত্ব, সাধন-তত্ত্বাদি, **তেনে**—বিস্তার বা প্রকাশ করিয়াছেন। অথবা **ব্রহ্ম**—পরব্রহ্ম, ব্রহ্মত্বের বা রসত্বের চরমতম বিকাশ "রসরাজ-মহাভাব দুই একরূপ" যিনি আদিকবি রায়রামানন্দের নিকটে **তেনে**—প্রকাশ করিয়াছেন। অথবা আদিকবি-শব্দের অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। রসই কবিত্বের বা কাব্যের প্রাণ; যিনি রসজ্ঞ, তিনিই কবি হইতে পারেন; অন্য কেহ পারে না। রসবিষয়ে যাঁহার অনুভব আছে, তাঁহার সেই অনুভবের ভাষাগত রূপই হইল কাব্য, কেবল অনুভবটি হইল সেই কাব্যেরই ভাবগত রূপ; সুতরাং রস-বিষয়ে যাঁহার অপরোক্ষ অনুভব আছে, তাঁহাকেও কবি বলা যায়। এইরূপে যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, রসস্বরূপ ভগবানের সম্বন্ধে যাঁহাদের অপরোক্ষ অনুভব আছে, তাহারাও কবি; যাঁহারা ভগবানের নিত্য পার্ষদ, অনাদিকাল হইতেই তাঁহাদের উক্তরূপ রসানুভূতি আছে বলিয়া তাঁহারা হইলেন আদি কবি। এই অর্থে রামানন্দ রায়ও আদি কবি এবং নবদ্বীপ-লীলার মুরারিগুপ্ত, শ্রীবাস, শ্রীধর-আদি ভক্তবৃন্দও আদিকবি। নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দরূপ আদি-কবিদের নিকটেও যিনি সঙ্কল্পমাত্র-ব্রহ্ম—পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের বিভিন্ন স্বরূপ—রাম, নৃসিংহ, রাধাকৃষ্ণ, মহেশ, বরাহ, লক্ষ্মী, দুর্গা প্রভৃতি বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপ, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রাজা-প্রতাপরুদ্র প্রভৃতির নিকটে ষড়্ভুজরূপ, রায়রামানন্দের নিকটে "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ"—**তেনে**—প্রকাশ বা প্রকটিত করিয়াছেন। **যৎ**—যত্র, যাহাতে **সুরয়ঃ**—মহামহা পণ্ডিতগণ বা দেবতাগণও **মুহ্যন্তি**—মোহ প্রাপ্ত হন। রায়রামানন্দের চিত্তে সঙ্কল্পমাত্র তিনি বেদের পরম সারভূত যে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, কেবল পাণ্ডিত্যদ্বারা তৎসমস্তের উপলব্ধি সম্ভব নয়; সে সমস্ত বিষয়ে মহামহা জ্ঞানী পণ্ডিতগণও কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিমূঢ় হইয়া পড়েন; সে সমস্ত বিষয় দেবগণেরও অনধিগম্য।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আর, ভক্তবৃন্দের নিকটে রাম-নৃসিংহাদি ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহের প্রকটনে, রামানন্দরায়ের নিকটে "রসরাজ-মহাভাব দুইয়ে একরূপ" প্রকটনে, তাঁহার যে মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে মহাজ্ঞানিগণ, এমন কি দেবতাগণও মোহিত হইয়া যান, তাঁহারা তাঁহার এই মহিমার কোনও ইয়ত্তা নির্ণয় করিতে অসমর্থ। তাঁহার এই মহিমার আরও এক অপূর্ব্বত্ব দেখাইবার জন্য বলা হইয়াছে—তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ। **তেজোবারিমৃদাং**—তেজ, বারি (জল) ও মৃত্তিকার। উপলক্ষণে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চ মহাভূতের। **যথা বিনিময়ঃ**—যথাযথভাবে সম্মিলন, পরস্পর মিলন (মূল শ্লোকের টীকায় এক প্রকার অর্থে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও "যথা বিনিময়ঃ"-শব্দের যথাযথভাবে পরস্পর সম্মিলন অর্থ করিয়াছেন)। শ্লেষে **তেজঃ**—বিদ্যার তেজঃ বা জ্ঞানের গর্ব্ব; এতাদৃশ গর্ব্ব যাঁহাদের আছে, তাঁহারা—বহির্ম্মুখ পঢ়ুয়া-পণ্ডিতাদি; কিম্বা জ্ঞানের ও সাধনের গর্ব্ব এবং এতাদৃশ গর্ব্ব যাঁহাদের আছে, তাঁহারা—সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য, প্রকাশানন্দ-সরস্বতী প্রভৃতি। **বারি**—তরল জল; শুদ্ধাভক্তির কৃপায় যাঁহাদের চিত্ত দ্রবীভূত হইয়াছে, তাদৃশ প্রেমিক-ভক্তগণ। **মৃৎ**—মৃত্তিকা; মৃত্তিকার ন্যায় জড়; অজ্ঞ মূর্খ জনসমূহ। পঞ্চ মহাভূতের পরস্পরের সহিত যথাযথভাবে সম্মিলনে যেমন অনন্ত বৈচিত্র্যময় জগৎ-প্রপঞ্চ উদ্ভূত হইয়াছে, উদ্ভূত হইয়া স্বীয় অশেষ বৈচিত্রীর সহিতই যেমন একই (প্রাকৃত) ভূমিকায় অবস্থিত আছে, তদ্রূপ যাঁহার মহিমায় বিদ্যাগর্ব্বে, সাধনগর্ব্বে, ধনগর্ব্বে, কুলগর্ব্বে গর্ব্বিত লোকগণ, অজ্ঞ, মূর্খ, দরিদ্র, নীচজাতীয় লোকগণ, এমন কি ঝারিখণ্ডের কোল-ভীলাদি, ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি, তরুলতাদি পর্য্যন্ত এবং প্রেমভক্তির কৃপাপ্রাপ্ত দ্রবচিত্ত ভাগবতগণ ভগবদুন্মুখতা-জনিত স্ব স্ব-ভাববৈচিত্রীর সহিত পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া একই ভক্তির ভূমিকায় অবস্থিত হইয়াছেন। যাঁহার মহিমায় ধনি-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, কুলীন-অকুলীন প্রভৃতি আপামর-সাধারণ ভক্তির কৃপালাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, স্ব-স্ব প্রবৃত্তি ও রুচি অনুসারে ভগবানের প্রতি বিভিন্ন ভাব পোষণ করিয়া ভাবরাজ্যে বহু বৈচিত্র্যের প্রকটন করিয়াছেন এবং প্রত্যেকে স্বীয় বিশিষ্ট-ভাব-বৈচিত্রী অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই একই সাধারণ ভক্তি-ভূমিকায় বা ভগবদুন্মুখতার ভূমিকায় অবস্থিত আছেন (গৌর-পার্ষদদের মধ্যেও বিভিন্ন ভাবের ভক্ত ছিলেন—যেমন মুরারিগুপ্ত রামচন্দ্রের উপাসক, প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী নৃসিংহের উপাসক, শ্রীবাসাদি ঐশ্বর্য্যভাবের উপাসক ইত্যাদি; কিন্তু সকলেই ভগবদুন্মুখ, সকলেই ভক্ত—সুতরাং ভাব-বৈচিত্রী সত্ত্বেও সকলে একই ভক্তি-ভূমিকায় অবস্থিত ছিলেন)। যাঁহার মহিমায় এই সাধারণ ভক্তি-ভূমিকা সমাজেও তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; তাই পদকর্ত্তা গাহিয়াছেন—"ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকোলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ।" এবং যবন-কুলোদ্ভব হরিদাস ঠাকুরও নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন এবং শূদ্র রামানন্দের নিকটে ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব প্রদ্যুম্নমিশ্রও কৃষ্ণকথা শুনিয়াছেন। তাঁহার আরও মহিমার কথা বলা হইয়াছে "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকম্"-বাক্যে। যিনি **স্বেন**—স্বীয় **ধাম্না**—ধামদ্বারা। ধাম-শব্দের একাধিক অর্থ আছে, যথা—তেজ বা প্রভাব, শক্তি, দেহ; যিনি স্বীয় প্রভাবে বা শক্তিদ্বারা বা দেহদ্বারা **নিরস্তকুহকম্**—কুহককে নিরস্ত করিয়াছেন; কুহক-শব্দের অর্থ মায়াও হইতে পারে এবং কুতর্কনিষ্ঠ লোকও হইতে পারে। তিনি স্বীয় প্রভাবে বা শক্তিতে মায়াকে সর্ব্বদা নিরস্ত করেন, মায়ার কার্য্যকেও দূরে অপসারিত করেন এবং কুতর্কনিষ্ঠ লোকদিগেরও কুতর্কের অবসান ঘটাইয়া থাকেন। যাঁহার স্বরূপ-শক্তির প্রভাবে সর্ব্বকালের জন্যই মায়া দূরে অপসারিত হইয়া আছে, মায়া যাঁহার সম্মুখীন পর্য্যন্ত হইতে পারে না, যাঁহার প্রভাবে লোকের পাপ-তাপ-আদি (মায়ার কার্য্য) দূরীভূত হইয়াছে, যাঁহার শ্রীবিগ্রহের দর্শন-মাত্রে জীবের সমস্ত কলুষ (মায়া বা মায়ার কার্য্য) দূরীভূত হইয়াছে, জীব প্রেমভক্তির অধিকারী হইয়া মায়ার কার্য্য এই জগৎ-প্রপঞ্চের মায়িক সুখের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়াছে, যাঁহার প্রভাবে বাসুদেব-সার্ব্বভৌমাদির, দাক্ষিণাত্যবাসী বৌদ্ধতার্কিকাদির কুতর্কজাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছে, যাঁহার প্রভাবে বাসুদেব-সার্ব্বভৌম, প্রকাশানন্দ-সরস্বতী প্রভৃতি নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানমার্গের সাধকগণ জ্ঞানের কুহককে দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া প্রেমভক্তির অধিকারী হইয়াছেন এবং **যত্র**—যাঁহাতে, যেই

ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ৪০ ॥

কৃষ্ণভক্তি-রসস্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরমমহত্ত্ব ॥ ১১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে অধিষ্ঠিত বলিয়া **ত্রিসর্গঃ**—ত্রিবিধ প্রকাশ। নবদ্বীপ, নীলাচল ও বৃন্দাবন এই তিনটী পরমানন্দময়-ধামে তাঁহার বৈভব-প্রকাশ **অমৃষা**—সত্য। নবদ্বীপে মহাপ্রকাশ, নানা সময়ে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের প্রকাশ, শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তন-বিলাসাদি রূপ বৈভব প্রকাশ; নীলাচলে বাসুদেব-সার্ব্বভৌম ও রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকটে ষড়্‌ভুজরূপের প্রকাশ, শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে এবং রথাগ্রে নর্ত্তনাদি-সময়ে বহু ভাবপ্রকাশ-রূপের প্রকটন, শ্রীমন্দিরে এবং রথাগ্রে শ্রীরাধার কুরুক্ষেত্র-মিলনের ভাবে আবেশ-প্রকটন, রথের চালনে ও স্থিরীকরণে অদ্ভুত বৈভবের প্রকাশ, শ্রীজগন্নাথেরও বিস্ময়োৎপাদনকারী মাধুর্য্যের প্রকটন, গম্ভীরা-লীলাদি, স্বীয় বিগ্রহের দীর্ঘাকৃতির ও কূর্ম্মাকৃতির প্রকটনাদি বৈভব-প্রকাশ; এবং বৃন্দাবনে পূর্ব্বলীলার শুক-সারী, মৃগ-পক্ষী-আদির আবির্ভাব-করণ এবং তাহাদের পূর্ব্ববৎ ব্যবহারের প্রকটনাদিরূপ বৈভবের প্রকাশ। যিনি স্বয়ং সত্যস্বরূপ বলিয়া এবং যাঁহাতে অধিষ্ঠিত বলিয়া উক্ত তিন ধামে প্রকটিত বৈভবাদিও সমস্ত সত্য। এতাদৃশ **সত্যং পরং**—পরম সত্য শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে **ধীমহি**—ধ্যান করি।

শ্লো।৪০। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।৩১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকে "ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবঃ"-বাক্যে গায়ত্রীর "ধীমহি"-শব্দের ফলরূপ প্রেমের (প্রয়োজনের) কথা এবং "সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতে"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্রবণের সাধনরূপত্ব (অভিধেয়ত্ব—ধীমহি-শব্দের বিবৃতি) সূচিত হইতেছে। এইরূপে ইহা ১০৯-পয়ারের শেষাংশের প্রমাণ।

১১০। শ্রীমদ্‌ভাগবত কৃষ্ণ-ভক্তি-রসস্বরূপ (পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহার প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে); এজন্য বেদাদি-শাস্ত্র হইতেও শ্রীমদ্‌ভাগবত শ্রেষ্ঠ।

বেদোপনিষদাদি শ্রীমদ্‌ভাগবতের মত আস্বাদ্য নহে; গায়ত্রীতে পর-তত্ত্বকে লীলাময় (দেব) বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার লীলা কিরূপ, তাহা বলা হয় নাই। গায়ত্রীর বিবৃতি-স্বরূপ উপনিষদে তাঁহাকে সত্যং শিবং সুন্দরম্, আনন্দং ব্রহ্ম ইত্যাদি বলাতে বুঝা গেল, তিনি মঙ্গলময়, তিনি পরমসুন্দর এবং তিনি আনন্দস্বরূপ; কিন্তু তাঁহার মঙ্গলময়ত্বের, তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের এবং তাঁহার আনন্দ-ময়ত্বের বৈচিত্রীর কথা কিছু না বলাতে তিনি পরম-আস্বাদ্য কিনা, তাহা বুঝা গেল না। শ্রুতি আবার তাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়া জানাইয়া দিলেন যে, তিনি পরম-রসিক, তিনি পরম-রস-স্বরূপও বটেন; কিন্তু সেই রসের এবং রসিকতার বৈচিত্রী কিরূপ, তাহা জানাইলেন না। শ্রীমদ্‌ভাগবত কিন্তু বিশেষ বর্ণনা দ্বারা দেখাইলেন যে, সেই লীলাপুরুষোত্তমের অসমোর্দ্ধ-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে এবং অসমোর্দ্ধ-লীলাবৈচিত্রীতে পূর্ণতম-স্বরূপ হইয়াও তিনি নিজেই মুগ্ধ, অন্যস্য কা কথা। এসমস্ত কারণেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীমদ্‌ভাগবত আস্বাদ্যতায় সাক্ষাৎ-রস-স্বরূপ এবং ইহা বেদাদি শাস্ত্র হইতেও আস্বাদ্যতায় শ্রেষ্ঠ। প্রণবকে নিখিল তত্ত্বের বীজস্বরূপ, গায়ত্রীকে তাহার কাণ্ডস্বরূপ, বেদোপনিষদাদিকে শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত বৃক্ষস্বরূপ, এবং বেদান্তসূত্রকে পুষ্পস্বরূপ মনে করিলে শ্রীমদ্‌ভাগবতকে রসময়-ফলস্বরূপ মনে করা যায়। শাখা-প্রশাখা বা পুষ্প অপেক্ষা রসময় ফলের শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। শ্রীমদ্‌ভাগবত নিখিল-শাস্ত্র-চর্চ্চার চরম পরিণতি। (শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের বিশেষত্ব আরও অধিক; শ্রীমদ্‌ভাগবতকে রসময় ফল-স্বরূপ মনে করিলে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকে ঐ ফলের ঘনীভূত অমৃতময় রস বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।)

তথাহি (ভাঃ ১।১।৩)—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥ ৪১ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ইদানীন্তু ন কেবলং সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বাদস্য শ্রবণং বিধীয়তে, অপিতু সর্ব্বশাস্ত্রফলমিদম্ অতঃ পরমাদরেণ সেব্যমিত্যাহ নিগমেতি। নিগমো বেদঃ স এব কল্পতরুঃ সর্ব্বপুরুষার্থোপায়ত্বাৎ, তস্য ফলমিদং ভাগবতং নাম। তৎ তু বৈকুণ্ঠগতং নারদেনানীয় মহ্যং দত্তং, ময়া চ শুকস্য মুখে নিহিতং, তচ্চ তন্মুখাদ্ ভুবি গলিতং শিষ্য-প্রশিষ্যাদিরূপ-পল্লবপরম্পরয়া শনৈরখণ্ডমেবাবতীর্ণং ন তুচ্চনিপাতেন স্ফুটিতমিত্যর্থঃ। এতচ্চ ভবিষ্যদপি ভূতবন্নির্দ্দিষ্টম্ অনাগতাখ্যানেনৈবাস্য প্রবৃত্তেঃ। অতএবামৃতরূপেণ দ্রবেণ সংযুক্তম্। লোকে হি শুকমুখভ্রষ্টং ফলমমৃতমিব স্বাদু ভবতীতি প্রসিদ্ধম্। অত্র শুকো মুনিঃ। অমৃতং পরমানন্দঃ স এব দ্রবো রসঃ রসো বৈ স রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতীতি শ্রুতেঃ। অতঃ হে রসিকাঃ রসজ্ঞাঃ তত্রাপি ভাবুকাঃ হে রসবিশেষভাবনাচতুরাঃ অহো ভুবি গলিতমিত্যলভ্যলাভোক্তিঃ। ইদং ভাগবতং নাম ফলং মুহুঃ পিবত। নন্নু ত্বগষ্ঠ্যাদিকং বিহায় ফলাদ্ রসঃ পীয়তে, কথং ফলমেব পাতব্যম্? তত্রাহ। রসং রসরূপম্ অতস্ত্বগষ্ঠ্যাদের্হেয়াংশস্যাভাবাৎ ফলমেব কৃৎস্নং পিবত। অত্র চ রসতাদাত্ম্যবিবক্ষয়া রসবত্তস্যা-বিবক্ষিতত্বাৎ অগুণবচনেঽপি রসশব্দে মতুপঃ প্রাপ্ত্যভাবাৎ তেন বিনৈব রসং ফলমিতি সামান্যাধিকরণ্যম্। অত্র ফলমিত্যুক্তেঃ পানাসম্ভবো হেয়াংশ-প্রসক্তিশ্চ ভবেদিতি তন্নিবৃত্ত্যর্থং রসমিত্যুক্তম্। রসমিত্যুক্তেঽপি গলিতস্য রসস্য পাতুমশক্যত্বাৎ ফলমিতি দ্রষ্টব্যম্। ন চ ভাগবতামৃতপানং মোক্ষেঽপি ত্যাজ্যমিত্যাহ আলয়ং লয়ো মোক্ষঃ অভিবিধাবাকারঃ লয়মভিব্যাপ্য, নহীদং স্বর্গাদিসুখবন্মুক্তৈরুপেক্ষ্যতে কিন্তু সেব্যত এব। বক্ষ্যতি হি—আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিথম্ভূতগুণো হরিঃ ইত্যাদি। স্বামী। ৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

শ্লো। **৪১**। **অন্বয়**। অহো (হে) রসিকাঃ (রসজ্ঞ) ভাবুকাঃ (রসবিশেষে ভাবনা-চতুর ব্যক্তিগণ)! শুকমুখাৎ (শুকমুখ হইতে) ভুবি (পৃথিবীতে) গলিতং (পতিত) অমৃতদ্রবসংযুতং (পরমানন্দরস-সংযুক্ত) নিগমকল্পতরোঃ (বেদরূপ কল্পবৃক্ষের) রসঃ (রসময়—বা রসস্বরূপ) ফলং (ফল) ভাগবতং (শ্রীমদ্ভাগবত) আলয়ং (লয়—মোক্ষ—পর্য্যন্ত) পিবতঃ (পান করুন)।

অনুবাদ। এই শ্রীমদ্ভাগবত (সর্ব্ব-পুরুষার্থ-প্রদ) বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফলস্বরূপ। ইহা শুকমুখ হইতে গলিত হইয়া অখণ্ডরূপে পৃথিবীতে পতিত হইয়াছে। অতএব রস-বিশেষে ভাবনা-চতুর রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ অমৃতদ্রবসংযুক্ত এই রসময় ফল মোক্ষপর্য্যন্ত বারম্বার পান করুন। ৪১

এই শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণভক্তিরস-স্বরূপত্ব দেখান হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত নিগমকল্পতরুর ফল-স্বরূপ। বৃক্ষের সার ফল; বৃক্ষের সার্থকতাও ফলে। তদ্রূপ, বেদাদি সমগ্র শাস্ত্রের সার হইল শ্রীমদ্ভাগবত—বেদাদি সমগ্র শাস্ত্রের সার্থকতা শ্রীমদ্ভাগবতে। **নিগম-কল্পতরোঃ**—নিগম (বেদ—বেদাদিশাস্ত্র)-রূপ যে কল্পতরু (কল্পবৃক্ষ), তাহার ফল হইল শ্রীমদ্ভাগবত। কল্পতরু জীবের সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ করিতে সমর্থ; বেদাদি শাস্ত্রও জীবের যাবতীয় পুরুষার্থের—পুরুষার্থলাভের—উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া থাকে; যিনি যে পুরুষার্থ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারই উপায় বেদাদি-শাস্ত্রে পাওয়া যায়; তাই বেদাদিশাস্ত্রকে (বা নিগমকে) কল্পতরু বলা হইয়াছে। এই কল্পতরুর ফল-স্বরূপ হইল শ্রীমদ্ভাগবত। ফলে বাকল থাকে, অষ্ঠি (আটি) থাকে, আঁশ থাকে—যাহা খাওয়া যায় না; এসমস্ত ফেলিয়া দিয়া ফলের কেবল রসটী আস্বাদন করিতে হয়; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতরূপ ফল এইরূপ নহে—ইহাতে বাকল

তথাহি (ভাঃ ১।১।১৯)—
বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥ ৪২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণাবতার-প্রয়োজন-প্রশ্নেনৈব তচ্চরিত-প্রশ্নোঽপি জাত এব, তথাপ্যৌৎসুক্যেন পুনরপি তচ্চরিতান্যেব শ্রোতুমিচ্ছন্তস্তত্রাত্মনস্তৃপ্ত্যাভাবমাবেদয়ন্তি বয়ন্তিতি। যোগযাগাদিষু তৃপ্তাঃ স্মঃ। উদ্গচ্ছতি তমো যস্মাৎ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নাই, আটি নাই, আঁশ নাই ; পরিত্যাগ করিবার কিছুই নাই ; আছে কেবল রস ; তাই বলা হইয়াছে, এই ফলটী **রসং**—রসস্বরূপ, কেবল রসময়। ফল যখন উত্তমরূপে পাকে, তখনই তাহা খুব মিষ্ট, খুব সুস্বাদ হয় এবং তখনই শুকাদি কোনও পক্ষী তাহাতে মুখ দিলেই ফলটী গাছ হইতে পড়িয়া যায়। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে, নিগমকল্পতরুর ফলস্বরূপ যে শ্রীমদ্ভাগবত, তাহা **শুকমুখাৎ ভুবি গলিতং**—শুকের মুখ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই—শ্রীমদ্ভাগবতের মূল গ্রন্থকর্ত্তা ব্যাসদেব হইলেও পরম ভাগবত শ্রীশুকদেব-গোস্বামীই ইহা মহারাজ-পরীক্ষিতের সভায় প্রথমে কীর্ত্তন করেন। এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবত শুকদেব গোস্বামীর মুখে কীর্ত্তিত হইয়াই জগতে প্রচারিত হইয়াছে ; তাই বলা হইয়াছে—এই ভাগবতরূপ ফল শুকমুখ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইয়াছে। সাধারণতঃ গাছে যে ফল পাকিয়া থাকে, শুকপক্ষী তাহাতে মুখ দিলেই তাহা মাটিতে পড়িয়া যায়—শুক তাহার রস আস্বাদন করিতে পারে না ; ভাগবতরূপ ফলটি কিন্তু সেইরূপ নহে ; শ্রীশুকদেব গোস্বামিরূপ শুকপাখী এই ফলটি সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করিয়াছেন—আস্বাদনের মাধুর্য্য-চমৎকারিতায় একটু অবশতা আসিয়া পড়িতেই যেন তাঁহার মুখ হইতে ইহা পড়িয়া গিয়াছিল ; অথবা, ইহার আস্বাদন-চমৎকারিতায় একান্ত মুগ্ধ হইয়াই অপরকেও আস্বাদন করাইবার অভিপ্রায়েই যেন তিনি ইহা মুখ হইতে ফেলিয়া দিলেন—পরীক্ষিতের সভায় কীর্ত্তন করিলেন। কিন্তু এই ফলটীর অদ্ভুত স্বরূপ এই যে—শুকদেব-গোস্বামিরূপ শুকপক্ষী ইহা সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করাতেও এবং তাঁহার মুখ হইতে পৃথিবীতে পতিত হওয়াতেও—অস্থি-বল্কলাদি না থাকা সত্ত্বেও—এই ফলটী অখণ্ডরূপেই পৃথিবীতে পতিত হইয়াছে, কিঞ্চিন্মাত্র অঙ্গহানিও ইহার হয় নাই এবং শুকদেব-গোস্বামিরূপ শুকপাখীর মুখ হইতে পড়িয়া যাওয়ার পরেও সমগ্র ফলের আস্বাদন হইতে তিনি বঞ্চিত হয়েন নাই—পড়িয়া যাওয়ার পরেও পূর্ব্ববৎই তিনি ইহা আস্বাদন করিতেছিলেন, এমনই অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন এই ফলটী। আরও একটী কথা। কোনও ফল যদি অমৃতরসে নিষিক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার স্বাদুতা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ভাগবতরূপ ফলটীর আস্বাদ্যতাও অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে অমৃতদ্রব সংযুক্ত হওয়াতে—শুকমুখের অমৃত রসের সহিত সম্মিলিত হওয়াতে ; তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীমদ্ভাগবত স্বতঃই আস্বাদ্য ; পরম ভাগবতের মুখে কীর্ত্তিত হইলে ইহার আস্বাদ্যতা অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পরমাস্বাদ্য শ্রীমদ্ভাগবত প্রেমময়বপু পরমভাগবত-শ্রীশুকদেব-গোস্বামীর মুখে কীর্ত্তিত হওয়াতে ইহার পরমাস্বাদ্যতা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহা আবার **আলয়ং**—লয় পর্য্যন্ত, মোক্ষ পর্য্যন্ত আস্বাদনীয় ; যাঁহারা ভক্ত,—সাধক হউন কি সিদ্ধ হউন—তাঁহারা সকলেই ভাগবত-রস আস্বাদনের জন্য উৎকণ্ঠিত তো বটেনই ; পরন্তু যাঁহারা জ্ঞানমার্গের সাধক—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত লয় বা তাদাত্ম্য লাভ করিয়া সাযুজ্যমুক্তির অভিলাষী যাঁহারা,—তাঁহারাও যদি একবার শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনীয় শ্রীকৃষ্ণের গুণকথা শুনিতে পায়েন, তাহা হইলে আজীবন—যে পর্য্যন্ত তাঁহারা ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়া না ফেলেন—যে পর্য্যন্ত তাঁহাদের স্বতন্ত্র দেহাদি থাকে—সুতরাং যে পর্য্যন্ত ভাগবত-কীর্ত্তনের যোগ্যতা থাকে, সেই পর্য্যন্ত তাঁহারাও এই ভাগবত-রস পান করিয়া থাকেন—পান না করিয়া থাকিতে পারেন না ; এমনই অদ্ভুত এই রসের আকর্ষণী শক্তি।

১১০-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৪২। অন্বয়। বয়ং তু (আমরা—শৌনকাদি মুনিগণ—কিন্তু) উত্তমঃ-শ্লোকবিক্রমে (উত্তমঃ-শ্লোক

অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র-শ্রুতির অর্থ সার ॥ ১১১

নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ১১২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

স উত্তমস্তথাভূতঃ শ্লোকো যশো যস্য তস্য বিক্রমে তু বিশেষেণ ন তৃপ্যামঃ। অলমিতি ন মন্যামহে। তত্র হেতুঃ যদ্‌বিক্রমং শৃণ্বতাম্। যদ্বা অন্যেতু তৃপ্যন্তু নাম বয়ন্তু নেতি তু-শব্দস্যান্বয়ঃ। অয়মর্থঃ—ত্রিধা হ্যলংবুদ্ধির্ভবতি উদরাদি-ভরণেন বা রসাজ্ঞানেন বা স্বাদুবিশেষাভাবাদ্বা, তত্র শৃণ্বতামিত্যনেন, শ্রোত্রস্যাকাশত্বাদভরণমিত্যুক্তং রসজ্ঞানামিত্যনেন চ অজ্ঞানতঃ পশুবৎ তৃপ্তির্নিরাকৃতা, ইক্ষুভক্ষণবদ্রসান্তরাভাবেন তৃপ্তিং নিরাকরোতি পদে পদে প্রতিক্ষণং স্বাদুতোঽপি স্বাদু। স্বামী। ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীভগবানের চরিত্র-শ্রবণে) ন বিতৃপ্যামঃ (তৃপ্তিলাভ করি না) ; শৃণ্বতাং (শ্রবণকারী) রসজ্ঞানাং (রসজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে) যৎ পদে পদে (যে চরিত্রকথার পদে পদে—প্রতি পদে) স্বাদু স্বাদু (স্বাদু হইতেও স্বাদু)।

অনুবাদ। শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূতের নিকটে বলিলেন ঃ—উত্তমঃ-শ্লোক শ্রীভগবানের চরিত্রকথা-শ্রবণে আমরা কিন্তু তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না (অর্থাৎ ভগবৎ-কথা যতই শুনি, ততই যেন আরও শ্রবণের নিমিত্ত লালসা বর্দ্ধিত হয় ; তাই শ্রবণ-লালসা কখনও পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না) ; যেহেতু যাঁহারা রসজ্ঞ, তাঁহারা যদি এই ভগবৎ-কথা শুনিতে থাকেন, তাহা হইলে এই চরিত্র-কথার প্রতি পদই তাঁহাদের নিকটে স্বাদু হইতে স্বাদু বলিয়া মনে হয় (অর্থাৎ একটী কথা শুনিয়া আর একটী কথা শুনিতে ইচ্ছা হয়—পরের কথাটী পূর্ব্বের কথাটী অপেক্ষা অধিকতর স্বাদু বলিয়া মনে হয় ; এইরূপে, যতই শুনিতে থাকেন, ততই ভগবৎ-কথার স্বাদুতা যেন বৃদ্ধি পাইতে থাকে—সুতরাং শ্রবণের লালসাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে ; কাজেই শ্রবণ-লালসা কখনও তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না)। ৪২

উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে—উদ্‌গত (দূরীভূত) হয় তমঃ (তমোগুণ—অবিদ্যা) যাহা হইতে, তাহাকে বলে উত্তমঃ ; উত্তমঃ হয় শ্লোক (যশঃ—কীর্ত্তি, গুণ) যাঁহার, অর্থাৎ যাঁহার যশোগানে বা গুণকীর্ত্তনে তমঃ (বা অবিদ্যা) দূরীভূত হয়, তিনি উত্তমঃশ্লোক—শ্রীভগবান্। তাঁহার যে বিক্রম (বা চরিত্রকথা), তদ্বিষয়ে।

এই শ্লোকেও ভগবৎ-কথার উপলক্ষণে শ্রীমদ্‌ভাগবতের আস্বাদ্যত্ব বা রস-স্বরূপত্বের প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে ইহাও ১১০ পয়ারের প্রমাণ।

১১১। শ্রীমদ্‌ভাগবতের সর্ব্বশাস্ত্র-সারত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব এবং রস-স্বরূপত্ব প্রতিপন্ন করিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বলিলেন—"শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থের চর্চ্চা কর, তাহা হইলেই বেদান্ত সূত্রের এবং বেদোপনিষদের সার-রহস্য বুঝিতে পারিবে।"

১১২। তিনি প্রকাশানন্দকে আরও বলিলেন—"সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন কর, তাহা হইলে কৃষ্ণ-প্রেমরূপ পরম-ধন লাভ করিতে পারিবে—যে ধনের দ্বারা পরমমধুর শ্রীকৃষ্ণের পরমমধুর সেবা লাভ করিতে পারা যায়। আর যে মুক্তির নিমিত্ত তুমি এত কৃচ্ছ্র সাধন করিতেছ, সেই মুক্তি **হেলায়**—অনায়াসে—বিনা চেষ্টায় আনুষঙ্গিকভাবেই লাভ করিতে পারিবে।"

শ্রীমদ্‌ভাগবত-অনুশীলনের এবং শ্রীকৃষ্ণ-নাম-কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভু প্রকাশানন্দকে গীতা ও ভাগবত হইতে কয়েকটী শ্লোক বলিলেন। এই শ্লোক-কয়টীর আলোচনা করিলে মনে হয়, প্রভু যেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ভক্তির উপদেশ শুনিয়া প্রকাশানন্দের মনে যেন একটা বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। তাহা এইরূপ ঃ—"আমি সমস্ত জীবনটা ভরিয়া জ্ঞান-মার্গের অনুষ্ঠান করিলাম ; এখন এই শেষ সময়ে আমি কি ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে পারিব ? আমার প্রতি ভক্তিদেবীর কি কৃপা হইবে ?" এইরূপ বিতর্ক অনুমান করিয়াই বোধ হয়, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১৮।৫৪)—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ৪৩

তথাহি ভাবার্থদীপিকায়াং (ভাঃ ১০।৮৭।২১)
(নৃসিংহতাপনী ২।৫।১৬)—শাঙ্করভাষ্যে

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥৪৪

তথাহি (ভাঃ ২।১।৯)—

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥ ৪৫

তথাহি (ভাঃ ৩।১৫।৪৩)—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥ ৪৬

তথাহি তত্রৈব (১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ ৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" শ্লোকটী বলিলেন। এই শ্লোকে প্রভু সরস্বতী-মহাশয়কে বুঝাইলেন—"সরস্বতি, চিরকাল জ্ঞান-মার্গের অনুষ্ঠান করিয়াছ বলিয়া এখন ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে কোনও বাধা নাই। জ্ঞানের চর্চ্চায় যাঁহারা ব্রহ্মের ন্যায় চিন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছেন (ব্রহ্মভূতঃ হইয়াছেন), তাঁহারাও পরাভক্তি লাভ করিতে পারেন—যদি জ্ঞান-মার্গের অনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া ভক্তির অনুষ্ঠান করেন।" একথা শুনিয়া প্রকাশানন্দের মনে বোধ হয় একটু ভরসা জন্মিল; কিন্তু তখনই বোধ হয় আর একটা আশঙ্কা জন্মিল যে—"আমি তো বৃদ্ধ হইয়াছি, দেহ-ভঙ্গের আর বিলম্বই বা কত? ভক্তি-মার্গের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিতে পারি, কিন্তু তাহা কতদিনই বা করিতে পারিব, আমি তো কূলে পৌঁছিতে পারিব না।" ইহা অনুমান করিয়াই বোধ হয় শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য্যের উক্তি উল্লেখ করিয়া প্রভু বলিলেন—"প্রকাশানন্দ, ভক্তির সাধনে সিদ্ধিলাভ করার পূর্ব্বেও যদি তোমার দেহত্যাগ হয়, তাহা হইলেও নৈরাশ্যের হেতু নাই; দেহ-ভঙ্গের পরে ভক্তির কৃপায় ভজনোপযোগী দেহ পাইবে। আর পূর্ব্বানুষ্ঠিত জ্ঞান-চর্চ্চার ফলে যদি তোমার সাযুজ্য মুক্তিও হইয়া যায়, তাহা হইলেও আশঙ্কার হেতু নাই; কারণ, "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে;"-এই যে এখন তুমি ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবে, ইহার ফলেই ভক্তিদেবী কৃপা করিয়া তোমাকে অঙ্গীকার করিবেন। যদি তোমার সাযুজ্যমুক্তিও হইয়া যায়, তাহা হইলেও ভক্তিদেবী কৃপা করিয়া ব্রহ্ম-স্বরূপ হইতে তোমাকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া ভজনোপযোগী দেহ দিবেন এবং ভজন করাইবেন। অতএব তুমি ভক্তি অঙ্গের অনুষ্ঠান কর—শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর, আর শ্রীমদ্ভাগবতের অনুশীলন কর; ভক্তির অনুষ্ঠানের মধ্যে এই দুইটী অঙ্গই শ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবত অনুশীলন করিলে বুঝিতে পারিবে, লীলা-পুরুষোত্তম-শ্রীকৃষ্ণের লীলা-মাধুর্য্যের কি আকর্ষণী শক্তি! শুকদেব-গোস্বামী নির্গুণব্রহ্মে নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কথা শুনিয়া তিনি এতই মুগ্ধ হইলেন যে, জ্ঞানানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণলীলাই কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন (পরিনিষ্ঠিতোঽপি শ্লোক)। আরও বুঝিতে পারিবে—শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য কি অদ্ভুত। তাঁহার অঙ্গ-গন্ধই বা কি অদ্ভুত! অঙ্গ-গন্ধের কথা তো দূরে, তাঁহার শ্রীচরণ-সংলগ্ন তুলসীর সৌগন্ধেই ব্রহ্মানন্দসেবী সনকাদি-ঋষিগণের চিত্তের ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল (তস্যারবিন্দনয়নস্য-শ্লোক)। বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণের গুণসমূহ এমনি অদ্ভুত যে, তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া আত্মারাম মুনিগণও তাঁহার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। (আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ শ্লোক)। অতএব তুমি শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর।"

শ্লো। ৪৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৪৪। অন্বয় অন্বয়াদি ২।২৪।৩৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৪৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২৪।১১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৪৬। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।১৭।৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্লো ৪৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৬।১৭ শ্লোকে অথবা মধ্যলীলার চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

হেনকালে সেই মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ।
সভাতে কহিলা এই শ্লোক বিবরণ—॥ ১১৩
এই শ্লোকের অর্থ প্রভু একষষ্টিপ্রকার।
করিয়াছেন যাহা শুনি লোকে চমৎকার॥ ১১৪
তবে সব লোক শুনিতে আগ্রহ করিল।
প্রভু একষষ্টি অর্থ বিবরি কহিল॥ ১১৫
শুনিয়া লোকের বড় হৈল চমৎকার।
'চৈতন্যগোসাঞি কৃষ্ণ' করিল নির্দ্ধার॥ ১১৬
এত কহি উঠিয়া চলিলা গৌরহরি।
নমস্কার করে লোক হরিধ্বনি করি॥ ১১৭
সব কাশীবাসী করে নামসঙ্কীর্ত্তন।
প্রেমে হাসে কান্দে গায় করয়ে নর্ত্তন॥ ১১৮
সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত-বিচার।
বারাণসী দেশ প্রভু করিলা নিস্তার॥ ১১৯
নিজ-গণ লৈয়া প্রভু আইলা বাসাঘর।
বারাণসী হৈল দ্বিতীয় নদীয়া নগর॥ ১২০
নিজ-গণ লৈয়া প্রভু কহে হাস্য কহি—।
কাশীতে বেচিতে আমি আইলুঁ ভাবকালী॥১২১
কাশীতে গ্রাহক নাহি, বস্তু না বিকায়।
পুনরপি বহি দেশে লওয়া নাহি যায়॥ ১২২
'আমি বোঝা বহিব' তোমা-সভার দুঃখ হৈল।
তোমা-সভার ইচ্ছায় বিনামূল্যে বিলাইল॥ ১২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই শ্লোক পাঁচটী এস্থলে উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা পূর্ব্ববর্ত্তী ১১২-পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

১১৩-১৬। "হেনকালে" হইতে "করিল নির্দ্ধারে" পর্য্যন্ত চারি পয়ার।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেই সময়ে প্রকাশানন্দকে উপদেশ দিতেছিলেন, সেই সময়ে সেই স্থানে অনেক লোক ছিলেন। পূর্ব্বকথিত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণও ছিলেন। প্রভু যখন আত্মারাম-শ্লোকটীর উল্লেখ করিলেন, তখন মহারাষ্ট্রীয়-ব্রাহ্মণের স্মরণ হইল যে, সনাতন-গোস্বামীর নিকটে প্রভু এই শ্লোকটীর একষষ্টি রকম অর্থ করিয়াছিলেন; সভামধ্যে ব্রাহ্মণ সেই কথা বলিলেন—শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন—একটী শ্লোকের এত রকম অর্থ!! ঐরূপ অর্থ শুনিবার নিমিত্ত সকলেই অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন—সকলের আগ্রহে প্রভুও আর একবার ঐ আত্মারাম-শ্লোকের একষট্টি রকম অর্থ করিলেন; শুনিয়া সকলেই বিশেষ বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, এইরূপ অর্থ করা, মানুষের শক্তির অতীত। তাঁহারা স্থির করিলেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভু মানুষ নহেন—তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

চৈতন্যগোসাঞি কৃষ্ণ ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যগোসাঞি যে শ্রীকৃষ্ণ—ইহাই তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিলেন।

"চৈতন্য-গোসাঞি কৃষ্ণ করিল নির্দ্ধার"—ইহার পরে কোন কোন গ্রন্থে এইরূপ অতিরিক্ত পাঠ আছে:—"প্রেমানন্দে প্রকাশানন্দের বহে অশ্রুধার। 'হরি হরি' সব লোক বোলে অনিবার॥"

১২১। নিজগণে—প্রভুর অনুগত লোক সকল; তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর, পরমানন্দ-কীর্ত্তনীয়া, মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ, সনাতনগোস্বামী প্রভৃতি।

হাস্য করি—প্রকাশানন্দের পূর্ব্ব-ব্যবহারকে লক্ষ্য করিয়া প্রভু হাসিলেন।

কাশীতে বেচিতে ইত্যাদি—প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুকে পূর্ব্বে ভাবক-সন্ন্যাসী বলিয়া ঠাট্টা করিতেন এবং বলিতেন, "কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী" (২।১৭।১১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ঐ বিষয় উল্লেখ করিয়াই প্রভু হাসিয়া বলিলেন—"কাশীতে বেচিতে আমি আইলুঁ ভাবকালী"। ২।১৭।১৩৫-৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ভাবক-শব্দের অর্থ ২।১৭।১১২ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **ভাবকালী**—প্রেমভক্তি।

১২৩। ২।১৭।১৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **বিনামূল্যে**—সাধনব্যতীত। **তোমাসভার ইচ্ছায়**—তপনমিশ্র, কি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, ইহাঁদের সকলেরই ইচ্ছা হইয়াছিল—প্রভু যেন কাশীবাসী সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করেন; তাই প্রভুও তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়াছিলেন; কারণ, ভগবান্ ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। বিশেষতঃ ভক্তের কৃপাকে উপলক্ষ্য করিয়াই সাধারণতঃ ভগবৎ-কৃপা স্ফুরিত হয়; কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের প্রতি তপনমিশ্রাদির কৃপা হইয়াছিল বলিয়াই

সভে কহে—লোক তারিতে তোমার অবতার।
পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম করিলে নিস্তার ॥ ১২৪
এক বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ।
তাহা নিস্তারিয়া কৈলে আমা-সভার সুখ ॥ ১২৫
বারাণসীগ্রামে যদি কোলাহল হৈল।
শুনি গ্রামী দেশী লোক আসিতে লাগিল ॥ ১২৬
লক্ষকোটি লোক আইসে—নাহিক গণন।
সঙ্কীর্ণ স্থানে প্রভুর না পায় দর্শন ॥ ১২৭
প্রভু যবে স্নানে যান বিশ্বেশ্বর-দর্শনে।
দুই দিগে লোক করে প্রভু-বিলোকনে ॥ ১২৮
বাহু তুলি প্রভু কহে 'বোল কৃষ্ণ হরি'।
দণ্ডবৎ পড়ে লোক হরিধ্বনি করি ॥ ১২৯
এইমত পঞ্চ দিন লোক নিস্তারিয়া।
আর দিন চলিলা প্রভু উদ্বিগ্ন হইয়া ॥ ১৩০
রাত্র্যে উঠি প্রভু যদি করিল গমন।
পাছে লাগ লৈল তবে ভক্ত পঞ্চজন ॥ ১৩১
তপনমিশ্র রঘুনাথ মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ।
চন্দ্রশেখর কীর্ত্তনীয়া পরমানন্দ জন ॥ ১৩২
সভে চাহে প্রভুসঙ্গে নীলাচল যাইতে।
সভারে বিদায় দিল প্রভু যত্ন সহিতে—॥ ১৩৩
যার ইচ্ছা—পাছে আইস আমারে দেখিতে।
এবে আমি একা যাব ঝারিখণ্ডপথে ॥ ১৩৪
সনাতনে কহিল—তুমি যাহ বৃন্দাবন।
তোমার দুই ভাই তথা করিয়াছে গমন ॥ ১৩৫
কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইলে তার করিহ পালন ॥ ১৩৬
এত বলি চলিলা প্রভু সভা আলিঙ্গিয়া।
সভেই পড়িলা তাহাঁ মূর্চ্ছিত হইয়া ॥ ১৩৭
কথোক্ষণে উঠি সভে দুঃখে ঘর আইলা।
সনাতন গোসাঞি বৃন্দাবনেতে চলিলা ॥ ১৩৮
এথা শ্রীরূপগোসাঞি মথুরা আইলা।
ধ্রুবঘাটে তাঁরে সুবুদ্ধিরায় মিলিলা ॥ ১৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

তাঁহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহাদের ইচ্ছা হইয়াছিল এবং ভক্তপরাধীন শ্রীমন্মহাপ্রভুও তপনমিশ্রাদির ইচ্ছার বশীভূত হইয়াই সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করিলেন।

১২৪। **পূর্ব্ব**—বঙ্গদেশ। **দক্ষিণ**—নীলাচল ও দাক্ষিণাত্য। **পশ্চিম**—মথুরা-মণ্ডলাদি।

১২৬। **গ্রামী**—কাশীর নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী লোক। **দেশী**—কাশী-প্রদেশস্থ লোক।

১২৭। **সঙ্কীর্ণ স্থানে**—চন্দ্রশেখরের গৃহে, অল্প-পরিসর স্থানে প্রভু থাকেন; বহুসংখ্যক লোকের সে স্থানে সমাবেশ হইতে পারে না; তাই সকল লোক প্রভুর দর্শন পায় না।

১৩০। **দিন পঞ্চ**—শ্রীসনাতনকে শিক্ষা-প্রদানের পরে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত। অথবা প্রকাশানন্দের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনের পরে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত।

১৩৪। **পাছে**—আমার চলিয়া যাওয়ার কিছুদিন পরে, আমার সঙ্গে নহে।

একা যাব—অর্থাৎ কাশীস্থ ভক্তগণের কাহাকেও সঙ্গে নিবেন না, বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যাদি প্রভুর সঙ্গী দুইজন অবশ্যই সঙ্গে থাকিবেন। **ঝারিখণ্ড পথে**—বন পথে।

১৩৫। **দুইভাই**—রূপ ও অনুপম (জীবগোস্বামীর পিতা)। **তথা**—বৃন্দাবনে।

১৩৬। **কাঁথা করঙ্গিয়া**—ছেড়া-কাঁথাধারী ও করঙ্গধারী, অতএব কাঙ্গাল।

করিহ পালন—আমার কাঙ্গাল-ভক্তগণ বৃন্দাবনে আসিলে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিও; তাহাদের আহারাদির সংস্থান করিও এবং যাহাতে তাহাদের ভক্তির পুষ্টি হয়, তদ্রূপ উপদেশাদি দিও।

কোন কোন গ্রন্থে "আইলে" স্থলে "আইসে যদি" বা "আসিবে" পাঠ আছে।

১৩৯। **সুবুদ্ধিরায় মিলিলা**—কাশীতে মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়া তাঁহারই আদেশে সুবুদ্ধিরায় মথুরায় আসিয়াছিলেন; ধ্রুবঘাটে রূপ-গোস্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধিরায় ছিলা গৌড়-অধিকারী।
হুসেন খাঁ সৈয়দ করে তাঁহার চাকুরী ॥ ১৪০
দীঘী খোদাইতে তারে মন্‌সাব কৈল।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল ॥ ১৪১
পাছে যবে হুসেন খাঁ গৌড়ের রাজা হৈল।
সুবুদ্ধিরায়েরে তেঁহো বহু বাঢ়াইল ॥ ১৪২
তাঁর স্ত্রী তাঁর অঙ্গে দেখে মারণের চিহ্নে।
সুবুদ্ধিরায়ে মারিবারে কহে রাজাস্থানে ॥ ১৪৩
রাজা কহে—আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা।
তাহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা ॥ ১৪৪
স্ত্রী কহে—জাতি লহ যদি প্রাণে না মারিবে।
রাজা কহে—জাতি নিলে ইঁহো নাহি জীবে ॥ ১৪৫
স্ত্রী মারিতে চাহে, রাজা শঙ্কটে পড়িলা।
করোয়ার পানী তার মুখে দেয়াইলা ॥ ১৪৬
তবে সুবুদ্ধি রায় সেই ছদ্ম পাইয়া।
বারাণসী আইলা সব-বিষয় ছাড়িয়া ॥ ১৪৭
প্রায়শ্চিত্ত পুছিল তেঁহো পণ্ডিতের স্থানে।
তাঁরা কহেন—তপ্তঘৃত খাঞা ছাড় প্রাণে ॥১৪৮
কেহো কহে—এই নহে, অল্পদোষ হয়।
শুনিঞা রহিলা রায় করিয়া সংশয় ॥ ১৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৪০। **পূর্ব্বে যবে**—সুবুদ্ধিরায়ের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত বলিতেছেন।

গৌড়-অধিকারী—সুবুদ্ধিরায় পূর্ব্বে মুসলমান সম্রাটের অধীনে গৌড়ের রাজা ছিলেন। তখন সৈয়দ হুসেন খাঁ তাঁহার অধীনে চাকুরী করিতেন।

১৪১। একটী দীঘী খোদাইবার জন্য রাজা সুবুদ্ধিরায় হুসেন খাঁকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। **মন্‌সাব**—ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। হুসেনসার কার্য্যে দোষ (ছিদ্র) পরিলক্ষিত হওয়ায় শাস্তি-স্বরূপে সুবুদ্ধিরায় তাঁহাকে চাবুক মারিয়াছিলেন।

১৪২। **পাছে যবে**—১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে সুবুদ্ধি রায়ের স্থলে হুসেনখাঁই রাজা হইলেন।

বহু বাড়াইল—খুব সম্মান করিলেন। সুবুদ্ধি-বায় যখন রাজা ছিলেন, তখন হুসেন খাঁ তাঁহার অধীনে একজন কর্ম্মচারী ছিলেন; সেই সময়ে রায়ের দ্বারা হুসেনখাঁ অনেক উপকৃত হইয়াছিলেন। সেই উপকারের কথা স্মরণ করিয়া, হুসেন খাঁ যখন রাজা হইলেন, তখন তিনি রায়কে অত্যন্ত সম্মানিত করিলেন।

১৪৩। একদিন হুসেন খাঁ যখন খালি গায়ে ছিলেন, তখন তাঁহার পিঠে চাবুকের দাগ দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী ঐ দাগের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি সমস্ত বলিলেন। শুনিয়া, সুবুদ্ধিরায়কে বধ করার নিমিত্ত স্ত্রী তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। **মারণের চিহ্ন**—চাবুকের দাগ।

১৪৪। কিন্তু হুসেন খাঁ বলিলেন—সুবুদ্ধিরায় আমার পূর্ব্ব-মনিব, তিনি আমার পালন-কর্ত্তা; সুতরাং পিতৃতুল্য; তাঁহাকে বধ করা আমার পক্ষে সঙ্গত হয় না। **পোষ্টা**—পালনকর্ত্তা।

১৪৬। স্ত্রীর অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া হুসেনখাঁ সুবুদ্ধিরায়ের মুখে তাঁহার করোয়ার জল দেওয়াইলেন। মুসলমানের স্পৃষ্ট জল মুখে যাওয়াতে সুবুদ্ধিরায়ের জাতি নষ্ট হইল।

করোয়া—মুসলমানের ব্যবহৃত জল-পাত্র-বিশেষ। **পানী**—জল।

১৪৭। **ছদ্ম**—ছল।

১৪৮। **প্রায়শ্চিত্ত**—মুসলমানের জল মুখে যাওয়ায় যে তাঁহাকে জাতি-ভ্রষ্ট হইতে হইয়াছে, তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত। কোন কোন পণ্ডিত ব্যবস্থা দিলেন যে, তপ্ত ঘৃত পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

১৪৯। আবার কোনও কোনও পণ্ডিত বলিলেন—'সুবুদ্ধিরায় নিজে ইচ্ছা করিয়া তো মুসলমানের জল খান নাই; জোর করিয়া তাঁহার মুখে জল দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং এ অতি সামান্য দোষ; এই সামান্য দোষে তপ্ত

তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসী আইলা।
তাঁরে মিলি রায় আপন বৃত্তান্ত কহিলা॥ ১৫০
প্রভু কহে—ইহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন॥ ১৫১
এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম হৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥ ১৫২
রায় আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে চলিলা।
প্রয়াগ অযোধ্যা দিয়া নৈমিষারণ্যে আইলা॥ ১৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ঘৃত-পানকরারূপ গুরু-প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না।' পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ হওয়াতে প্রায়শ্চিত্তের বিধি সম্বন্ধে রায়ের সন্দেহ জন্মিল; তাই তিনি তখন ব্যবস্থানুরূপ প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন।

১৫১। মহাপ্রভু যখন কাশীতে আসিলেন, তখন সুবুদ্ধিরায় তাঁহার চরণে সমস্ত নিবেদন করিলেন; প্রভু প্রায়শ্চিত্তের এইরূপ ব্যবস্থা দিলেন—"তুমি এ স্থান ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যাও; যাইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন কর। নামাভাসেই তোমার পাপ দূর হইবে, আর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। নাম-কীর্ত্তনের ফলে তোমার শ্রীকৃষ্ণ-চরণ লাভ হইবে।" পরবর্ত্তী বিবরণ (২।২৫।১৫৪-পয়ার) হইতে বুঝা যায়, প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের পথে কাশীতে এই ঘটনা।

কেহ বলিতে পারেন—কাশীবাসী পণ্ডিতগণ যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিলেন, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সেই স্মৃতির ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করিলেন কেন? ইহাতে কি স্মৃতির অবমাননা, সুতরাং ধর্ম্মহানি হইল না? ইহার উত্তর এই:— মহাপ্রভু স্মৃতিকে উপেক্ষা করেন নাই; স্মৃতিতে যে সমস্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, তাহাদের মধ্যে শ্রীহরি-স্মরণও একটী এবং এই শ্রীহরি-স্মরণকেই শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। "প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃ-কর্ম্মাত্মকানি চ। যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্॥ বিষ্ণুপুরাণ, দ্বিতীয় অংশ ৬ষ্ঠ অঃ ৩৫ শ্লোক।—তপস্যাত্মক ও কর্ম্মাত্মক যে অশেষ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত আছে, তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অনুস্মরণই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত।" শ্রীমন্মহাপ্রভু সুবুদ্ধিরায়ের জন্য এই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাই দিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের উক্ত শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকে, শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণকে কেন যে শ্রেষ্ঠ-প্রায়শ্চিত্ত বলা হইল, তাহার হেতুও দেওয়া হইয়াছে। "কৃতে পাপেঽনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে। প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্যৈকং হরিসংস্মরণং পরম্॥ ৩৬॥—পাপ করিয়া, যে পুরুষের অনুতাপ জন্মে, তাহার পক্ষেই মন্বাদির কথিত কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত উপযুক্ত। হরি-সংস্মরণই পরম-প্রায়শ্চিত্ত, অনুতাপ না হইলেও হরি-স্মরণে পাপ নষ্ট হয়; কিন্তু অন্য প্রায়শ্চিত্তে অনুতাপ ব্যতীত পাপ ক্ষয় হয় না।" (—বিষ্ণুপুরাণের বঙ্গবাসী সংস্করণে ভট্টপল্লী নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নকৃত অনুবাদ)।

আরও একটী বিবেচ্য বিষয় আছে। কর্ম্মাত্মক-প্রায়শ্চিত্তের সম্বন্ধ কেবল দেহের সঙ্গে; জীবস্বরূপের সঙ্গে ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণরূপ পরম প্রায়শ্চিত্ত দেহ ও আত্মা উভয়কেই পবিত্র করে—"যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।" উক্ত প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণেও একথা বলা হইয়াছে। "বিষ্ণুসংস্মরণাৎ ক্ষীণ-সমস্ত-ক্লেশ-সঞ্চয়ঃ। মুক্তিং প্রয়াতি স্বর্গাপ্তিস্তস্য বিঘ্নোঽনুমীয়তে॥ ২।৬।৩৮॥—বিষ্ণুসংস্মরণ জন্য সমস্ত সঞ্চিত পাপক্ষয় হইয়া মুক্তি-লাভ করে; তখন স্বর্গ-প্রাপ্তিও তাহার পক্ষে বিঘ্ন বলিয়া অনুমিত হয়।"

মুসলমানের জল মুখে যাওয়াতে জাতি গিয়াছিল—সুবুদ্ধিরায়ের দেহটার; তাঁহার জীবাত্মার জাতি যায় নাই; কারণ, জীবাত্মার কোনও জাতি নাই, জীবাত্মা ব্রাহ্মণও নহে, শূদ্রও নহে; জীবাত্মা জন্য-পদার্থ নহে—ইহা নিত্য—শ্রীকৃষ্ণের চিৎকণ অংশ, ইহাই তাহার জাতি; ঐ দেহটাকে জাতিতে উত্তোলনের নিমিত্তই কর্ম্মাত্মক-প্রায়শ্চিত্ত তপ্ত-ঘৃতপানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সুবুদ্ধিরায় অনুতপ্ত হইয়া থাকিলে ঐ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানে তাঁহার দেহটা জাতিতে উঠিতে পারিত বটে (অর্থাৎ, তপ্ত-ঘৃত পান করিয়া তাঁহার দেহপাত হইলে তাঁহার স্ব-জাতীয়েরা তাঁহার শব-সৎকার করিতে পারিত বটে); কিন্তু তাহাতে তাঁহার আত্মার কি হইত? তিনি যে ভজনোপযোগী দুর্ল্লভ

কথোদিন তেঁহো নৈমিষারণ্যে রহিলা।
তাবদ্বৃন্দাবন দেখি প্রভু প্রয়াগ আইলা ॥ ১৫৪
মথুরা আসিয়া রায় প্রভুবার্ত্তা পাইল।
প্রভুর লাগ না পাইয়া মনে দুঃখী হৈল ॥ ১৫৫
রায় শুষ্ককাষ্ঠ আনি বেচে মথুরাতে।
পাঁচ ছয় পৈছা পায় একেক বোঝাতে ॥ ১৫৬
আপনে রহে এক পৈছার চানা চাবানা খাইয়া।
আর পৈছা বানিয়া স্থানে রাখেন ধরিয়া ॥ ১৫৭
দুঃখী বৈষ্ণব দেখি তারে করান ভোজন ॥
গৌড়িয়া আইলে দধি ভাত তৈলমর্দ্দন ॥ ১৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মনুষ্য-দেহ লাভ করিয়াছিলেন, সেই দেহের সার্থকতা কোথায় থাকিত? জাতি-রক্ষার নিমিত্ত তিনি মানব-দেহের বিনাশ-সাধন করিলে, তাঁহার সদ্গতির নিমিত্ত ভগবদ্-ভজন তো তাঁহাদ্বারা আর হইতে পারিত না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতে তাঁহার উভয়দিকই রক্ষা হইল—শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ-বশতঃ প্রায়শ্চিত্তার্হ পাপেরও ক্ষয় হইল এবং শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া মানব-জন্মের সার্থকতা সাধন করাও হইল।

১৫৪। **তাবদ্ বৃন্দাবন** ইত্যাদি—সুবুদ্ধিরায় যখন নৈমিষারণ্যে ছিলেন, তখন মহাপ্রভু বৃন্দাবন দেখিয়া প্রয়াগে আসিলেন। সুতরাং প্রভুর সঙ্গে রায়ের সাক্ষাৎ হয় নাই।

১৫৫। **প্রভুবার্ত্তা**—প্রভু যে মথুরায় আসিয়াছিলেন, এই সংবাদ।

১৫৬। জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য সুবুদ্ধিরায় কি করিতেন, তাহা বলিতেছেন। মথুরার নিকটবর্ত্তী বন হইতে শুষ্ক-কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া বোঝা বাঁধিয়া তিনি মথুরার বাজারে আনিয়া বিক্রয় করিয়া পাঁচ পয়সা কি ছয় পয়সা পাইতেন। তখনকার দিনে পাঁচ ছয় পয়সার মূল্য আজকালকার আট আনারও বেশী। যাহা হউক, কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া তিনি যাহা পাইতেন, তাহার সমস্তই যে তিনি নিজের ভোগের জন্য ব্যয় করিতেন, তাহা নহে। তিনি নিজে এক পয়সার চানামাত্র খাইতেন, আর বাকী পয়সা কাঙ্গাল-বৈষ্ণবদের সেবার উদ্দেশ্যে বাণিয়ার দোকানে জমা রাখিতেন। এইরূপ জমা রাখাতে তাঁহার সঞ্চয়-দোষ ঘটিবার আশঙ্কা ছিল না। নিজের ভোগের উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিলেই দোষ।

সুবুদ্ধিরায় এক সময়ে বাঙ্গালার রাজা ছিলেন—কত দাসদাসী তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিত, চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয়—কত উপাদেয় বস্তু তিনি ভোগ করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহার আজ সমস্ত ভোগবাসনা দূর হইয়াছে—সংসারে অপূর্ব্ব বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। ইহাই কৃপার পরিচয়।

সুবুদ্ধিরায়ের আচরণ আদর্শ-স্থানীয়। তাঁহার আত্মনির্ভরতা, পরাপেক্ষা-শূন্যতা বৈষ্ণবমাত্রেরই অনুকরণীয়। আজকাল কেহ কেহ ভজনের উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করিয়া যান বটে; কিন্তু আত্ম-নির্ভরতার চেষ্টা করেন না; নিজেদের জীবিকা-নির্ব্বাহের নিমিত্ত, তাঁহাদিগকে গৃহস্থের মুখাপেক্ষী হইতে হয়। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা। কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা। ৩।৬।২২২॥" আরও বলিয়াছেন—"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ। বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস-নিমন্ত্রণ। দাতা-ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন ॥ ৩।৬।২৭৩-৭৪ ॥"

১৫৮। **গৌড়িয়া**—বঙ্গদেশী বৈষ্ণব। সুবুদ্ধিরায় বাঙ্গালী-বৈষ্ণবগণকে সঞ্চিত পয়সা দ্বারা দধি, ভাত এবং তৈলমর্দ্দনের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। নদীবহুল বাঙ্গালাদেশে যাহাদের বাস, জলশূন্য পশ্চিমাঞ্চলে তাহাদের পক্ষে একটু স্নিগ্ধ জিনিষের দরকার। শুখা রুটী তাহাদের সহ্য হয় না। দধি, ভাতই তাঁহাদের শরীরের পক্ষে উপযোগী এবং শরীরে তৈলমর্দ্দন না করিলেও সেইস্থানে বোধ হয়, তাহাদের শরীরে অত্যন্ত রুক্ষতা প্রকাশ পাইত। এজন্যই বোধ হয় তিনি বাঙ্গালী-বৈষ্ণবদের জন্য দধি, ভাত ও তৈল-মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিতেন।

রূপগোসাঞি আইলে তাঁরে বহু প্রীতি কৈল।
আপনসঙ্গে লঞা দ্বাদশবন করাইল ॥ ১৫৯
মাসমাত্র রূপগোসাঞি রহিলা বৃন্দাবনে।
শীঘ্র চলি আইল সনাতনানুসন্ধানে ॥ ১৬০
গঙ্গাতীরপথে প্রভু প্রয়াগেরে গেলা।
ইহা শুনি দুই ভাই সেই পথে চলিলা ॥ ১৬১
এথা সনাতনগোসাঞি প্রয়াগে আসিয়া।
মথুরা আইলা সরান রাজপথ দিয়া ॥ ১৬২
মথুরাতে সুবুদ্ধিরায় তাহারে মিলিলা।
রূপ-অনুপম-কথা সকলি কহিলা ॥ ১৬৩
গঙ্গাপথে দুইভাই, রাজপথে সনাতন।
অতএব তাঁহাসনে না হৈল মিলন ॥ ১৬৪
সুবুদ্ধিরায় বহু স্নেহ করে সনাতনে।
ব্যবহার স্নেহ সনাতন নাহি মানে ॥ ১৬৫
মহাবিরক্ত সনাতন ভ্রমে বনেবনে।
প্রতিবৃক্ষে প্রতিকুঞ্জে রহে রাত্রিদিনে ॥ ১৬৬
মথুরামাহাত্ম্য-শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া।
লুপ্ততীর্থ প্রকট কৈল বনেতে ভ্রমিয়া ॥ ১৬৭
এইমত সনাতন বৃন্দাবনে রহিলা।
রূপগোসাঞি দুইভাই কাশীতে আইলা ॥ ১৬৮
মহারাষ্ট্রী দ্বিজ, শেখর, মিশ্র তপন।
তিনজনসহ রূপ করিলা মিলন ॥ ১৬৯
শেখরের ঘরে বাসা, মিশ্রঘরে ভিক্ষা।
মিশ্রমুখে শুনে—সনাতনে প্রভুর শিক্ষা ॥ ১৭০
কাশীতে প্রভুর চরিত্র শুনি তিনের মুখে।
সন্ন্যাসীরে কৃপা শুনি পাইল বড় সুখে ॥ ১৭১
মহাপ্রভুর উপর লোকের প্রণতি দেখিয়া।
সুখী হৈলা লোকমুখে কীর্ত্তন শুনিয়া ॥ ১৭২
দিন-দশ রহি রূপ গৌড়ে যাত্রা কৈল।
সনাতন-রূপের এই চরিত্র কহিল ॥ ১৭৩
এথা মহাপ্রভু যদি নীলাদ্রি চলিলা।
নির্জ্জন বন পথে যাইতে মহাসুখ পাইলা ॥ ১৭৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৫৯। শ্রীরূপগোস্বামী যখন মথুরায় আসিলেন, তখন সুবুদ্ধিরায় তাঁহাকে অত্যন্ত প্রীতি করিলেন এবং সঙ্গে করিয়া দ্বাদশবন দেখাইলেন। **তাঁরে**—রূপগোস্বামীকে।

১৬১। ইহা শুনি—গঙ্গাতীরের পথে মহাপ্রভু প্রয়াগ গিয়াছেন, ইহা শুনিয়া রূপ ও অনুপম উভয়ে গঙ্গাতীরের পথে সনাতনের অনুসন্ধানে চলিলেন।

১৬২। এদিকে সনাতনগোস্বামী কাশী হইতে প্রয়াগে আসিলেন এবং প্রয়াগ হইতে প্রসিদ্ধ রাজপথ (রাস্তা) দিয়া মথুরায় আসিলেন।

সরান রাজপথ—প্রসিদ্ধ রাস্তা।

১৬৪। রূপ ও অনুপম গঙ্গাতীরের পথে গিয়াছিলেন। আর সনাতন প্রসিদ্ধ রাজপথ দিয়া গেলেন; এজন্য তাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই।

১৬৫। শ্রীসনাতন নিজের সুখ-সচ্ছন্দতার বিষয় সমস্তই ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া সুবুদ্ধিরায়ের স্নেহ-ব্যবহার তিনি পছন্দ করিতেন না। **ব্যবহার স্নেহ**—ব্যবহারিক যথাবস্থিত দেহের প্রতি স্নেহ।

১৬৬। প্রতিবৃক্ষে ইত্যাদি—দিনের বেলায় এক এক দিন এক এক বৃক্ষতলে এবং রাত্রিতে এক এক রাত্রি এক এক কুঞ্জে বাস করেন। একস্থানে একাধিক রাত্রি বা একাধিক দিন থাকিতেন না।

১৬৭। সনাতন-গোস্বামী মথুরা-মাহাত্ম্য নামক শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা দেখিয়া দেখিয়া মথুরাখণ্ডের লুপ্ততীর্থ-সকলের স্থান নির্দেশ করিলেন।

লুপ্ততীর্থ—যে সকল তীর্থস্থানের কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল; সুতরাং যে সমস্ত তীর্থ লোপ পাইয়াছিল।

প্রকট কৈল—ঐ সকল তীর্থের স্থান নির্দেশ করিয়া তীর্থগুলিকে প্রকাশ করিলেন।

১৭০। মিশ্রঘরে ভিক্ষা—রূপ ও অনুপম তপন-মিশ্রের ঘরে আহার করিতেন।

সুখে চলি আইসে প্রভু বলভদ্রসঙ্গে।
পূর্ব্ববৎ মৃগাদিসঙ্গে কৈল নানারঙ্গে ॥ ১৭৫
আঠারনালাতে আসি ভট্টাচার্য্যব্রাহ্মণে।
পাঠাইয়া বোলাইল নিজ ভক্তগণে ॥ ১৭৬
শুনি যেন ভক্তগণ পুনরপি জীলা।
দেহে প্রাণ আইলে যেন ইন্দ্রিয় উঠিলা ॥ ১৭৭
আনন্দে বিহ্বল ভক্ত ধাইয়া আইলা।
নরেন্দ্রে আসিয়া সভে প্রভুরে মিলিলা ॥ ১৭৮
পুরী-ভারতীর কৈল প্রভু চরণ-বন্দন।
দোঁহে মহাপ্রভুরে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১৭৯
দামোদর-স্বরূপ, পণ্ডিত গদাধর।
জগদানন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর ॥ ১৮০
কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্নমিশ্র, পণ্ডিত দামোদর।
হরিদাস ঠাকুর, আর পণ্ডিত শঙ্কর ॥ ১৮১
আর সব ভক্ত প্রভুর চরণে পড়িলা।
সভা আলিঙ্গিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ ১৮২
আনন্দ-সমুদ্রে ভাসে সব ভক্তগণে।
সভা লঞা চলিলা প্রভু জগন্নাথ-দর্শনে ॥ ১৮৩
জগন্নাথ দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
ভক্তসঙ্গে বহুক্ষণ নৃত্যগীত কৈলা ॥ ১৮৪
জগন্নাথসেবক আনি মালা প্রসাদ দিলা।
তুলসীপড়িছা আসি চরণ বন্দিলা ॥ ১৮৫।
'মহাপ্রভু আইলা'—গ্রামে কোলাহল হৈল।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ মিলিলা সকল ॥১৮৬
সভা সঙ্গে লঞা প্রভু মিশ্রবাসা আইলা।
সার্ব্বভৌম পণ্ডিতগোসাঞি নিমন্ত্রণ কৈলা ॥১৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৭৫। **বলভদ্র-সনে**—বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে।

পূর্ব্ববৎ—শ্রীবৃন্দাবন-যাওয়ার পথে যেরূপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ।

মৃগাদিসঙ্গে—সিংহ, ব্যাঘ্র, হরিণ-প্রভৃতি বন্য-জন্তুকে কৃষ্ণনাম লওয়াইলেন।

১৭৬। **আঠার নালা**—পুরীর নিকটবর্ত্তী একটী স্থান। এই স্থানে আসিয়া প্রভু নীলাচলস্থিত নিজ ভক্তগণকে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা জানাইবার নিমিত্ত বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যের পাচক ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া দিলেন।

১৭৭। প্রভুর বিরহে নীলাচলের ভক্তগণ এতদিন যেন মৃতবৎ হইয়াছিলেন; তাঁহাদের কর্ম্ম-নির্ব্বাহক হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়সকল যেন কর্ম্ম-করণে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল—এখন প্রভুর আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাদের দেহে যেন প্রাণ আসিল, ইন্দ্রিয়সকলও যেন কার্য্যকরী শক্তি পাইল। প্রভুই তাঁহাদের প্রাণ—তাই প্রভুর বিরহে তাঁহারা মৃতবৎ হইয়াছিলেন। **জীলা**—জীবিত হইল। **দেহে প্রাণ** ইত্যাদি—দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হইয়া গেলে হস্ত-পদাদি ইন্দ্রিয়সকল যেমন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিয়া গেলেও ভক্তগণ তদ্রূপ নির্জীব—অশক্ত হইয়াছিলেন। মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার হইলে যেমন ইন্দ্রিয়-সমূহও কার্য্যকরী শক্তি পায়, প্রভুর আগমন-বার্ত্তা শুনিয়াও ভক্তগণ তদ্রূপ আনন্দে যেন সজীব হইয়া উঠিলেন।

১৭৮। **নরেন্দ্রে**—নরেন্দ্র-সরোবরে। ভক্তগণ প্রভুর সহিত মিলিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিলেন। নরেন্দ্র-সরোবরের তীর পর্য্যন্ত আসিলে তাঁহারা প্রভুর সাক্ষাৎ পাইলেন।

১৭৯। **পুরী-ভারতী**—পরমানন্দপুরী এবং ব্রহ্মানন্দ-ভারতী। এই দুইজন শ্রীপাদমাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীর শিষ্য, সুতরাং মহাপ্রভুর গুরুস্থানীয়। তাই প্রভু তাঁহাদের চরণ বন্দন করিলেন।

১৮৫। **মালা-প্রসাদ**—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদী-মালা এবং মহাপ্রসাদ।

তুলসী-পড়িছা—তুলসী-নামক পড়িছা। পড়িছা বোধ হয় প্রতিহারী-শব্দের অপভ্রংশ।

১৮৭। **মিশ্রবাসা**—কাশীমিশ্রের বাড়ীতে প্রভুর বাসায়। **সার্ব্বভৌম পণ্ডিত-গোসাঞি**—বাসুদেব-সার্ব্বভৌম এবং গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী উভয়েই প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

প্রভু কহে—মহাপ্রসাদ আন এই স্থানে।
সভাসঙ্গে ইহাঁ আজি করিব ভোজনে ॥ ১৮৮

তবে দোঁহে জগন্নাথ-প্রসাদ আনিল।
সভা সঙ্গে মহাপ্রভু ভোজন করিল ॥ ১৮৯

এই ত কহিল প্রভু দেখি বৃন্দাবন।
পুনরপি কৈল যৈছে নীলাদ্রিগমন ॥ ১৯০

ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ ॥ ১৯১

মধ্যলীলার এই কৈল দিগ্‌দরশন।
ছয় বৎসর কৈল যৈছে গমনাগমন ॥ ১৯২

শেষ অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে বাস।
ভক্তগণ-সঙ্গে করে কীর্ত্তনবিলাস ॥ ১৯৩

মধ্যলীলার ক্রম এবে করি অনুবাদ।
অনুবাদ কৈলে হয় কথার (লীলার) আস্বাদ ॥১৯৪

প্রথম পরিচ্ছেদে শেষলীলার সূত্রগণ।
তহিঁ মধ্যে কোনভাগের বিস্তার বর্ণন ॥ ১৯৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর প্রলাপবর্ণন।
তহি মধ্যে নানাভাবের দিগ্‌দরশন ॥ ১৯৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর কহিল সন্ন্যাস।
আচার্য্যের ঘরে যৈছে করিলা বিলাস ॥ ১৯৭

চতুর্থে মাধবপুরীর চরিত্র-আস্বাদন।
গোপাল স্থাপন ক্ষীরচুরির বর্ণন ॥ ১৯৮

পঞ্চমে সাক্ষিগোপাল চরিত্রবর্ণন।
নিত্যানন্দ কহে, প্রভু করে আস্বাদন ॥ ১৯৯

ষষ্ঠে সার্ব্বভৌমের করিল উদ্ধারণ।
সপ্তমে তীর্থযাত্রা বাসুদেব-বিমোচন ॥ ২০০

অষ্টমে রামানন্দসংবাদ বিস্তার।
আপনে শুনিল সব সিদ্ধান্তের সার ॥ ২০১

নবমে কহিল দক্ষিণ-তীর্থভ্রমণ।
দশমে কহিল সর্ব্ববৈষ্ণব-মিলন ॥ ২০২

একাদশে শ্রীমন্দিরে বেঢ়াসঙ্কীর্ত্তন।
দ্বাদশে গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন-ক্ষালন ॥ ২০৩

ত্রয়োদশে রথ-আগে প্রভুর নর্ত্তন।
চতুর্দ্দশে হোরাপঞ্চমী-যাত্রা-দরশন ॥ ২০৪

তার মধ্যে ব্রজদেবীর ভাবের শ্রবণ।
স্বরূপ কহেন, প্রভু করে আস্বাদন ॥ ২০৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

১৮৯। দোঁহে—সার্ব্বভৌম এবং গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামী।

১৯২। ছয় বৎসর ইত্যাদি—সন্ন্যাস-গ্রহণের পর, দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ, গৌড়গমন, বৃন্দাবনগমন প্রভৃতিতে প্রভুর ছয় বৎসর অতীত হইয়াছিল। ইহার পরে প্রভু আর কোথাও যান নাই।

১৯৩। শেষ অষ্টাদশ ইত্যাদি—এই ছয় বৎরের পরে আঠার বৎসর পর্য্যন্ত প্রভু নীলাচলেই ছিলেন ; নীলাচলে থাকিয়াই ঐ আঠার বৎসর ভক্তগণকে লইয়া কীর্ত্তনাদি করিতেন। তাহার পরে প্রভু লীলা-সম্বরণ করেন।

১৯৪। এইক্ষণে মধ্যলীলার কোন্ পরিচ্ছেদে কি বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাই উল্লেখ করিতেছেন।

অনুবাদ—পূর্ব্বে উল্লিখিত বিষয়ের পুনরুল্লেখ।

১৯৭। আচার্য্যের ঘরে—শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের ঘরে।

১৯৮। গোপালস্থাপন—গোবর্দ্ধনে শ্রীগোপাল-মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা।

ক্ষীরচুরি—মাধবেন্দ্র-পুরীগোস্বামীর নিমিত্ত ক্ষীরচোরা-গোপীনাথ-কর্ত্তৃক ক্ষীর চুরি।

১৯৯। নিত্যানন্দ কহে ইত্যাদি—সাক্ষীগোপালের চরিত্র, যাহা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু বর্ণন করিয়াছিলেন এবং শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শুনিয়া আস্বাদন করিয়াছিলেন। গোপালের ভক্তবৎসলতাই আস্বাদনের বিষয়।

২০০। বাসুদেব-বিমোচন—গলিত-কুষ্ঠরোগী বাসুদেবের উদ্ধার।

২০৫। স্বরূপ কহেন ইত্যাদি—ব্রজদেবীর ভাব, যাহা স্বরূপ-দামোদর বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং শ্রীমন্‌-মহাপ্রভু আস্বাদন করিয়াছিলেন।

পঞ্চদশে ভক্তের গুণ শ্রীমুখে কহিল।
সার্ব্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা, অমোঘ তারিল ॥ ২০৬
ষোড়শে বৃন্দাবনযাত্রা গৌড়দেশ-পথে।
পুন নীলাচল আইলা নাটুশালা হৈতে ॥ ২০৭
সপ্তদশে বনপথে মথুরা-গমন।
অষ্টাদশে বৃন্দাবন-বিহার বর্ণন ॥ ২০৮
ঊনবিংশে মথুরা হৈতে প্রয়াগে গমন।
তার মধ্যে শ্রীরূপেরে শক্তিসঞ্চারণ ॥ ২০৯
বিংশতি পরিচ্ছেদে সনাতনের মিলন।
তার মধ্যে ভগবানের স্বরূপবর্ণন ॥ ২১০
একবিংশে কৃষ্ণৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য বর্ণন।
দ্বাবিংশে দ্বিবিধ সাধন-ভক্তি-বিবরণ ॥ ২১১
ত্রয়োবিংশে প্রেমভক্তি-রসের কথন।
চতুর্বিংশে আত্মারাম-শ্লোকার্থ-বিবরণ ॥ ২১২
পঞ্চবিংশে কাশীবাসিবৈষ্ণব-করণ।
কাশী হৈতে পুন নীলাচলে আগমন ॥ ২১৩
পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদের এই কৈল অনুবাদ।
যাহার শ্রবণে হয় গ্রন্থার্থ-আস্বাদ ॥ ২১৪
সংক্ষেপে কহিল এই মধ্যলীলা সার।
কোটিগ্রন্থে বর্ণন না যায় ইহার বিস্তার ॥ ২১৫
জীব নিস্তারিতে প্রভু ভ্রমিলা দেশে দেশে।
আপনি আস্বাদি ভক্তি করিল প্রকাশে ॥ ২১৬
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার।
ভাবতত্ত্ব রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব আর ॥ ২১৭
ভাগবত-তত্ত্বরস করিল প্রচার।
'কৃষ্ণতুল্য ভাগবত' জানাইল সংসার ॥ ২১৮
ভক্তলাগি বিস্তারিল আপন বদনে।
কাহেঁা ভক্তমুখে কহাই শুনিলা আপনে ॥ ২১৯
চৈতন্য সমান আর কৃপালু বদান্য।
ভক্তবৎসল নাহি আর ত্রিজগতে অন্য ॥ ২২০
শ্রদ্ধাকরি এই লীলা শুন ভক্তগণ।
ইহার প্রসাদে পাবে চৈতন্য চরণ ॥ ২২১
ইহার প্রসাদে পাবে কৃষ্ণতত্ত্ব-সার।
সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্তের ইহাঁ পাইবে পার ॥ ২২২

যথারাগঃ—

কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার,
দশদিগে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মন-হংস চরাহ তাহাতে ॥ ২২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২০৬। অমোঘ তারিল—সার্ব্বভৌমের জামাতা অমোঘকে উদ্ধার করিলেন।

২১১। দ্বিবিধ সাধনভক্তি—বৈধী ও রাগানুগা।

২১৬। আপনি আস্বাদি—শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে ভক্তি-আচরণাদি করিয়া আস্বাদন করিলেন, এবং আনুষঙ্গে জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত তাহা প্রকাশ করিলেন।

২১৮। কৃষ্ণতুল্য ভাগবত—২।২৪।২'২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **জানাইল সংসার**—সংসারবাসী জীবকে জানাইলেন।

২১৯। ভক্ত-লাগি ইত্যাদি—ভক্তের মঙ্গলের নিমিত্ত কোনও স্থানে বা নিজমুখে তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন, (যেমন সনাতন-শিক্ষায়), আবার কোনও স্থানে বা ভক্তদ্বারা বর্ণনা করাইয়া নিজে শুনিয়াছেন (যেমন রায় রামানন্দ-সঙ্গে)।

কাহেঁা—কোনও স্থলে।

"ভক্তলাগি" স্থলে কোন কোন গ্রন্থে "ভক্তিলাগি" পাঠ আছে। এরূপস্থলে "ভক্তিলাগি" অর্থ—ভক্তি-প্রচারের নিমিত্ত।

২২৩। কৃষ্ণলীলামৃত-সার ইত্যাদি—কৃষ্ণলীলামৃত-সারের শত শত ধারা যাহা হইতে দশদিকে প্রবাহিত

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইতেছে, সেই গৌরাঙ্গলীলা একটি অক্ষয়-সরোবর-তুল্য। ইহাতে বুঝাইলেন যে, গৌরলীলায় ডুব দিতে পারিলেই কৃষ্ণলীলায় প্রবেশলাভ হইতে পারে; "গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে।" আবার "গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।"

পূর্ব্বে (২।২২।৯০ পয়ারের টীকায়) বলা হইয়াছে, নবদ্বীপ-লীলা ও ব্রজলীলায় স্বরূপতঃ পার্থক্য নাই; উভয়-ধামের লীলাই একই সূত্রে গ্রথিত; এই লীলাসূত্রটী শ্রীমন্মহাপ্রভুই গুরু-পরম্পরাক্রমে জীবের হাতে ধরাইয়া দিয়া গিয়াছেন। ঐ লীলাসূত্র অবলম্বন করিয়াই সাধক-জীবকে ভগবচ্চরণে পৌঁছিতে হইবে। কিন্তু এই লীলাসূত্র অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হইলেই নবদ্বীপ-লীলার ভিতর দিয়া যাইতে হইবে; ইহা অবলম্বন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় নবদ্বীপলীলায় প্রবেশ-লাভ করিতে পারিলেই ব্রজলীলা যেরূপে স্বতঃই স্ফুরিত হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা পূর্ব্বে ২।২২।৯০ পয়ারের টীকায় বর্ণিত হইয়াছে।

কৃষ্ণলীলামৃতসার—অমৃতের-সার—ঘনীভূত অমৃতই অমৃতসার। কৃষ্ণলীলারূপ অমৃতসার—কৃষ্ণলীলামৃত সার। তার শত ইত্যাদি—**তার**—কৃষ্ণলীলামৃত-সারের। **ধার**—ধারা, প্রবাহিনী। **শত শতধার**—শতশত ভাবের ধারা। নানাভক্ত নানা ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করেন। সকল ভাবের মূল উৎসই শ্রীনবদ্বীপ-লীলা। "মন্মনা ভব" ইত্যাদি বাক্যে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যাইতে পারে, শ্রীঅর্জ্জুনের নিকট দিগ্‌দর্শনরূপে তিনি তাহা বলিয়াছেন। শ্রীগৌর-লীলায় কুরুক্ষেত্রের ঐ বাক্যেরই বিশ্লেষণ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন—"কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়। কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়॥ ২।৮।৬৪॥" কৃষ্ণপ্রাপ্তিও অনেক রকমের অনেক ভাবের, সুতরাং প্রাপ্তির উপায়ও অনেক রকম। নবদ্বীপলীলায় মধুর-ভাবের স্বরূপ এবং সাধন প্রকৃষ্টরূপে দেখাইয়া থাকিলেও অন্যান্য ভাবের স্বরূপ এবং সাধনও দেখাইয়াছেন। তিনি নিজেও বলিয়াছেন—"চারি ভাবের ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন"; করিয়াছেনও তাই। ব্রজের দাস্য-ভাবের অনুরূপ লীলা নবদ্বীপেও আছে; এইরূপে, ব্রজের সখ্যবাৎসল্য-ভাবের লীলার অনুরূপ লীলাও নবদ্বীপে আছে। ব্রজের দাস্য-লীলা এবং নবদ্বীপের দাস্য-লীলা একসূত্রে গ্রথিত, এবং গুরু-পরম্পরাক্রমে এই লীলাসূত্রও তিনি জীবের হাতে ধরাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সখ্য-বাৎসল্যাদি লীলা-সম্বন্ধেও ঐ ব্যবস্থা। সুতরাং যিনি যে ভাবের উপাসকই হউন না কেন, ঐ লীলাসূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে নবদ্বীপ-লীলারই শরণ লইতে হইবে; ভাবানুকূল নবদ্বীপ-লীলার আশ্রয় গ্রহণ করিলেই, তদনুযায়ী ব্রজলীলায় তাঁহার প্রবেশ-লাভ হইতে পারিবে। দাস্যভাবের সাধককে নবদ্বীপে ঈশানাদির আনুগত্যে, সখ্যভাবের সাধককে গৌরীদাসাদির আনুগত্যে, বাৎসল্যভাবের সাধককে—শচী-জগন্নাথের আনুগত্যে ভজন করিতে হইবে। তাঁহাদের কৃপায় গুরু-পরম্পরার আনুগত্যে নবদ্বীপ-লীলায় প্রবেশলাভ হইলেই, ভাবানুকূল নবদ্বীপ-পরিকরদের চিত্তস্থিত ব্রজভাবের তরঙ্গাঘাতে সাধকের চিত্তেও অনুরূপ ব্রজভাবের স্ফূর্ত্তি হইবে, তখন তিনিও ভাবানুকূল ব্রজলীলায় প্রবেশ করিতে পারিবেন। দাস্যভাবের উপাসক ঈশানাদির আনুগত্যে নবদ্বীপ-লীলায় প্রবেশ করিয়া দেখিবেন—ঈশানাদি ব্রজের রক্তক-পত্রকাদির ভাবে আবিষ্ট আছেন; তখন তাঁহাদের সেই ভাবের স্রোত সাধকের চিত্তে আঘাত করিয়া তাঁহাকেও রক্তক-পত্রকাদির ভাবের আনুগত্যময় ভাবে অনুপ্রাণিত করিবে, তখন তিনি ঐ ভাবের প্রেরণায় ব্রজলীলায় প্রবেশ করিতে পারিবেন। সখ্য-বাৎসল্যাদি সম্বন্ধেও এইরূপ।

দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ভাবের সাধকের চক্ষুতে শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধাভাব-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ নহেন—তিনি কেবলই কৃষ্ণ। দাস্য ও বাৎসল্য ভাবের সাধকের নিকট তিনি যশোদানন্দন এবং সখ্যভাবের সাধকের নিকট তিনি সুবল-সখা-কৃষ্ণ; কেবল মধুর ভাবের সাধকের চক্ষুতেই তিনি রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণ—অন্তরঙ্গ-সাধনে কেবল শ্রীরাধা।

এই গেল কেবল ব্রজের চারিভাবের কথা। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্; সুতরাং তাঁহার মধ্যে সকল ভগবৎ-

ভক্তগণ ! শুন মোর দৈন্য-বচন।
তোমাসভার পদধূলি　　অঙ্গে বিভূষণ করি,
কিছু মুঞি করোঁ নিবেদন ॥ ধ্রু ॥ ২২৪

কৃষ্ণ-ভক্তি-সিদ্ধান্তগণ,　　যাতে প্রফুল্ল পদ্মবন,
তার মধু কর আস্বাদন।
প্রেমরস-কুমুদ-বনে,　　প্রফুল্লিত রাত্রি-দিনে
তাতে চরাও মনোভৃঙ্গগণ ॥ ২২৫

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্বরূপের ভাবেরই সমাবেশ আছে। লক্ষ্মী-কাচে নৃত্যকালে তিনি দেখাইয়াছেন—শ্রীভগবতীও তিনিই। এইরূপে শিব, নৃসিংহ, বামন, বরাহ প্রভৃতি সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই যে তাঁহাতে আছে, নবদ্বীপ-লীলায় তাহাও তিনি প্রকট দেখাইয়াছেন। সুতরাং যে কোনও ভগবৎ-স্বরূপের সাধকই, নিজ নিজ ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপাসনা করিতে পারেন। নিজের অনুকূল-ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপাসনা করিলেই, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় সাধক নিজের উপাস্য ভগবৎ স্বরূপের অভীষ্ট-সেবা লাভ করিতে পারেন। অসংখ্য ভগবৎ-স্বরূপ আছেন, অসংখ্যভাবে জীব তাঁহাদের উপাসনা করিতেছেন। কিন্তু ভাবাম্বুধি শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-সমুদ্রে সমস্ত ভাবেরই সমাবেশ আছে। এবং স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতেই যেমন সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের অভিব্যক্তি, তদ্রূপ তাঁহার অক্ষয়-লীলা-সরোবর হইতেই ঐ সকল ভগবৎ-স্বরূপের সাধকদের অভীষ্ট অসংখ্য ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। গৌরলীলারূপ অক্ষয়-সরোবরে ডুব দিলে, যে কোনও ভগবৎ-স্বরূপের যে কোনও ভাবের সাধকই স্বীয় অভীষ্ট ভাবস্রোতে প্রবাহিত হইয়া অভীষ্টদেবের চরণ-সান্নিধ্যে উপনীত হইতে পারিবেন। বোধহয়, এজন্যই বলা হইয়াছে—শ্রীচৈতন্য-লীলারূপ অক্ষয়-সরোবর হইতেই কৃষ্ণ (বা অন্য যে সকল ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিতেছেন, তাঁহাদের)-লীলার শত শত ধারা প্রবাহিত হইতেছে ; এই অক্ষয় সরোবরে ডুব দিলেই ভাবানুকূল-লীলা-স্রোতে-প্রবেশলাভ হইতে পারে।

যাহা হৈতে—যে চৈতন্যলীলারূপ সরোবর হইতে।

সরোবর অক্ষয়—অক্ষয় বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, এই সরোবর হইতে অনবরত শত শত ধারা দশদিকে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, তথাপি সরোবরটী সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে। **মন-হংস**—মনোরূপ হংস। কবিরাজ গোস্বামী ভক্তগণকে বলিতেছেন—শ্রীগৌরচন্দ্রের লীলা একটী অমৃতপূর্ণ অক্ষয় সরোবর তুল্য ; এই সরোবর হইতেই শ্রীকৃষ্ণলীলার ধারা সকল-দিকে প্রবাহিত হইতেছে। গৌর-লীলারূপ সরোবরে অবগাহন করিতে পারিলে অনায়াসেই ঐ ধারাসমূহ তোমাকে টানিয়া লইয়া যাইবে। অর্থাৎ গৌরলীলায় ডুবিতে পারিলেই কৃষ্ণলীলা স্ফুরিত হইবে। অতএব হে ভক্তগণ, তোমাদের মনোরূপ-হংসকে সর্ব্বদা গৌরলীলারূপ সরোবরে বিচরণ করিতে দাও ; অর্থাৎ শ্রীশ্রীগৌরলীলা-সেবন কর, তাহা হইলেই কৃষ্ণলীলা স্ফুরিত হইবে। গৌরলীলারূপ সরোবরে মনোহংসকে চরাইলে কি হইবে, তাহা পরবর্ত্তী কয় ত্রিপদীতে বলিতেছেন।

২২৫। সরোবরে যেমন পদ্ম থাকে, কুমুদ (সাপলা) থাকে, ভ্রমরগণ যেমন সেই পদ্ম ও কুমুদের মধুপান করে—তেমনি এই গৌরলীলারূপ সরোবরেও পদ্ম ও কুমুদ আছে, ভক্তগণের মনোরূপ ভ্রমর তাহাদের মধু আস্বাদন করিতে পারিবে। সেই পদ্ম ও কুমুদ কি ? কৃষ্ণভক্তিসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত-সমূহই ঐ সরোবরের প্রস্ফুটিত পদ্ম এবং প্রেমরসই তাহার প্রস্ফুটিত কুমুদ। গৌরলীলায় প্রবেশলাভ হইলেই সমস্ত ভক্তিসিদ্ধান্ত জানিতে পারা যায় এবং প্রেমরসেরও জ্ঞান এবং আস্বাদন হয়।

কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তগণ—কৃষ্ণভক্তি-বিষয়ক শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তসমূহ।

যাতে—যে গৌরলীলারূপ অক্ষয়-সরোবরে।

প্রফুল্ল পদ্মবন—ঐ সিদ্ধান্ত-সমূহই প্রস্ফুটিত পদ্মবনের তুল্য। পদ্ম যেমন স্নিগ্ধ, সুন্দর, পবিত্র, নয়নের আনন্দদায়ক এবং সুগন্ধ—ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সমূহও তেমনি কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির আবিলতা-বর্জ্জিত বলিয়া পবিত্র ও সুন্দর এবং আনন্দঘন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মল প্রেমসেবার অনুকূল বলিয়া আনন্দদায়ক এবং মনোরম। 'প্রফুল্ল পদ্ম' বলার

নানাভাবে ভক্তজন, হংস-চক্রবাকগণ,
যাতে সভে করেন বিহার।
কৃষ্ণকেলি সুমৃণাল, যাহাঁ পাই সর্ব্বকাল,
ভক্তহংস করয়ে আহার ॥ ২২৬

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

হেতু এই যে, পদ্ম প্রস্ফুটিত না হইলে তাহাতে সুগন্ধ ও মধু হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তসমূহও অতি বিস্তৃত, সমস্ত পূর্ব্বপক্ষের আপত্তির খণ্ডন-কারক, তাই প্রফুল্ল কমলতুল্য, সন্দেহাদিরূপ আবিলতাবর্জ্জিত, এবং নির্ম্মল-ভক্তির সৌরভে ও সুরসে ভরপূর।

প্রেমরস কুমুদ—প্রেমরসই ঐ সরোবরের কুমুদ-তুল্য।

ভক্তি-সিদ্ধান্তকে পদ্ম এবং প্রেম-রসকে কুমুদ বলারও বোধ হয় একটু রহস্য আছে। পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় দিনে, সূর্য্যের কিরণে। আর কুমুদ প্রস্ফুটিত হয় রাত্রিতে, চন্দ্রের কিরণে। চন্দ্রের কিরণ অতি স্নিগ্ধ, তাপ-গ্লানি দূরকারক, মন ও নয়নের আনন্দদায়ক; প্রেমরসও তদ্রূপ, অতি স্নিগ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে চিত্তের দ্রবতা-সম্পাদক, মনোরম এবং আনন্দময়। আর, সূর্য্যের কিরণ তাপদায়ক। সিদ্ধান্তাদিও প্রেম-রস অপেক্ষা নীরস, সাধারণতঃ অপরের বা নিজের চিত্তের বিরুদ্ধ-মত-খণ্ডনের নিমিত্তই সিদ্ধান্তের আলোচনা—সুতরাং সিদ্ধান্তের আলোচনায়—যদিও ভক্তি দৃঢ় হওয়ার সম্ভাবনা—তথাপি চিত্তে একটু যেন শুষ্কতা আসিতে চায়—যেমন সূর্য্যের তাপে শুষ্কতা আসে। এইরূপ শুষ্কতাময় তর্ক-বিচারের ফলে সিদ্ধান্ত প্রস্ফুটিত হয় বলিয়াই বোধ হয় ভক্তি-সিদ্ধান্তকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

২২৬। নানাভাবে ভক্তজন—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই সকল ভাবের এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের উপাসকদের ভাবের যে কোনও ভাবের উপাসকই। দাস্য-সখ্যাদি চারিটী ব্রজরস। প্রত্যেক রসের উপাসককেই শ্রীচৈতন্য-লীলারূপ অক্ষয়-সরোবরে ডুব দিতে হইবে। নচেৎ স্বীয় ভাবোপযোগী ব্রজ-লীলারসের অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে না।

হংস চক্রবাকগণ—নানা ভাবের ভক্তগণকে হংস ও চক্রবাকের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। হংস ও চক্রবাক সাধারণতঃ সরোবরে বিচরণ করে। ভক্তগণকেও বলা হইতেছে, তাঁহারাও যেন শ্রীচৈতন্য-লীলারূপ অক্ষয়-সরোবরে বিচরণ করেন।

যাতে—যেই অক্ষয় সরোবরে।

কৃষ্ণকেলি সুমৃণাল—কৃষ্ণ-লীলারূপ উত্তম মৃণাল। হংস-সমূহ সরোবরে বিহার করিবার সময়ে পদ্মের মৃণাল (ডাটা) আহার করিয়া থাকে। ভক্তগণকেও বলা হইতেছে যে, তাঁহারা হংসরূপে যখন গৌরলীলারূপ অক্ষয়-সরোবরে বিহার করিবেন, তখন কৃষ্ণ-লীলা-রূপ মৃণাল আহার করিতে পারিবেন। অর্থাৎ গৌর-লীলায় প্রবেশ করিতে পারিলেই কৃষ্ণলীলা আস্বাদন করিতে পারিবেন।

মৃণালের উপরে, মৃণালকে অবলম্বন করিয়াই পদ্ম অবস্থিতি করে। পূর্ব্বে কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তকে পদ্ম বলা হইয়াছে; এক্ষণে কৃষ্ণকেলিকে মৃণাল বলা হইল। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে. ভক্তিসিদ্ধান্ত-সমূহ কৃষ্ণলীলার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, কৃষ্ণলীলাকে আশ্রয় করিয়াই ঐ সমস্ত সিদ্ধান্ত অবস্থিত। ইহাও ধ্বনিত হইতেছে যে, যে সিদ্ধান্ত কৃষ্ণলীলা-দ্বারা সমর্থিত নহে, তাহা সুসিদ্ধান্ত নহে। আবার পদ্মকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলেই যেমন মৃণালের সন্ধান পাওয়া যায়, তদ্রূপ ভক্তি-সিদ্ধান্তের প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখিয়া ভজন-মার্গে অগ্রসর হইলেই কৃষ্ণলীলার সন্ধান পাওয়া যায়। পদ্মের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সরোবরে সন্তরণ করিলেও যেমন মৃণালের সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, তদ্রূপ ভক্তি-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-সমূহকে উপেক্ষা করিয়া যথেচ্ছভাবে ভজন করিলেও কৃষ্ণলীলায় প্রবেশলাভ অসম্ভব হইবে; তাহাতে কেবল পরিশ্রম এবং ক্লান্তিই সার হইবে—তাহা উৎপাৎ-বিশেষই হইবে। তাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—"স্মৃতি-শ্রুতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রিং বিধিং বিনা। আত্যন্তিকী হরিভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥ ১।২।৪৬॥" **যাঁহা পাই**—যাঁহা অর্থ, যে অক্ষয় সরোবরে।

সেই সরোবরে গিয়া, হংস চক্রবাক হৈয়া,
সদা তাহাঁ করহ বিলাস।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ, পাইবে পরম সুখ,
অনায়াসে হবে প্রেমোল্লাস ॥ ২২৭

এই অমৃত অনুক্ষণ, সাধু মহান্ত মেঘগণ,
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ।
তাতে ফলে প্রেমফল, ভক্ত খায় নিরন্তর,
তার শেষে জীয়ে জগজন ॥ ২২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২২৮। **এই অমৃত**—লীলারূপ অমৃত। **অনুক্ষণ**—সর্ব্বদা। **সাধু মহান্ত মেঘগণ**—সাধুরূপ এবং মহান্তরূপ মেঘসমূহ। **বিশ্বোদ্যানে**—বিশ্বরূপ (জগৎ-রূপ) উদ্যানে (বাগানে)।

আকাশস্থ মেঘসমূহ বৃষ্টি বর্ষণ করিলে পৃথিবীস্থ শস্যাদি রস পায়। তখন বাগানে আম, কাঁঠাল প্রভৃতি যে সমস্ত সুস্বাদু ফলের গাছ আছে, তাহারা ফলবান্ হয়। বাগানের মালিকগণ ঐ ফলসমূহ যথেচ্ছ আস্বাদন করে। যাহা অতিরিক্ত হয়, তাহা অপরকে দান করে, বা অপরে সংগ্রহ করিয়া আস্বাদন করে। এইরূপে সাধু মহান্তগণও ভগবৎ-লীলাকথা কীর্ত্তন ও আস্বাদন করিয়া জগতে প্রচার করেন; এই লীলাকথার রসোৎসেক পাইয়া ভক্তমণ্ডলীর ভক্তি-লতা পুষ্পিত ও ফলিত হয়; ফলিত হইয়া প্রেম-ফল ধারণ করে; ভক্ত তাহা সর্ব্বদা আস্বাদন করেন। যাহা অবশেষ থাকে, তাহাদের কৃপায় অন্য জীবগণও তাহা আস্বাদন করিয়া ধন্য হয়।

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদঃ-ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকেও বলা হইয়াছে—ভগবানের মহিমায় অভিজ্ঞ সাধুদিগের মুখে ভগবৎ-লীলা-কথা শুনিলেই ভক্তির পুষ্টি সাধিত বইতে পারে।

সাধু-মহান্তগণকে মেঘের সঙ্গে তুলনা করায় সূচিত হইতেছে যে—মেঘ যেমন আকাশে থাকে, পৃথিবীর সঙ্গে মেঘের যেমন কোনও সম্বন্ধই নাই, তদ্রূপ সাধু-মহান্তগণও মায়া হইতে অনেক উর্দ্ধে থাকেন, মায়িক সংসারের সঙ্গে তাঁহাদের কোনও সম্বন্ধই নাই; তাঁহারা মায়াতীত, সংসারে অনাসক্ত। মেঘ যেমন ভাল গাছ, মন্দ গাছ—সকল গাছের উপরে, পবিত্র অপবিত্র সকল স্থানের উপরেই বৃষ্টিবর্ষণ করে, বৃষ্টি-বর্ষণে মেঘের যেমন ভেদ-দৃষ্টি নাই, তদ্রূপ যাঁহারা সাধু মহান্ত, তাঁহারাও সমদর্শী, ভেদজ্ঞান-শূন্য, অকুটিলচিত্ত, প্রশান্ত। শ্রীমদ্ভাগবতও মহান্তের এইরূপ লক্ষণই বলিয়াছেন:—"মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তাঃ বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে। যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু। গৃহেষু জায়াত্মজরতি-মৎসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে॥ ৫।৫।২-৩॥ "যাঁহারা সকলের সুহৃৎ, প্রশান্ত, ক্রোধশূন্য, সদাচার-পরায়ণ এবং যাঁহারা সকল প্রাণীকেই সমান দেখেন, তাঁহারাই মহৎ। আমি (ঋষভদেব) ঈশ্বর; যাঁহারা আমাতে সৌহৃদ্য করিয়া সেই সৌহৃদ্যকেই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করেন; যাঁহারা বিষয়াসক্ত ব্যক্তিতে ও পুত্র-কলত্র-ধন-মিত্রাদিযুক্ত গৃহে প্রীতিযুক্ত নহেন এবং যাঁহারা লোকমধ্যে দেহ-যাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ অপেক্ষা অধিক অর্থের প্রয়াসী নহেন, তাঁহারাই মহৎ।" বাস্তবিক এইরূপ নিকিঞ্চন মহতের মুখে ভগবৎ-কথা শুনিতে পারিলেই, এইরূপ মহতের কৃপা লাভ করিতে পারিলেই ভক্তির পুষ্টি সাধিত হইতে পারে।

বৃষ্টির উদাহরণে ইহাও সূচিত হইল যে, মালী বাগানের যথেষ্ট যত্ন করিলেও যেমন, আকাশ হইতে বৃষ্টি পতিত না হইলে গাছে ফল ধরে না; তদ্রূপ, সাধক খুব ভজন করিলেও মহতের কৃপা ব্যতীত প্রেম লাভ করিতে পারে না।

তাতে—বিশ্বরূপ উদ্যানে; জগতের জীবে।

তার শেষে—ভক্তের ভুক্তাবশেষে। ভক্তেরা প্রেমফল আস্বাদন করেন; তাঁহারা কৃপা করিয়া দিলে অপর লোক-তাহা আস্বাদন করিতে পারে। অথবা ভক্ত যখন প্রেমাস্বাদন করেন, তখন তাহা দেখিয়া তাহাতে লুব্ধ হইয়া তাঁহাদের চরণ-সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলে তাঁহাদের সঙ্গের প্রভাবে অপর জীবও প্রেমফল আস্বাদন করিতে পারেন। বাগানের মালিককে আম খাইতে দেখিলে কেহ যদি আমের জন্য লুব্ধ হইয়া মালিকের নিকট প্রার্থনা করে, অথবা মালিকের নিকটে উপস্থিত হইয়া নিজের লুব্ধতার ভাব প্রকাশ করে, তাহা হইলে বাগানের মালিক কৃপা করিয়া

চৈতন্যলীলামৃতপূর, কৃষ্ণলীলা-সুকর্পূর,
দোঁহে মেলি হয় সুমাধুর্য্য।
সাধুগুরুপ্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সে-ই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য ॥ ২২৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহাকে আম দিতে পারেন। অথবা তাঁহার সহিত একত্র বাসের ফলে ঘনিষ্ঠতা জন্মিলে অনায়াসেই সেই লুব্ধ ব্যক্তি আমের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে।

কোন কোন গ্রন্থে "শেষে" স্থানে "প্রেম" পাঠ আছে।

২২৯। পূর—সমুদ্র।

চৈতন্য-লীলামৃত-পূর—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলারূপ অমৃতের সমুদ্র। শ্রীচৈতন্যের লীলা অমৃতের তুল্য আস্বাদ্য। আবার এই লীলায় যে মাধুর্য্য-প্রবাহ স্ফুরিত হয়, তাহাও সমুদ্রের মত সীমাশূন্য, অনন্ত। তাই শ্রীচৈতন্যের লীলামৃতকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। আর একটী ব্যঞ্জনাও বোধ হয় এই যে, অমৃত পান করিলে যেমন জীব অমর হয়, জীবের দেহের স্নিগ্ধতাদি বৃদ্ধি হয়, প্রচুর আনন্দ উপভোগের যোগ্যতা আসে, তদ্রূপ এই শ্রীচৈতন্যের লীলা-সেবনের দ্বারাও জীব অমরত্ব (জন্ম-মরণাদির অতীত চিন্ময় দেহ) লাভ করিতে পারে, ভক্তের জীবন-স্বরূপ-ভক্তির পুষ্টি হয় এবং জীব, ভগবৎ-সেবাজনিত অসমোর্দ্ধ আনন্দ উপভোগের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে। **সুকর্পূর**—উত্তম কর্পূর; যে কর্পূরের সুগন্ধ চিত্তাকর্ষক এবং যাহার বর্ণও অত্যন্ত শ্বেত (নির্ম্মল)। **কৃষ্ণ-লীলা-সুকর্পূর**—কৃষ্ণ-লীলারূপ উত্তম কর্পূর। কর্পূর যেমন মনোরম-গন্ধে এবং উত্তম শ্বেত বর্ণে সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করে, শ্রীকৃষ্ণলীলাও তেমনি তাহার নির্ম্মলতায় এবং সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষকতায় সকলকে মুগ্ধ করে।

আবার কর্পূর যেমন দুর্গন্ধ-নিবারক ও রোগের বীজাণু-নাশক, শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-(কথা)ও তেমনি জীবের পাপ-তাপ-নিবারক এবং ভব-রোগের বীজ-স্বরূপ সংসারাসক্তি-নাশক; আবার কর্পূর যেমন স্নিগ্ধ শীতল, দাহ-নিবারক; শ্রীকৃষ্ণলীলাও তদ্রূপ ত্রিতাপ-নাশক, শুদ্ধাভক্তির উন্মেষদ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা সাধক। "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিত্যাদি" শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৩৩।৩৯ শ্লোকই তাঁহার প্রমাণ।

দোঁহে—শ্রীচৈতন্য-লীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা। রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ও নবদ্বীপমালা। **সুমাধুর্য্য**—উত্তম আস্বাদ্যতা। **দোঁহে মেলি** ইত্যাদি—ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলার সংযোগ হইলেই আস্বাদ্যতার সমধিক বৃদ্ধি হয়। অমৃতের সঙ্গে কর্পূর মিশ্রিত করিলে যেমন তাহার আস্বাদনীয়তা এবং উন্মাদকতা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শ্রীনবদ্বীপ-লীলার সহিত ব্রজ-লীলার সংযোগ রাখিলেই লীলার আস্বাদন-বৈচিত্রী এবং উন্মাদনা সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

ব্রজ-লীলার সহিত নবদ্বীপ-লীলার সংযোগ নিত্যই আছে; এই দুই ধামের লীলা, রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের একই লীলা-রস-তরঙ্গিণীর দুইটী অংশ মাত্র; সুতরাং এই দুই লীলার কখনও সংযোগাভাব হইতে পারে না। এই ত্রিপদীতে সাধক ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন, সাধক ভক্ত যেন নবদ্বীপ-লীলাকে বাদ দিয়া কেবল ব্রজ-লীলার, অথবা ব্রজ-লীলাকে বাদ দিয়া কেবল নবদ্বীপ-লীলার উপাসনা না করেন—কারণ, তাহা করিলে লীলার অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য-বৈচিত্রী হইতে এবং আস্বাদনের উন্মাদনা হইতে তিনি বঞ্চিত হইবেন। (এসম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা ২।২২।৯০ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।) কেবল ইহাই নহে—পরবর্ত্তী ত্রিপদীতে বলা হইয়াছে যে, এক লীলাকে বাদ দিয়া অপর লীলার উপাসনা করিলে সাধকের ভক্তিই পুষ্টিলাভ করিতে পারে না।

সাধু-গুরু-প্রসাদে—সাধু-মহান্তের-কৃপায় এবং গুরুকৃপায়; অথবা সাধু গুরুর (সদ্‌গুরুর) কৃপায়। সাধু গুরুর কৃপা ব্যতীত লীলার আস্বাদন অসম্ভব, ইহাই বলা হইল। **তাহা যেই আস্বাদে**—তাহা (সম্মিলিত ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলা) যে ভক্ত আস্বাদন করেন। অন্তশ্চিন্তিত দেহে লীলা-স্মরণাদি করিতে করিতে যখন অনর্থ-নিবৃত্তি হইবে, হৃদয়ের মলিনতা দূর হইবে, তখনই চিত্তে শুদ্ধ-সত্ত্বের আবির্ভাব হইবে। শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইলেই

যে লীলা-অমৃত বিনে,　খায় যদি অনুপানে,
তভু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন ।
যার একবিন্দু পানে,　উৎফুল্লিত তনুমনে,
হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন ॥ ২৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

লীলার আস্বাদন লাভ হইতে পারে। **সে-ই জানে**—সেই ভক্তই জানেন ; সাধু-গুরুর কৃপায় যিনি লীলা আস্বাদন করিতে পারেন, তিনিই জানেন। **মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য**—মাধুর্য্যের আধিক্য। **প্রাচুর্য্য**—প্রচুরতা ; আধিক্য।

সাধু-গুরুর কৃপায় যিনি উভয়-লীলা যুগপৎ আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, একমাত্র তিনিই জানিতে পারেন যে, উভয় লীলার সংযোগে মাধুর্য্য-বৈচিত্রী ও আস্বাদনের উন্মাদনা কত বেশী। যিনি সাধুগুরুর কৃপা পান নাই, তিনি ইহা অনুভব করিতে পারেন না। এ বিষয়টী বর্ণনার বিষয় নহে, ইহা একমাত্র অনুভবের বিষয়। যে কখনও রসগোল্লা খায় নাই, রসগোল্লার যে কত স্বাদ, তাহা কেবল কথা দ্বারা তাহাকে বুঝান যায় না।

লীলারসের আস্বাদনের পক্ষে সাধু-গুরুর কৃপা যে অত্যাবশ্যক, তাহাও এই ত্রিপদী হইতে ধ্বনিত হইতেছে।

২৩০। যে লীলা-অমৃত বিনে—যে শ্রীচৈতন্যলীলারূপ অমৃত ব্যতীত। পূর্ব্ব-ত্রিপদীতে শ্রীচৈতন্যলীলাকে "অমৃত" বলা হইয়াছে ; তাই এই স্থলে 'যে লীলা-অমৃত" পদে শ্রীচৈতন্য-লীলাই বুঝিতে হইবে। অমৃত-শব্দের একটী অর্থ ঔষধও হয় (শব্দকল্পদ্রুম) ; সুতরাং "যে লীলা-অমৃত" অর্থ—যে শ্রীচৈতন্য-লীলারূপ ঔষধ।

অনুপান—ঔষধাঙ্গ-পেয়বিশেষ ; মূল ঔষধের অঙ্গরূপে, ঔষধের সঙ্গে বা পরে যাহা পান করা যায়, তাহাকে অনুপান বলে। যেমন স্বর্ণ-সিন্দুরের সঙ্গে মধু মিশ্রিত করিয়া খাইতে হয় ; এ স্থলে "মধু" হইল অনুপান। আবার কোন কোন বড়ি মুখে দিয়া তারপর জল খাইতে হয় ; এ স্থলে জল হইল অনুপান। অনুপানের দ্বারাই ঔষধের ক্রিয়া বিশেষরূপে প্রকাশ পায়, অনুপান ব্যতীত কেবল ঔষধ খাইলে ঔষধ বিশেষ ক্রিয়া করে না। আবার ঔষধ ব্যতীত কেবল অনুপান গ্রহণ করিলেও প্রায়শঃ বিশেষ কোন ফলই হয় না।

দুইটী লীলার একটীকে মূল ঔষধের সঙ্গে এবং অপরটীকে অনুপানের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। "লীলা-অমৃত" পদে শ্রীচৈতন্য-লীলাকে বুঝাইলে এস্থলে "অনুপান"-পদে কৃষ্ণ-লীলাকে বুঝিতে হইবে।

তভু—খাইলেও ; শ্রীচৈতন্যলীলারূপ ঔষধ পান না করিয়া কেবল কৃষ্ণলীলারূপ অনুপান পান করিলেও।

ভক্তের দুর্ব্বল জীবন—এ স্থলে জীবন-শব্দে "ভক্তি" বুঝাইতেছে। যাহার প্রাণ আছে, তাহাকেই যেমন প্রাণী বলে, সুতরাং প্রাণই যেমন প্রাণীর জীবন ; তদ্রূপ যাহার ভক্তি আছে, তাহাকেই ভক্ত বলা হয় ; সুতরাং ভক্তিই ভক্তের জীবন। ভক্তি যদি অন্তর্হিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে আর ভক্ত বলা চলে না ; তখন তাহার (ভক্তত্বের) মৃত্যু হইয়াছে বলিয়াই মনে করা যায়। সুতরাং ভক্তিই হইল ভক্তের (ভক্তত্বের) জীবন। "জীবতে যো মুক্তিপদে" ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।১৪।৮ শ্লোকের তোষণী টীকায় বলা হইয়াছে "জীবত্বং ভক্তিমার্গস্থিতত্বম্ ॥"

এই ত্রিপদীর মর্ম্ম এই :—ঔষধ গ্রহণ না করিয়া কেবল অনুপান মাত্র গ্রহণ করিলে যেমন রোগ ভাল রকম দূরীভূত হয় না, রোগী দুর্ব্বলই থাকে ; তদ্রূপ শ্রীচৈতন্য-লীলার উপাসনা না করিয়া কেবল কৃষ্ণলীলার উপাসনা করিলেও সাধকের ভক্তি পুষ্টিলাভ করিতে পারে না—ভক্তি দুর্ব্বলাই থাকিয়া যায়।

প্রশ্ন হইতে পারে—অনুপান অপেক্ষা মূল ঔষধেরই প্রাধান্য। শ্রীচৈতন্য-লীলাকে মূল ঔষধের সঙ্গে এবং শ্রীকৃষ্ণ লীলাকে অনুপানের সঙ্গে তুলনা করায়, শ্রীকৃষ্ণ-লীলা অপেক্ষা শ্রীচৈতন্য-লীলারই প্রাধান্য সূচিত হইতেছে। ইহার হেতু কি ?

উত্তর—২।২২।৯০ পয়ারের টীকায় দেখান হইয়াছে যে, রস-বৈচিত্রীতে, করুণা-বিকাশে, রসিক-শেখরত্বের ও কৃষ্ণত্বের পূর্ণতম অভিব্যক্তিতে এবং শ্রীশ্রীযুগল-কিশোরের মিলন-রহস্যের পূর্ণতম পরিণতিতে—ব্রজলীলা অপেক্ষা নবদ্বীপ-লীলারই সমধিক উৎকর্ষ। তাই বোধ হয় এই ত্রিপদীতে ব্রজলীলা অপেক্ষা নবদ্বীপ-লীলার প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে। আবার সেই টীকায় ইহাও দেখান হইয়াছে যে, ব্রজ-লীলাই নবদ্বীপ-লীলার উপজীব্য বা পোষক ; তাই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বোধ হয় নবদ্বীপ-লীলাকে মূল ঔষধ এবং ব্রজ-লীলাকে অনুপান বলা হইয়াছে; কারণ, অনুপান দ্বারাই মূল ঔষধের শক্তি উদ্বুদ্ধ হয়, সঞ্জীবিত হয়।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—মূল ঔষধই মুখ্য; অনুপান তাহার সহায় মাত্র। শ্রীচৈতন্য-লীলা যখন মূল ঔষধ-তুল্য এবং ব্রজলীলা অনুপানতুল্য, তখন নবদ্বীপ-লীলার উপাসনাই মুখ্য, ব্রজ-লীলার সেবা গৌণ—তাহার সহায় মাত্র; নবদ্বীপ লীলাই সাধ্য, ব্রজ-লীলা কেবল সাধন-সহায় মাত্র।

উত্তর—ঔষধ-সেবনই যদি রোগীর মূল উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে ঔষধকে মুখ্য এবং অনুপানকে আনুষঙ্গিক বা গৌণ বস্তু বলা যাইতে পারিত। কিন্তু ঔষধ-সেবনই রোগীর মূল উদ্দেশ্য নহে—তাহার উদ্দেশ্য রোগ-নিবৃত্তি এবং স্বাস্থ্যসুখ-ভোগ। ঔষধ ও অনুপান উভয়েই এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে তুল্য-রূপে সাধন; একটীর অভাবে যখন অপরটী কোন ক্রিয়া করিতে পারে না, তখন উভয়েরই তুল্যরূপে মুখ্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে। তদ্রূপ, লীলাস্মরণই সাধকের একমাত্র লক্ষ্য নহে; কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা দূর করিয়া সেবা-সৌভাগ্য-প্রাপ্তি এবং শ্রীভগবানের লীলা-রস-বৈচিত্রী আস্বাদন করাই সাধকের উদ্দেশ্য বা সাধ্য বস্তু। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সাধকাবস্থায় উভয়লীলারই তুল্যরূপে সাধনত্ব, উভয়-লীলারই তুল্যরূপে মুখ্যত্ব আছে। আবার সাধনের মুখ্যত্ববশতঃ এই উভয় লীলা যে কেবল সাধকাবস্থাতেই তুল্যভাবে সেবনীয়, তাহা নহে; সিদ্ধাবস্থাতেও ইহাদের তুল্যরূপে মুখ্যত্ব—কারণ, উভয় লীলার সম্মিলনেই লীলার পূর্ণতা, সিদ্ধ-দেহে উভয় লীলার সেবাতেই সেবার পূর্ণতা, এবং আস্বাদন-বৈচিত্রীর পূর্ণতা এবং আস্বাদন-উন্মাদনারও পূর্ণতা। তাই উভয় লীলাই সাধ্য—একটী সাধ্য, অপরটী সাধন-মাত্র নহে। সাধন-সময়ে উভয়-লীলার স্মরণই তুল্যভাবে মুখ্য, সিদ্ধাবস্থায়ও উভয় ধামে সেবাই তুল্যভাবে সাধ্য।

সাধন ও সাধ্য হিসাবে উভয় লীলারই যখন মুখ্যত্ব আছে, তখন কৃষ্ণ-লীলাকে মূল ঔষধ এবং গৌর-লীলাকে অনুপান মনে করিয়াও উক্তরূপ অর্থ করা যাইতে পারে।

কৃষ্ণলীলাকে অনুপান বলার আর একটী তাৎপর্য্যও বোধ হয় আছে। অনুপান—অনু (পশ্চাৎ)—পান; পশ্চাৎ বা শেষে যাহা পান করিতে হয়। এই অর্থে, কৃষ্ণ-লীলাকে অনুপান ধরিলে বুঝা যায় যে, সাধনকালে গৌরলীলার পশ্চাতে বা শেষে কৃষ্ণ-লীলা স্মরণ করিতে হইবে। সাধক, লীলা-স্মরণ-কালে প্রথমে গৌর-লীলাই আরম্ভ করিবেন, গৌর-লীলার কৃপায় কৃষ্ণ-লীলা যখন স্ফুরিত হইবে, তখন কৃষ্ণলীলা স্মরণ করিবেন। প্রথমে কৃষ্ণ-লীলার স্মরণ করিবেন না। (২।২২।৯০)।

এই ত্রিপদীর অন্যরূপ অর্থও করা যায়। রাগানুগাভক্তি-প্রকরণে বলা হইয়াছে, রাগমার্গের সাধকের ভজন দুই রকম—এক অন্তশ্চিন্তিত দেহে লীলা-স্মরণ, আর যথাবস্থিত দেহে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা বা চৌষট্টি-অঙ্গ-ভক্তি-যাজন। এই দুইটী ভজনের মধ্যে পোষ্য-পোষক সম্বন্ধ। লীলা-স্মরণ পোষ্য—সুতরাং মুখ্য; এবং শ্রবণকীর্ত্তনাদি যথাবস্থিত দেহের সাধন তাহার পোষক। অনুপান যেমন মূল ঔষধের শক্তির পোষক, যথাবস্থিত দেহের সাধন শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিও তদ্রূপ লীলা-স্মরণের পোষক। সুতরাং লীলা-স্মরণকে মূল ঔষধ এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি যথাবস্থিত-দেহের সাধনকে তাহার অনুপান-স্বরূপ বলা যাইতে পারে। এইরূপ অর্থে এই ত্রিপদীর তাৎপর্য্য হইবে এই যে :—উভয় লীলার স্মরণরূপ অমৃত ব্যতীত, কেবল শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি যথাবস্থিত দেহের সাধনরূপ অনুপান গ্রহণ করিলেই সাধকের ভক্তির পুষ্টি হইবে না। অর্থাৎ লীলা-স্মরণ না করিয়া কেবলমাত্র যথাবস্থিত-দেহের সাধন শ্রবণকীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান মাত্র করিলেই রাগানুগা-ভক্তির পুষ্টি হইবে না। রাগানুগীয় ভজনে লীলা-স্মরণই মুখ্যাঙ্গ।

যে লীলা অমৃত বিনে—যে সম্মিলিত-লীলারূপ অমৃত ব্যতীত; উভয় লীলার স্মরণ-ব্যতীত। অমৃতবর্ষণে যেমন মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার হয়, তদ্রূপ উভয় লীলার স্মরণ-প্রভাবে জীবের বিস্মৃত-স্বরূপের স্মৃতি জাগ্রত হয়।

এ অমৃত কর পান, যাহা সম নাহি আন,
চিত্তে করি সুদৃঢ় বিশ্বাস।
না পড় কুতর্ক-গর্ত্তে, অমেধ্য কর্ক্কশাবর্ত্তে,
যাতে পড়িলে হয় সর্ব্বনাশ ॥ ২৩১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কোনও কোনও গ্রন্থে "অনুপানে"-স্থলে "অন্ন-পানে" পাঠ আছে। এই পাঠে, "যে লীলা-অমৃত বিনে" পদে "অমৃত"-অর্থে-"দুগ্ধ-ঘৃতাদি" বুঝিতে হইবে। অমৃত অর্থ—দুগ্ধঘৃতও হয় (শব্দকল্প-দ্রুম)। তাহা হইলে ত্রিপদীটীর অর্থ এইরূপ হইবে :—

(ক) শ্রীচৈতন্য-লীলারূপ ঘৃত-দুগ্ধাদি আহার না করিয়া কেবলমাত্র কৃষ্ণলীলারূপ অন্ন আহার করিলে ভক্তিরূপ জীবন যথোচিত পুষ্টিলাভ করিবে না ; অথবা—

(খ) শ্রীকৃষ্ণলীলারূপ ঘৃত-দুগ্ধাদি আহার না করিলে কেবল মাত্র শ্রীচৈতন্য-লীলারূপ অন্ন আহার করিলে ভক্তিরূপ জীবন পুষ্টিলাভ করিবে না।

অর্থাৎ ঘৃত-দুগ্ধাদি আহার না করিয়া কেবল মাত্র অন্ন আহার করিলে যেমন যথোচিতভাবে দেহ পুষ্টিলাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ একটী লীলাকে বাদ দিয়া অন্য লীলার স্মরণাদি করিলেও ভক্তি যথোচিত পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। অথবা—

(গ) উভয় লীলার স্মরণরূপ দুগ্ধ-ঘৃতাদি পান বা আহার না করিয়া কেবল যথাবস্থিত দেহের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠানরূপ অন্ন আহার করিলে ভক্তিরূপ-জীবন যথোচিত পুষ্টিলাভ করিবে না। অর্থাৎ দুগ্ধ-ঘৃতাদি আহার না করিয়া কেবল অন্ন মাত্র আহার করিলে যেমন যথাযথভাবে দেহ পুষ্ট হয় না, তদ্রূপ উভয় লীলার স্মরণ না করিয়া কেবল যথাবস্থিতদেহে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করিলে রাগানুগা ভক্তি যথোচিত পুষ্টিলাভ করিতে পারে না।

এই ত্রিপদীতে "যে লীলা-অমৃত" পদে শ্রীচৈতন্যলীলাই মুখ্যভাবে গ্রন্থকারের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। প্রকরণ-বলেও ইহাই যেন বুঝা যায়।

যার একবিন্দু-পানে—কৃষ্ণলীলারূপ-সুকর্পূরমিশ্রিত চৈতন্য-লীলারূপ অমৃতের এক কণিকা পান করিলে; যে লীলারসের অতি সামান্য মাত্র আস্বাদন করিলেই। **প্রফুল্লিত তনু-মন**—দেহ ও মন প্রফুল্লিত হয়; লীলারসে মগ্ন হওয়ায় মনে অত্যন্ত আনন্দ জন্মে, দেহে সাত্ত্বিক-বিকারাদির উদ্ভব হয়। **হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন**—সাধু-গুরু-প্রসাদে কৃষ্ণ-লীলামিশ্রিত এই শ্রীচৈতন্য-লীলারসের এক কণিকা মাত্রের আস্বাদন পাইলেও মনে অপূর্ব্ব-আনন্দের উদয় হয়, দেহে অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিক ভাবাদির উদ্গম হয় এবং ভক্ত প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া কখনও হাসে, কখনও বা কাঁদে, কখনও বা নৃত্য করে, আবার কখনও বা গান করে।

২৩১। এ অমৃত কর পান ইত্যাদি—প্রেম-সেবা লাভের পক্ষে লীলা-স্মরণের তুল্য বলবৎ সাধন আর কিছুই নাই ; এই বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, সর্ব্বদা কৃষ্ণলীলা-রূপ-সুকর্পূর মিশ্রিত করিয়া শ্রীচৈতন্য-লীলারূপ অমৃত পান কর। অর্থাৎ উভয় লীলার স্মরণ করিবে। "সাধন স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা।"—প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা।

না পড় কুতর্ক-গর্ত্তে—গ্রন্থকার এস্থলে সাধককে সাবধান করিয়া দিতেছেন। নানা লোক নানাবিধ কুতর্ক উঠাইয়া বলিতে পারেন যে "উভয় লীলার উপাসনার প্রয়োজন নাই ; কেবল শ্রীচৈতন্যলীলার (বা কেবল শ্রীকৃষ্ণ-লীলার) সেবন করিলেই সাধ্যবস্তু লাভ করা যায়'। গ্রন্থকার বলিতেছেন :—সাধক! সাবধান, এ সমস্ত কুতর্কে কর্ণপাত করিও না ; তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইবে। ভয়ানক অধঃপতন হইবে, আর উঠিতে পারিবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ স্মরণ করিয়া উভয় লীলার সেবাই করিবে। অথবা, ভজনবিরোধী কুতর্কে।

কুতর্ককে গর্ত্তের সঙ্গে তুলনা করার তাৎপর্য্য এই যে, গভীর গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া গেলে যেমন সহজে উঠা যায় না, গর্ত্তের নীচে অন্ধকারে পড়িয়া মশা, মাছি, জোক-পোক প্রভৃতির কামড়ে জর্জ্জরিত হইতে হয়, তদ্রূপ এসমস্ত

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
আর যত শ্রোতা ভক্তগণ।
তোমাসভার শ্রীচরণ, করি শিরে বিভূষণ,
যাহা হৈতে অভীষ্টপূরণ ॥ ২৩২

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

কুতর্কে বিচলিত হইয়া মহাজন-সেবিত-পন্থা ত্যাগ করিয়া ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিলেও সাধনে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না—বরং অধঃপতিত হইয়া, অপরাধগ্রস্ত হইয়া অজ্ঞান-অন্ধকারে পতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

কুতর্ক—যে তর্ক প্রামাণ্য-শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে এবং যাহা মহাজন-সেবিত পন্থার প্রতিকূল। **অমেধ্য**—অপবিত্র দুর্গন্ধময় পুরীষ (বিষ্ঠা)। **কর্কশ**—কঠোর, নির্দ্দয়। **আবর্ত্ত**—ঘূর্ণীপাক। যেমন জলের ঘূর্ণী; স্রোতের বেগে চারিদিক্ হইতে জল আসিয়া যে স্থানে গর্ত্তের মত হয়, তাহাকে আবর্ত্ত বলে; এই আবর্ত্তে কোনও জিনিষ পড়িলে তাহা ক্রমশঃ নীচের দিকে ডুবিয়া যায়, আর উঠিতে পারে না। নিষ্ঠুর লোক যেমন সময় সময় কাহাকেও জলে ডুবাইয়া ধরে, তাহাকে যেমন আর জল হইতে উঠিতে দেয় না, এই আবর্ত্তও তেমনি—তাহাতে পতিত বস্তুকে ডুবাইয়া ধরে, আর উঠিতে দেয় না; এজন্য কর্কশ-আবর্ত্ত (নির্দ্দয় আবর্ত্ত) বলা হইয়াছে।

অথবা—কর্কশ অর্থ অমসৃণ। জলের আবর্ত্ত মসৃণই হয়, অমসৃণ হয় না। মসৃণ-জলাবর্ত্তে কেহ পতিত হইলে আবর্ত্তের পাকে তাহার হাত পা ভাঙ্গিতে পারে বটে, কিন্তু অন্যরূপ ক্ষতবিক্ষত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু জলের সঙ্গে তীক্ষ্ণধার প্রস্তর-খণ্ডাদিবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু যদি বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে, তবে সে সমস্ত অতি বেগে জলের সঙ্গে সঙ্গে আবর্ত্তে ঘুরিতে থাকে, তাহাতে আবর্ত্তটীও অমসৃণ বা কর্কশ হইয়া পড়ে। এইরূপ কোনও আবর্ত্তে কেহ পতিত হইলে, তীক্ষ্ণধার প্রস্তরখণ্ডের সবেগ ঘর্ষণে তাহার সমস্ত দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, ঐ ক্ষতস্থানেই আবার ঐ তীক্ষ্ণধার প্রস্তরখণ্ডের সবেগ ঘর্ষণ চলিতে থাকে; তাহাতে লোকটীর প্রাণান্তক যন্ত্রণা হইতে থাকে। ঐ আবর্ত্তটী আবার গন্ধহীন জলের না হইয়া যদি দুর্গন্ধময় পুরীষের হয়, তাহা হইলে অপবিত্র পুরীষের স্পর্শে দেহ তো অপবিত্র হয়ই, বিশেষতঃ ঐ অপবিত্র দুর্গন্ধময় পুরীষ, আবর্ত্তের ঘোরে প্রতি নিশ্বাসে নাকে, মুখে, চোখে, কানে প্রবেশ করিয়া অন্তর্দ্দেহকেও অপবিত্র করে এবং অসহ্য দুর্গন্ধও শ্বাসরোধাদি জন্মাইয়া অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান করে।

এই জাতীয়, তীক্ষ্ণধার-ক্ষুদ্র-প্রস্তর-খণ্ডময়, দুর্গন্ধ পুরীষের আবর্ত্তের সঙ্গেই কুতর্কের তুলনা করা হইয়াছে। এইরূপ কোনও আবর্ত্তে পতিত হইলে জীবের যে অবস্থা হয়, শাস্ত্রযুক্তিহীন কুতর্কে ভুলিয়া মহাজন-সেবিত প্রসিদ্ধ পন্থা ত্যাগ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিলেও সাধকের তদ্রূপ শোচনীয় অবস্থা হয়—ভিতরে বাহিরে তিনি অপবিত্র হইয়া যান, নিত্য শাশ্বত আনন্দের পরিবর্ত্তে তাহাকে নানা-যোনি-ভ্রমণজনিত অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, গর্ভস্থাবস্থায় পুরীষাদি প্রতি শ্বাসে-প্রশ্বাসে তাহার নাকে মুখে প্রবেশ করে (নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা), ভূমিষ্ঠ হইলেও প্রতি শ্বাসে প্রশ্বাসে কেবল বিষয়াসক্তি এবং কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাই গ্রহণ করিতে থাকে।

যাতে পড়িলে ইত্যাদি—যে কুতর্করূপ গর্ত্তে বা কর্কশ-পুরীষাবর্ত্তে পড়িলে সর্ব্বনাশ হয়; ভক্তি অন্তর্হিত হয়।

২৩২। মধ্যলীলার উপসংহারে শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী সকলের চরণে ভক্তি-কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন:—হে শ্রীচৈতন্য! তুমি পরম কৃপালু; তুমি কৃপা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে নিদ্রিতপ্রায় কলিহত-জীবের চৈতন্যবিধান করিয়াছ; কৃষ্ণ-তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভক্তি-তত্ত্ব, প্রেম-তত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব, রসতত্ত্ব প্রভৃতি ব্যক্ত করিয়া সংসার-কূপে নিপতিত জীবমণ্ডলীর উদ্ধারের উপায় বিধান করিয়াছ। তোমার তত্ত্ব তুমি না জানাইলে আর কে জানাইবে, কেই বা জানিতে পারিবে। তাই তুমি কৃপা করিয়া তোমার অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময় লীলা-রহস্য প্রকট করিয়াছ। আবার তোমার বর্ণিত বিষয়ও অপর কেহ বর্ণন করিতে সমর্থ হয় না; তাই ভক্তবৃন্দ তোমার লীলা-কাহিনী বর্ণন করিবার জন্য যখন এই অযোগ্য জীবাধমকে আদেশ করিলেন, তখন তোমার চরণ স্মরণ করিয়াই তাঁহাদের আদেশ পালনের নিমিত্ত উদ্যত হইলাম। তোমার লীলা

শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ-জীব চরণ,
শিরে ধরি, যার করোঁ আশ।
কৃষ্ণ-লীলামৃতান্বিত, চৈতন্য-চরিতামৃত,
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস ॥ ২৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সম্যক্ বর্ণনা করিবার শক্তি কাহারও নাই—সামান্য যাহা কিছু বর্ণনা করিলাম, তাহাও তোমার কৃপাতেই। বর্ণনা করিলামই বা বলি কেন ? বর্ণনা করিবার শক্তি তো আমার নাই। তোমার ভক্তদের প্রীতির নিমিত্ত তুমিই যন্ত্রিরূপে আমা-হেন যন্ত্রের দ্বারা যাহা কিছু লিখাইয়াছ, তাহাতেই আমি কৃতার্থ। প্রভো ! তোমার চরণে নমস্কার।

আর হে শ্রীনিত্যানন্দ ! আমি তোমারই শ্রীচরণাশ্রিত দাস। তুমি শ্রীচৈতন্যের অভিন্ন-কলেবর। তাই তুমিই শ্রীচৈতন্যের লীলা-রহস্য সমস্ত অবগত আছ। তুমিই নানারূপে তাঁহার সেবা করিয়া অশেষবিধ আনন্দ বিধান করিতেছ। আবার তুমিই পতিত-পাবন-বিগ্রহরূপে কলিহত-জীবের প্রতি করুণা করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া নাম-প্রেম বিতরণ করিয়াছ—অনাদিকাল হইতে সংসার-দুঃখে নিমগ্ন জীবমণ্ডলী যাহাতে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া নিত্য শাশ্বত আনন্দের আস্বাদন পাইয়া ধন্য হইতে পারে, তুমিই অবিচারে তাহার বিধান করিয়াছ। কলিহত-জীব যাহাতে তোমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম শ্রীচৈতন্যের লীলারস পান করিয়া ধন্য হইতে পারে, তজ্জন্য তোমার এই অযোগ্য দাসের দ্বারা তোমার প্রভুর লীলা-কথা যাহা লিখাইয়াছ, তাহা লিখিয়াই আমি কৃতার্থ। প্রভো ! তোমার অপরিসীম কৃপার জন্য তোমার শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি নমস্কার।

আর হে শ্রীঅদ্বৈত ! হে আমার পরমদয়াল গৌর-আনা ঠাকুর ! কলিহত জীবের দুঃখে দুঃখী হইয়া তুমিই তো শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রকট করাইলে। তোমার প্রসাদেই তো জীব প্রভুর অদ্ভুত-লীলারহস্য অবগত হইতে পারিল। নচেৎ, নিভৃত-নিকুঞ্জের লীলা-রহস্য কে জানিতে পারিত ? কেবল জানিলেই বা কি হইত ? তাহা পাইবার উপায় কে বলিয়া দিত ? ভজনের আদর্শ কে দেখাইত ? প্রভো ! তোমার করুণার তুলনা নাই। ভক্তবৃন্দ তোমার প্রাণের ঠাকুরের লীলা-কথা শুনিবার নিমিত্ত যখন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, তোমার এই দাসানুদাসকে উপলক্ষ্য করিয়া তুমিই তো প্রভু তাহা বর্ণনা করিলে। প্রভু, তোমার এই অপার করুণার নিমিত্ত তোমার চরণে শতকোটি দণ্ডবৎ-প্রণাম।

আর হে ভক্তবৃন্দ ! রসিক-শেখরের লীলা-রহস্য তোমরাই অবগত আছ। তোমরা তাঁহার চরণসরোজের ভৃঙ্গ। তোমাদের কৃপাব্যতীত—কোনও জীবই, হউক না সে পরম পণ্ডিত—কোনও জীবই তাঁর লীলারস-রহস্য ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহে। আর আমি তো মূর্খ, অজ্ঞ ; তাতে আবার জরাতুর, অন্ধ। আমার কি শক্তি আছে, আমি তাঁর লীলা বর্ণন করিব ? তোমরা কৃপা করিয়া যাহা স্ফুরিত করাইয়াছ, তাহাই তোমাদের কৃপাশক্তিতেই লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি। হে পরম-দয়াল-বিগ্রহ ! তোমাদের চরণে নমস্কার ; তোমরা কৃপা করিয়া আমার মস্তকে তোমাদের পদরজঃ দাও।

আর হে শ্রোতাগণ ! শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাকথা শুনিবার জন্য তোমাদের যে প্রবল আগ্রহ, সেই আগ্রহের উপলক্ষ্যেই ভক্তবৎসল শ্রীমন্মহাপ্রভু তোমাদের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে এ অযোগ্যের দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়াছেন। দর্শকের আনন্দবিধানের নিমিত্ত বাজীকর যেমন পুতুলের দ্বারা নৃত্যাদির বন্দোবস্ত করে, তোমাদের প্রীতিবিধানের নিমিত্তই তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু পুতুলসদৃশ আমাদ্বারা তাঁহার লীলাকথা যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ করাইয়াছেন। তোমাদের কৃপায় তাহা প্রকাশ করিয়া আমি ধন্য ও কৃতার্থ। অতএব তোমাদের চরণে আমার শত কোটি দণ্ডবৎ-প্রণাম।

আর হে শ্রীরূপ ! হে শ্রীসনাতন ! হে শ্রীরঘুনাথ ! হে শ্রীজীব ! তোমাদের শ্রীচরণই আমার একমাত্র ভরসা। তোমরা প্রভুর অন্তরঙ্গ, তোমরা প্রভুর নিত্যলীলার পার্ষদ। তোমাদের কৃপাতেই কলিহত-জীব ভজন-রহস্য অবগত হইতে পারিয়াছে, তোমাদের কৃপাতেই তাহারা ভজনের একটা উজ্জ্বল আদর্শ সাক্ষাতে দেখিতে

শ্রীমন্মদনগোপালগোবিন্দদেবতুষ্টয়ে | চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতচ্চৈতন্যচরিতামৃতম্॥ ৪৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

এতচ্ছ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং শ্রীমন্মদনগোপালস্য গোবিন্দদেবস্য চ তুষ্টয়ে অস্তু এবং শ্রীচৈতন্যার্পিতমস্তু। ইতি চক্রবর্ত্তী। ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পাইতেছে। প্রভুর কৃপাদেশে এ অধম যখন শ্রীবৃন্দাবনাশ্রয় করিল, তখন তোমরাই কৃপা করিয়া এ দীনহীনকে শ্রীচরণে স্থান দিয়াছ—তোমরাই কৃপা করিয়া ভক্তি-সিদ্ধান্তাদি এ অধমকে শিক্ষা দিয়াছ। তোমাদের কৃপা এ অযোগ্য জীব যতটুকু ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তৎটুকুই ভক্তমণ্ডলীর প্রীতির নিমিত্ত—কৃপা করিয়া এ পুতুল দ্বারা তোমরা লিখাইয়াছ। আর হে শ্রীরঘুনাথদাস! তুমি শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ সেবক, তুমিই প্রভুর লীলারঙ্গ স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছ। তুমি কৃপা করিয়া যাহা কিছু প্রকাশ করিয়াছ, তাহাই যন্ত্ররূপে এ অধম এই গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছে। তোমার কৃপা না হইলে, এ গ্রন্থ লেখা একেবারেই অসম্ভব হইত। তোমার চরণে, নমস্কার, নমস্কার।

কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থ, শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-মিশ্রিত শ্রীচৈতন্যলীলাময়। নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া ব্রজলীলা আস্বাদন করেন। সুতরাং তাঁহার লীলা-রহস্যও ব্রজলীলাময়। তাঁহার আস্বাদিত ব্রজলীলার বর্ণনা ব্যতীত শ্রীচৈতন্যের লীলা বর্ণন অসম্ভব; তাই এই শ্রীগ্রন্থে ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীলা এই উভয় লীলারই বর্ণনা আছে।

শ্লো। ৪৮। অন্বয়। এতৎ (এই) চৈতন্যচরিতামৃতং (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থ) শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেবতুষ্টয়ে (শ্রীমন্মদনগোপালের এবং শ্রীগোবিন্দদেবের তুষ্টির নিমিত্ত) অস্তু (হউক), [তথা] (এবং) চৈতন্যার্পিতং (শ্রীচৈতন্যে অর্পিত) অস্তু (হউক)।

অনুবাদ। এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীমন্মদন-গোপালের এবং শ্রীগোবিন্দদেবের তুষ্টির নিমিত্ত হউক এবং শ্রীচৈতন্যে অর্পিত হউক। ৪৮

ভক্তের সর্ব্বদাই "কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা"—তিনি যাহা কিছু করেন, সমস্তই তাঁহার ইষ্টদেবের প্রীতির নিমিত্তই করিয়া থাকেন। তাই, গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রণয়ন করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—ইহাতে যেন তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীমদনগোপাল এবং শ্রীগোবিন্দদেবের তুষ্টি সাধিত হয়। স্বীয় লীলাকথা আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীভগবানও সর্ব্বদা লালায়িত; স্বীয় লীলাকথার আস্বাদনে তাঁহার পরমা তৃপ্তি। তিনি ইহা দুইরূপে আস্বাদন করিতে পারেন—বিষয়রূপে এবং আশ্রয়রূপে। শ্রীমদনগোপালরূপে বা গোবিন্দদেবরূপে তিনি বিষয়মাত্র; আর আশ্রয়ের ভাব অঙ্গীকার করিয়া তিনি শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন; সুতরাং শ্রীচৈতন্যরূপে তিনি বিষয় এবং আশ্রয় দুইই; তাঁহার লীলাকথা—শ্রীচৈতন্যস্বরূপে তিনি বিষয়রূপেও আস্বাদন করিতে পারেন, আশ্রয়রূপেও আস্বাদন করিতে পারেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যরূপে তাঁহার যে স্বীয় লীলাকথার আস্বাদন, তাহাতেই আস্বাদনের পূর্ণতা এবং আস্বাদন-জনিত তাঁহার তুষ্টির পূর্ণতা। এজন্যই কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার প্রণীত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীচৈতন্যদেবকে অর্পণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—যেন তাঁহার গ্রন্থের শ্রীচৈতন্যার্পণ সার্থক হয়—চৈতন্যার্পণমস্তু। বিষয়রূপেই হউক, কি আশ্রয়রূপেই হউক, কি উভয়রূপেই হউক,—লীলারস-রসিক শ্রীচৈতন্যদেব যদি তাঁহার লীলাকথাপূর্ণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আস্বাদন করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন, তাহা হইলেই গ্রন্থকার নিজেকে কৃতার্থ ও ধন্য মনে করিবেন—ইহাই তাৎপর্য্য।

তদিদমতিরহস্তং গৌরলীলামৃতং যৎ,
খলসমুদয়কোলৈর্নাদৃতং তৈরলভ্যম্।
ক্ষতিরিহমিহ কা মে স্বাদিতং যৎ সমন্তাৎ,
সহৃদয়সুমনোভির্মোদমেষাং তনোতি। ৪৯

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাশী-
বাসিবৈষ্ণবকরণপুনর্নীলাচলগমনং নাম
পঞ্চবিংশতিপরিচ্ছেদঃ।

——

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যদ্গৌরলীলামৃতং তদিদমতিরহস্যম্ তৎ কিং যদমৃতং খলসমুদয়কোলৈঃ খলসমূহ-শূকরৈঃ নঃ আদৃতম্ অতএব তৈরলভ্যম্ ইহ অত্র মে মম কা ক্ষতিঃ? যৎ যতঃ সহৃদয়-সুমনোভিঃ সামাজিকৈঃ স্বাদিতং সৎ এষাং মোদং হর্ষং তনোতি বিস্তারয়তি। ইতি চক্রবর্ত্তী। ৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো ৪৯। অন্বয়। তৎ (সেই) ইদং (এই) গৌরলীলামৃতং (গৌরলীলামৃতরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) অতিরহস্যং (অতি গোপনীয়), যৎ (ইহা যে) খলসমুদয়কোলৈঃ (খলরূপ শূকরসমূহ কর্ত্তৃক) ন আদৃতং (আদৃত হয় না), [অতএব] (অতএব) তৈঃ (তাহাদিগকর্ত্তৃক) অলভ্যং (অলভ্য), ইহ (ইহাতে) মে (আমার) কা ক্ষতিঃ (কি ক্ষতি)? যৎ (যেহেতু) সহৃদয়-সুমনোভিঃ (সাধুচিত্ত সহৃদয়কর্ত্তৃক) স্বাদিতং (আস্বাদিত হইয়া) এষাং (ইঁহাদের) সমন্তাৎ (সর্ব্বতোভাবে) মোদং (আনন্দ) তনোতি (বিস্তার করে)।

অনুবাদ। এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অতি গোপনীয় রহস্যময়। এই অমৃতকে খলরূপ শূকরসমূহ আদর করে না, অতএব উহা তাহাদের অলভ্য; তাহাতে আমার কি ক্ষতি আছে? যেহেতু, এই লীলামৃত সাধুচিত্ত সহৃদয় কর্ত্তৃক আস্বাদিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের আনন্দবিস্তার করিতেছে। ৪৯

জগতে সাধারণতঃ দুই রকমের লোক দেখা যায়—যাঁহারা নির্ম্মলচিত্ত, তাঁহারা ভগবদুন্মুখ; আর যাঁহাদের চিত্ত মলিন, তাঁহারা বিষয়াসক্ত। যাঁহারা মলিন-চিত্ত, বিষয়াসক্ত, ভগবৎ-কথায় তাঁহাদের রুচি নাই, বিষয়েতেই তাঁহাদের রুচি; অপবিত্র দুর্গন্ধ বিষ্ঠাদিতেই যেমন শূকরের রুচি, তদ্রূপ জীবস্বরূপের অবনতি-সম্পাদক বিষয়ভোগেই মলিনচিত্ত লোকের রুচি; তাই এতাদৃশ লোকসকলকে এই শ্লোকে শূকরতুল্য বলা হইয়াছে—খলসমুদয়কোলৈঃ—এই বাক্যে (কোল অর্থ শূকর); শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রকথা অমৃততুল্য পরমাস্বাদ্য হইলেও এতাদৃশ বিষয়াসক্ত লোকগণের নিকটে আস্বাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না; এই গৌরলীলামৃত **খলসমুদয়কোলৈঃ**—খল (নীচ, অধম—বিষয়াসক্ত লোক) সমুদয়-রূপ কোল (বা শূকর) সকল দ্বারা **ন আদৃতং**—আদৃত হয় না; কারণ, ভগবৎ-কথায় তাঁহাদের রুচি নাই, তাই গৌরলীলামৃত—গৌরলীলারূপ অমৃতের আস্বাদনও তাঁহাদের পক্ষে **অলভ্যং**—দুর্লভ; কারণ, ইহা—ভক্তিরস বা লীলারস—একমাত্র ভক্তেরই আস্বাদ্য। "এই রস-আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে। কৃষ্ণ-ভক্তগণ করে রস-আস্বাদনে॥ ২।২৩।৫১॥" তাই গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী বলিতেছেন—এই যে অমৃতরস-নিলয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন, বিষয়াসক্ত অধম-চরিত্র লোকদের নিকটে তাহা আদৃত হইবে না; আদৃত হইবেনা বলিয়া—কতকগুলি লোক গৌরলীলারসের আস্বাদন হইতে বঞ্চিত হইবে বলিয়া—গ্রন্থকারের দুঃখ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ক্ষতি কিছু নাই—**কা ক্ষতিঃ?** কারণ, বিষয়াসক্ত বহির্ম্মুখ লোকগণের আদর না পাইলেই যে তাঁহার গ্রন্থপ্রণয়ন অসার্থক হইবে, তাহা নহে; কাক আম্রমুকুল আস্বাদন করে না বলিয়া স্রষ্টার পক্ষে আম্রমুকুলের সৃষ্টি অসার্থক হইয়া যায় না। তবে কিসে এই গ্রন্থপ্রণয়ন সার্থক হইবে? যাঁহাদের জন্য এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের আস্বাদনেই ইহা সার্থকতা লাভ করিবে। কবিরাজ-গোস্বামী এই গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়াছেন—রসিক-ভক্তদের আস্বাদনের জন্য; অভক্ত-অরসিকের জন্য নহে; তাই গ্রন্থারম্ভেই তিনি বলিয়াছেন-"অতএব কহি কিছু করিয়া

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নিগূঢ়। বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়॥ ১।৪।১৮৯॥ এসব সিদ্ধান্ত-রস আম্রের পল্লব। ভক্তগণ-কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ॥ অভক্ত-উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ। তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দবিশেষ॥ ১।৪।১৯১-৯২॥" সুতরাং ভক্তগণ যদি এই গ্রন্থের সমাদর করেন, তাহা হইলেই গ্রন্থ-প্রণয়নে তাঁহার সার্থকতা। আবার এই গ্রন্থ যে **সহৃদয়-সুমনোভিঃ**—সহৃদয় এবং সুমনঃ (উত্তম মন বা চিত্ত যাঁহাদের, যাঁহারা সাধুচিত্ত, তাঁহাদের) দ্বারা **স্বাদিতং**—আস্বাদিত হইয়া **সমন্তাৎ**—সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের **মোদং তনোতি**—আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে, তাহাও গ্রন্থকার জানেন; তাহাতেই তাঁহার গ্রন্থপ্রণয়ন সার্থক হইয়াছে বলিয়া এবং তিনিও কৃতার্থ হইয়াছেন বলিয়া তিনি মনে করেন; তাই অভক্তগণ কর্ত্তৃক এই গ্রন্থের অনাদরে তিনি তাঁহার গ্রন্থপ্রণয়ন অসার্থক বলিয়া মনে করেন না।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলার গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা সমাপ্তা।

মধ্যলীলা সমাপ্তা।